উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৯,৮০৯.৪৩ (-৩১৫.০৬)

নিফটি : ২৪,২৪৬.৭০ (-৮২.২৫)

যোগীরাজ্যে হুমকি উত্তরের শ্রমিকদের
উত্তরপ্রদেশে ফের কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার, প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁদের উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। ▸▸ ৪

গম্ভীরায় উঠে আসছে চাকরিহারাদের দুর্দশা
কলকাতায় চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। পুরাতন মালদায় ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা উৎসবে গানে কথায় শিল্পীরা তুলে ধরবেন চাকরিহারা শিক্ষকদের দুর্দশার কথা। ▸▸ ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৮°	৩৮°	৩৭°	৩৬°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৩°	২৬°	২৩°

মালদায় টার্ফ উদ্বোধনে সৌরভ ▸▸ ৩

১১ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 25 April 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 335

হুমকিতে যুদ্ধের দামামা

উত্তরের খোঁজে

এক হুংকার ও শিলিগুড়ির মেয়রকে এক চিঠি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দুপুর শেষ হয়ে আসার মুখে আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে হলুদ স্কুল বাসগুলো যায়। সন্তানকে নেবেন বলে দাঁড়িয়ে থাকেন কোনও মা। তখনই হয়তো আপনাদের পাড়ার কৃষ্ণচূড়া, জারুল, পেয়ারা, রাধাচূড়ার ছায়া মাড়িয়ে চার তরুণী যাচ্ছেন নানা ভঙ্গিতে। প্রতিদিনের ছবি।

পারলে তাঁদের একবার একটা প্রশ্ন করবেন মাননীয়েষু গৌতম দেব। এই যে সেদিন সবুজ জামা পরে আপনারই পুরসভার মেয়র ইন কাউন্সিল অসভ্যের মতো জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের অফিসে অকারণ তারস্বরে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটা কেমন লেগেছে? কোনও সাধারণ শিক্ষক এমন করলে সাসপেন্ড হতেন না? তবু ভালো, কী ভাগ্যি শিলিগুড়ির, এবার সবুজ শার্ট আগের বারের মতো থুতু ছেটাননি।

এভাবেই কি বাড়িতে কথা বলার শিক্ষা দেওয়া উচিত? বা স্কুলে?

ঔদ্ধত্যের শেষ বাক্য হয়ে দাঁড়ানো ওই শর্মা আসলে কে? সবুজ ফুলশার্টের নাম রঞ্জন শীলশর্মা। আপনাদের শহরে কত ভোট ওই অসভ্যতার জন্য কমল বলতে পারব না। তবে রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট কিছু কমতে বাধ্য ওই শর্মার জন্য। সরকারি অফিসারদের অপমান করার এ ধরনের ঔদ্ধত্য এঁরা কোথায় পান, শহরের মহানাগরিক? প্রকাশ্যে সবুজ শার্টকে তীব্র ভর্ৎসনা কি করা উচিত ছিল না আপনার? এরপর যদি একজন প্রাথমিক শিক্ষক আপনার চেম্বারে ঢুকেও তুলে নিয়ে যাওয়ার তর্জনগর্জন করে, সেটা কি মানতে পারবেন মহাশয়?

মাসকয়েক আগে গজলডোবার জমি দুর্নীতি নিয়ে লেখালেখির সময়, এই নামটি উঠেছিল অনেক শর্মার সঙ্গে। আপনি তো মেয়র মশাই সেবারও কিছু করেননি। কোনও ব্যবস্থা? না। কোনও প্রকাশ্য ভর্ৎসনা? না। তা হলে আপনি কী বার্তাটি দিলেন আপনার অন্য দুর্নীতিগ্রস্ত পারিষদদের জন্য? চালিয়ে খেলো!

আপনার মেয়র পারিষদদের মধ্যে অনেকেই চালিয়ে খেলায় শুভমান গিল। রত্ন। হিরের রত্ন।

এক রত্ন অসংখ্য বেআইনি নির্মাণের পিছনে। এক রত্ন গ্রামের পঞ্চায়েতের মতো- স্ত্রী কাউন্সিলার, অথচ পিছন থেকে চালান স্বামী। অন্তত পাঁচজনের সম্পত্তির এত বাড়ন্ত, চোখে লাগে। এক রত্ন নিজের নামে বেআইনি কলোনি বানিয়ে ফেলেছেন জীবদ্দশায়। মহানন্দাতীরে বেআইনি জমিকে আইনি করে দেন এক ছুমন্তরে। বাংলায় এমন মন্ত্রোচ্চারণের লোক পাওয়া কঠিন।

অনেকে বাইরে রবিন হুডের ইমেজ রেখে ভিতরে দুর্নীতির মন্দিরের প্রধান পূজারি। অনেকে পারলে নদী বা জঙ্গলই খাবলে দখল করে নেন। এই নগরীতে সাতটি নদী, ভারতের কোনও নগরে নেই। একটা নদী থাকলেই শহরের সৌন্দর্য কত পালটে যায়।

এরপর দশের পাতায়

ভারত ছেড়ে দেশে ফিরছেন পাকিস্তানি নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার ওয়াঘা সীমান্তে। -পিটিআই

সিমলা চুক্তি খারিজের ইঙ্গিত শাহবাজের

বাণিজ্যে ছেদ, সীমান্তে সেনা মোতায়েন ইসলামাবাদের

ইসলামাবাদ, ২৪ এপ্রিল : ভারতের সঙ্গে 'ভারসাম্য' রাখতে বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করল পাকিস্তান। এদিন ইসলামাবাদে জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপপ্রধানমন্ত্রী ইসাক দার, তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার, আইনমন্ত্রী আজম নাজির তারার, অ্যাটর্নি জেনারেল মনসুর উসমান আওয়ান এবং ৩ বাহিনীর প্রধানরা। বৈঠক শেষ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শরিফের দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানে জল বন্ধের যে কোনও চেষ্টাকে 'আগ্রাসন' হিসাবে বিবেচনা করা হবে। পূর্ণ শক্তি দিয়ে এ জাতীয় পদক্ষেপের জবাব দেবে পাকিস্তান।

এই ঘোষণার আগেই ভারত সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনা মোতায়েন শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বুধবার থেকে গুজরাট, রাজস্থান ও পঞ্জাবের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাক বাহিনীর তৎপরতা নজরে এসেছে। জম্মু-কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর তাদের গতিবিধি বেড়ে গিয়েছে। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কামান ও বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর কাজ শুরু করেছে পাক বাহিনী। জারি হয়েছে রেড অ্যালার্ট। বায়ু ও নৌসেনাকেও তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। শক্তি প্রদর্শনের জন্য করাচি উপকূল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রস্তুতির খবর মিলেছে। সমুদ্র বন্দর করাচি ভারতীয় নৌসেনার সহজ নিশানা হতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি চলছে বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে *এরপর দশের পাতায়*

পাক প্রত্যাঘাত

- সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তের জোরালো প্রতিবাদ
- পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তাঁরা প্রস্তুত
- ভারতের সঙ্গে সমস্ত ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধের ঘোষণা, তৃতীয় কোনও দেশে বাণিজ্যের জন্য ইসলামাবাদ প্রশাসন নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না ভারতকে
- নিজেদের আকাশসীমা ভারতকে আর ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না
- ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের পাকিস্তান ছাড়তে বলা হয়েছে
- পাকিস্তানও এখন থেকে ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করে দিচ্ছে
- ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে আসা ভারতীয়দের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সে দেশ ছাড়ার নির্দেশ
- ভারতীয়দের জন্য 'সার্ক' ভিসা বাতিল
- সিমলা চুক্তি সহ ভারতের সঙ্গে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে পাকিস্তান

কল্পনাতীত শাস্তির বার্তা মোদির মুখে

নয়াদিল্লি ও মধুবনি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতি আরও পাকিয়ে উঠল। ইসলামাবাদ তার জের সামলে ওঠার আগেই প্রত্যাঘাতের রণহুংকার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরই মধ্যে উধমপুরে সেনা-জঙ্গি মুখোমুখি সংঘর্ষে এক প্যারাকমান্ডো শহিদ হয়েছেন। তাঁর নাম হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখ। তিনি নদিয়ার পাথরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

আরও কড়া ভারত

- ২৭ এপ্রিল থেকে পাকিস্তানের নাগরিকদের বৈধ ভারতীয় ভিসা বাতিল
- মেডিকেল ভিসা নিয়ে এ দেশে আসা পাক নাগরিকদের ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। তারপর তাঁদের ভিসা বাতিল হয়ে যাবে
- বর্তমানে পাকিস্তানে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের অবিলম্বে দেশে ফেরার পরামর্শ
- ভারতীয়দের পাকিস্তান সফরে জারি নিষেধাজ্ঞা

পাকিস্তানই যে এই হামলার নাটের গুরু সেটা ইতিমধ্যে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত। সেই কারণে সিন্ধু জলচুক্তি রদ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি ভিসা ও মেডিকেল ভিসা বাতিল সহ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ পদক্ষেপও করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের নাম না করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এদিন কার্যত 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার বিহারের মধুবনিতে জাতীয় পঞ্চায়েতিরাজ দিবস পালনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে সন্ত্রাসবাদী এবং তার মদতদাতাদের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন তিনি। মোদি বলেন, 'জঙ্গিদের অবশিষ্ট জমিটুকুও মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।' এদিন বক্তৃতা শুরুর আগে সভায় উপস্থিত সবাইকে পহলগামে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালনের আর্জিও জানান প্রধানমন্ত্রী। এদিন তিনি হিন্দিতেই বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন। হঠাৎ হিন্দি থেকে ইংরেজিতে ভাষণ দেওয়া শুরু করেন মোদি। তিনি বলেন, 'বিহারের মাটি থেকে আজ আমি সারাবিশ্বকে বলছি, প্রত্যেক জঙ্গি এবং তাদের মদতদাতাদের খুঁজে শনাক্ত করে শাস্তি দেবে ভারত।'

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, পহলগামের ঘটনায় আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সমর্থন টানতেই ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন মোদি। দেশের সাধারণ মানুষ এবং শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন

সন্তানহীন দম্পতিদের জন্য পরামর্শ শিবির এবার শিলিগুড়িতে
আগামী ৪ মে, রবিবার
বন্ধ্যাত্ব বিষয়ক পরামর্শ দেবেন
ডা: এস. এম. রহমান
MBBS, MD (Obs & Gyn)
AIIMS New Delhi, Gold Medalist
22 yrs experience
Cradle fertility center
For Appointment Call us:
9147071888
Jeevandeep Building
Salugara, Siliguri

ও সহানুভূতির বলে বলীয়ান হয়ে তিনি পাকিস্তানের নাম না করে সাফ বলেছেন, 'যারা পহলগামে হামলা চালিয়েছে সেই সন্ত্রাসবাদী আর এই হামলার ষড়যন্ত্রকারীদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়া হবে।' তাঁর কথায়, '২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ দেশবাসীকে যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করেছে তাতে সারাদেশ ব্যথিত। সারাদেশ ওই পীড়িত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে। যাঁদের এখনও চিকিৎসা চলছে তাঁরা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন সেজন্য সরকার সমস্তরকম চেষ্টা করছে।'

গতকালের মতো এদিনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করে নয়াদিল্লি। পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা *এরপর দশের পাতায়*

পিছিয়েই থাকা নাকি উন্নয়ন ?

কোন পথে হবে উত্তরের উত্তরণ

বলবেন আপনারাই

লিখব আমরা

আপনাদের মনের কথা

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এডিশন স্পেশাল

ধৃত মাদক পাচারচক্রের পান্ডা

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

ত্রস্ত অমৃতি, রোহিঙ্গা হাতের আশঙ্কা খগেনের

হরষিত সিংহ ও কল্লোল মজুমদার

অমৃতি ও মালদা, ২৪ এপ্রিল : চোখের সামনে ভাসছে এখনও সেই ভয়ংকর দৃশ্য! গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই এদিন রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেছিল নিমাইকে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও প্রতিবেশীদের চোখে মুখে আতঙ্ক স্পষ্ট। খাওয়া, ঘুম ভুলেছেন গ্রামবাসী। তার মধ্যে বুধবার রাতেও আশপাশের গ্রাম থেকে শোনা যাচ্ছে গুজব। অপরিচিতদের আনাগোনা, অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার পর থেকেই গ্রামের দুই প্রান্তে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু রাতে গ্রামে চিৎকার, ডাকাডাকিতে আতঙ্কে রাত কেটেছে। এদিন রাত জেগেই কাটল মহিলা পুরুষদের। পুলিশের ভূমিকায় নিয়েও ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে সেকেন্দারপুর সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের। বুধবারের ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে মূল অভিযুক্ত তথা, নিমাই মণ্ডলকে খুনে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ।

গুজবে উদ্বেগ

- ঘটনার পর থেকেই গ্রামের দুই প্রান্তে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে
- কিন্তু রাতের অন্ধকারে আশপাশের গ্রামের লোকেদের চিৎকার, ডাকাডাকিতে আতঙ্কের মধ্যে রাত কেটেছে
- পুলিশের ভূমিকাতে ক্ষোভ থেকেই যাচ্ছে সেকেন্দারপুর সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের
- বুধবারের ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে

ওই ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর অভিযোগ, 'অমৃতিতে পাঁচ তরুণকে ব্যাপক মারধর করা হয়। একজনকে ঝুলিয়ে মেরে পা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, মালদা মেডিকেলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলে ওই তরুণকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। অগত্যা ওই তরুণকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় গাজোলে।' এদিন ওই সাংবাদিক সম্মেলনে নিজের মোবাইলে আহতদের ছবি দেখিয়ে খগেন মুর্মু জানান, 'আহত হয়েছেন বাপি মণ্ডল, অরুণ মণ্ডল, ঝন্টু মণ্ডল, গোপাল মণ্ডল ও সুজিত মণ্ডল। হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন সাট্টারির তৃণমূলের উপপ্রধান। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অমৃতি শিবমন্দিরের পুরোহিতের ছেলেকে। গভীর রাত পর্যন্ত মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এখানেই প্রমাণ হয়, *এরপর দশের পাতায়*

দুঃসহ অভিজ্ঞতার পরেও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় আছে ভূস্বর্গ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে। পাশাপাশি, যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়ানো শুরু হয়েছে।

দুঃস্বপ্ন ভুলে পর্যটকের ভিড় শ্রীনগরে

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল : জীবনে খারাপ পর্ব আসেই। কিন্তু ভালোর খোঁজটা চালিয়ে যেতেই হয়। ভূস্বর্গও এই তত্ত্বেই বিশ্বাসী। পহলগামের বৈসরণে জঙ্গি হামলায় মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বুধবার কাশ্মীর উপত্যকাজুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত বনধে স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল।

জঙ্গি হামলার পর গোটা কাশ্মীরজুড়ে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হতেই বেশিরভাগ পর্যটক পহলগাম, সোনমার্গ, গুলমার্গ, দুধপাথরি, ইউজমার্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভিউপয়েন্টগুলি ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য শ্রীনগরে ঘাঁটি গেড়েছেন। অনেকেই চড়া দামে বিমানের টিকিট কেটে উপত্যকা ছেড়েছেন। আর যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁরা শ্রীনগরের বিভিন্ন হোটেলে রয়ে গিয়েছেন। অন্যান্য ভিউপয়েন্টের হোটেলগুলি খাঁখাঁ করলেও শ্রীনগরের হোটেলগুলিতে এদিনও পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। শ্রীনগরের বাইরের গুরুত্বপূর্ণ ভিউপয়েন্টগুলি ঘুরে দেখার কর্মসূচিরও পরিবর্তন তাঁদের করতে হয়। এদিন সকাল থেকেই ডাল লেক, শালিমার বাগ, মানসবাল লেক, নিশাদবাগ টিউলিপ গার্ডেন, শংকরাচার্য মন্দির, পরিমহল প্রভৃতি স্থানে পর্যটকরা ঘুরে কার্যত দুধের স্বাদ ঘোলে মেটান। তাঁদের অনেকেরই ইতিমধ্যেই একবার এই জায়গাগুলি ঘোরা হয়ে গিয়েছিল। তবে অন্য কোনও জায়গায় যাওয়ার উপায় না থাকায় তাঁরা এদিন ফের *এরপর দশের পাতায়*

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা, নিরাপত্তায় অসন্তোষ

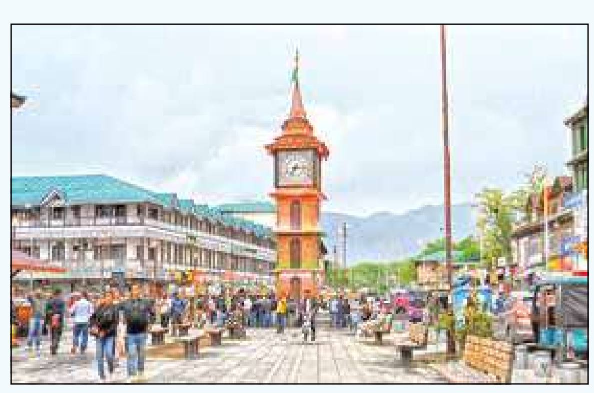

ছন্দে ফেরার চেষ্টা শ্রীনগরের। বৃহস্পতিবার লালচকে। -অপর্ণা গুহ রায়

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল : কী কারণে হামলা আর কীভাবে ভবিষ্যৎ চলবে সেটাই এখন ভূস্বর্গের বাসিন্দাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পহলগামের হামলার পর ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এই সমস্ত প্রশ্নের ওপর থেকে ধোঁয়াশা সরার কোনও লক্ষণই নেই। পাশাপাশি, যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়ানো শুরু হয়েছে।

মহম্মদ মুস্তাক শ্রীনগর সংলগ্ন গোন্ডারওয়ালের বাসিন্দা। ২০০৭ সাল থেকে পর্যটকদের নিয়ে প্রতি মাসেই চার-পাঁচবার পহলগাম যান। জঙ্গিহানার পর এতটাই মর্মাহত যে খাবার গলা দিয়ে প্রায় নামছেই না। কী কারণে এই হামলা আর নিজের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক ভেবেছেন। কোনও কূলকিনারা পাননি। পর্যটনের মরশুম শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত পহলগামে সেনাবাহিনীর দু-তিনটি নাকা চেকপোস্ট ছিল। পর্যটনের মরশুম শুরুর পর কী কারণে সেই চেকপোস্ট তুলে নেওয়া হল বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আকিব মনজুরের প্রশ্ন। পড়াশোনার ফাঁকে সংসার চালাতে আকিব ডাল লেকে শিকারা চালান। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি শুনে আকিব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'পহলগামের ভিউপয়েন্টে যাওয়ার আগে যে সমস্ত চেকপোস্ট ছিল সেগুলি কেন তুলে নেওয়া হল সেটা খুঁজে বের করুন।'

> পহলগামের ভিউপয়েন্টে যাওয়ার আগে যে সমস্ত চেকপোস্ট ছিল সেগুলি কেন তুলে নেওয়া হল সেটা খুঁজে বের করুন।
>
> **আকিব মনজুর**
> বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া

শ্রীনগরের বাসিন্দা মহম্মদ আসলাম পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে তিন মাস আগে ৪০ হাজার টাকার মাসিক কিস্তিতে ৪০ লাখ টাকার একটি গাড়ি কিনেছিলেন। জঙ্গিহানার পর থেকে পর্যটকরা ভূস্বর্গ ছাড়তে শুরু করায় তাঁর চোখে জল। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে গাড়ির মাসিক কিস্তির টাকা জোগাড় হবে আর কীভাবেই বা সংসার চলবে, *এরপর দশের পাতায়*

প্রেমের ফাঁদে ১৭ লক্ষ টাকা গায়েব

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ এপ্রিল : ভালোবাসা অন্ধ হয়। নইলে ফেসবুকে পরিচয় হওয়া ভুয়ো শিক্ষিকাকে বিশ্বাস করে কেনইবা ১৭ লক্ষ টাকা পাঠাবেন এক তরুণ। প্রতারকদের মিষ্টি কথায় ফেঁসে বিয়ের প্রলোভনে সর্বস্বান্ত হওয়ার পর তিনি যে প্রতারিত হয়েছেন তা বুঝতে পারেন। অবশেষে বুধবার বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী ওই তরুণ। কলকাতার বাসিন্দা এক তরুণী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বালুরঘাটের মঙ্গলপুর এলাকার এক তরুণের সাথে কলকাতার এক তরুণীর ফেসবুকে পরিচয় হয়। ক্রমেই ফোনের মাধ্যমে ওই সম্পর্ক আরও গভীর হয়। ওই তরুণী নিজেকে কোচবিহারের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বলে দাবি করেন। এছাড়া আরও কয়েকজনের সঙ্গেও

ছবি - এআই

ফোনে পরিচয় করিয়ে তার পরিবারের সদস্য বলে কথা বলিয়ে দেন। এভাবেই ওই তরুণের বিশ্বাস অর্জন করে প্রতারকরা।

একসময় তরুণীর বাবা-মায়ের পরিচয় দিয়ে ওই তরুণের সঙ্গে কয়েকজনকে কথা বলানো হয়। তাঁরা মেয়ের সাথে ওই তরুণের বিয়ের প্রস্তাবও দেন। তরুণ এতে রাজি হন এবং ওই তরুণীর সঙ্গে আরও সম্পর্ক গভীর হয়। ইতিমধ্যে ওই তরুণী গোঁ ধরেন যে, তার বালুরঘাটে যতক্ষণ না বদলি হচ্ছে, ততদিন তিনি বিয়ে করবেন না। প্রেমে হাবুডুবু ওই তরুণ, প্রেমিকার জেদ মেটাতে উঠে পড়ে লাগেন। প্রেমিকা দাবি করেন যে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ দিলে ওই ট্রান্সফার সম্ভব। সেই কথামতো প্রেমিক ওই টাকা জোগাড়ে নেমে পড়েন। এরপর দফায় দফায় তরুণীর অ্যাকাউন্ট সহ তাঁর বলা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কেন এভাবে দেখা না করেও টাকা পাঠালেন ওই তরুণ? বেসরকারি কোম্পানির কর্মী ওই তরুণের কথায়, একবারের জন্যও ওর সাথে দেখা হয়নি। দেখা করতেই হবে, তাও ভাবিনি। দুই একবার দেখা করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কিন্তু পারিবারিক কারণে তা হয়ে ওঠেনি। তদন্তকারীরা অবশ্য সব দিক খতিয়ে দেখছেন।

তারপরেও তরুণীর বিয়েতে সায় না থাকায় ওই তরুণ কোচবিহারের সেই স্কুলে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন ওই নামের কোনও শিক্ষিকাই নেই। শুধু তাই নয়, ওই তরুণী আর তার দলবল তাঁকে ফাঁদে ফেলে প্রতারণা করেছে তাও বুঝতে পারেন। এরপরই ওই তরুণ সরাসরি বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
MAHIS BATHAN, COOCH BEHAR
RECRUITMENT NOTICE

1. **TGT-Mathematics** (01) : Qualifications Required : Graduate or Post Graduate with B.Ed., with proficiency in English and Computer. Work experience : 0-2 years. 2. **TGT-Computer** (01) : Qualification: Bachelor degree in Computer Science, IT, or related field with excellent communication skill (English). Work experience : 0-2 years. 3. **IT Technician** (01) : Qualification : Graduate with sound knowledge in maintenance of Computer Systems and working knowledge of DTP (Photoshop etc.) Work Experience : 0-2 years. Please send your resume at the latest by 9th May 2025. Email : **binamohitmemorialschool@rediffmail.com**

অবহেলায় শালবাগান

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৪ এপ্রিল : কোচবিহারের ফুসফুস বলা হয় শালবাগানকে। পর্যটনের সম্ভাবনা থাকলেও সরকারি উদাসীনতা ও পরিকাঠামোর অভাবে কার্যত ব্রাত্য হয়ে পড়ে রয়েছে শালবাগানটি। একাধিকবার এখানকার পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। শালবাগানে প্রবেশপথের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। শিশু উদ্যানের খেলনা ভেঙে গিয়েছে বহুদিন আগেই। পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে নেশার আসর বসছে বলে অভিযোগ। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এখানকার পরিকাঠামো তৈরির দাবি উঠেছে।

বন দপ্তরের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেছেন, 'পরিকাঠামোর বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শালবাগানে পিকনিক করা নিষিদ্ধ। তবে এখানে পর্যটকরা বেড়াতে আসতে পারেন।'

কোচবিহারে প্রায় ১০০ বিঘারও বেশি জমির ওপর শালের বাগান রয়েছে। নাম শালবাগান হলেও সেখানে সিংহভাগ সেগুন গাছ রয়েছে। সারাবছর কার্যত পর্যটকহীনভাবে পড়ে থাকলেও আগে পিকনিকের মরশুমে এখানে নিত্য ভিড় হত। শহর ও শহর লাগোয়া মানুষরা শালবাগানে পিকনিক করতেন। ২০২১ সাল থেকে তা নিষিদ্ধ করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্তমানে শালবাগানে পর্যটকের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বেশকিছু মানুষ প্রাতর্ভ্রমণ করেন এখানে। বেশকিছু তরুণকে ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়। পাশাপাশি শালবাগানের আড়ালে নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু দাস বলেন, 'শালবাগানে যাওয়ার রাস্তাটি পাকা করা প্রয়োজন। সেখানে পানীয় জল, শৌচালয় তৈরির পাশাপাশি উদ্যানটি ভালো করে সাজালে অনেক পর্যটকই এখানে বেড়াতে আসতে পারেন।' আরেক বাসিন্দা শ্যামল রায়ের বক্তব্য, 'আগে শীতের সময় এখানে উৎসবের চেহারা নিত। এখন তো বাইরের কোনও মানুষই আসেন না। এখানে বেশি সংখ্যক পর্যটক এলে তাঁদেরকে কেন্দ্র করে এলাকায় অর্থনীতির ওপর ভালো প্রভাব পড়ার আশা রয়েছে।' শালবাগানে নেশার আসর বাসানোর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি। কোচবিহার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের তরফে দিলীপ চৌধুরী বলেছেন, 'শালবাগান হল কোচবিহার শহরের ফুসফুস। সেটিকে রক্ষা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। শালবাগানকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরার জন্য বন দপ্তরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।' রাজার শহর কোচবিহারের আনাচকানাচে ছড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী নানা স্থাপত্য। রাজবাড়ি থেকে মদনমোহনবাড়ি, সাগরদিঘি থেকে বৈরাগীদিঘি– সব পর্যটনস্থলেই প্রতিদিন ভিড় দেখা যায়। তবে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় শালবাগান একমাত্র বনাঞ্চল। সেই বনাঞ্চল যাতে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের জায়গা হয়ে ওঠে সেজন্য কর্তৃপক্ষের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

কোচবিহার শালবাগান।

উন্নয়নের দাবি
- শালবাগানে প্রবেশপথের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল
- শিশু উদ্যানের খেলনা ভেঙে গিয়েছে বহুদিন আগেই
- পর্যাপ্ত নজরদারির অভাবে নেশার আসর বসছে

আজ টিভিতে

গুরুজি রঞ্জন প্রসাদ কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে রোশনাইকে তিনি নিজের মেয়ে নয়নতারা বলে পরিচয় দেন।
রোশনাই রাত ১০.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গরীবের বউ, ১০.০০ শুভদৃষ্টি, দুপুর ১.০০ দুজনে, বিকেল ৪.১৫ খোকাবাবু, সন্ধ্যা ৭.১৫ ছোটবউ, রাত ১০.১৫ জন্মদাতা
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.০০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ১২.৩০ তিন ইয়ারি কথা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.১৫ রংবাজ, বিকেল ৩.৫০ ফুল আর পাথর, সন্ধ্যা ৭.০০ মস্তান, রাত ১০.০০ দ্য রিটার্ন অফ অভিমন্যু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগপঞ্চমী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ উৎসর্গ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ এই অরণ্য
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৭ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.২৪ ম্যায় হু রাখওয়ালা, সন্ধ্যা ৬.১৯ ও মাঞ্চি ঘোস্ট, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.১৬ বস্তর – দ্য নকশাল স্টোরি
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১১.০৮ দ্য উইচ: পার্ট-টু, দুপুর ১.৪৯ বাওয়াল, বিকেল ৫.২৪ ভেঙ্কি মামা, রাত ৮.০০ আই
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : সকাল ১০.০৪ সালাম ভেঙ্কি, দুপুর ১২.২৩ বার বার দেখো, ২.৪৮ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৪.৫২ গুড বাই, সন্ধ্যা ৬.১৯ পূর্ণা, রাত ৯.০০ জাজমেন্টাল হ্যায় ক্যায়া, ১১.০২ খুবসুরত
রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৪৫ দ্য গ্রেট ডিক্টেটর, ২.৪৫ ডাউন উইথ লভ, বিকেল ৪.৩০ লে দ্য ফেবারিট, সন্ধ্যা ৬.০০ দ্য নাট জব, ৭.৩০ মাই সুপার এক্স গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ বার্নট, ১০.৪০ হোয়াটস ইয়োর নম্বর

গুড মর্নিং আকাশে অরিজিৎ সিংয়ের জন্মদিন স্পেশাল পর্বে গান শোনাবেন **শোভন গঙ্গোপাধ্যায়।**
সকাল ৭.০০ **আকাশ আট**

দুজনে দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

দ্য হিলস হ্যাভ আইজ
সন্ধ্যা ৭.১৫ **মুভিজ নাউ**

সালাম ভেঙ্কি সকাল ১০.০৪ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ চায় দলিত মঞ্চ

শিলিগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : নিজেদের দাবি পূরণে হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে, না হলে উত্তরকন্যার সামনে অবস্থানে বসার হুঁশিয়ারি দিল উত্তরবঙ্গ দলিত একতা মঞ্চ। এজন্য প্রশাসনকে এক মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে মঞ্চ। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলা থেকে মঞ্চের ৩৫ জনের এক প্রতিনিধিদল উত্তরকন্যায় এসে স্মারকলিপি জমা দেয়। স্মারকলিপি জমা দিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মঞ্চের এক সদস্য গৌতম বাসফোর বলেন, 'গত এক বছরের বেশি সময় ধরে আমরা বারবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে দরবার করেছি। বেশ কয়েকবার উত্তরকন্যায় এসে হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু সুরাহা হয়নি। দাবি পূরণে এক মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ না পেলে আমরা কয়েক হাজার সদস্য মিলে উত্তরকন্যার সামনে অবস্থানে বসব।'

মাসখানেক আগে উত্তরবঙ্গের ৯টি আলাদা সংগঠন মিলে এই মঞ্চ তৈরি হয়। পরে আরও তিনটি সংগঠন এই মঞ্চে যোগ দেয়। আগামীদিনে কোচবিহার থেকে মালদা জেলার আরও বেশ কয়েকটি সংগঠন মঞ্চের ছাতার তলায় আসতে চলেছে বলে দাবি মঞ্চের অন্য এক সদস্য সুরিন্দর রাউতের। তাঁর কথায়, 'সরকারি চাকরিতে আমাদের উপেক্ষিত থাকতে হচ্ছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই দেখা করে কথা বলতে চাই।'

হন্ডা মোটরের সড়ক নিরাপত্তা অভিযান

নিউজ ব্যুরো

২৪ এপ্রিল : হন্ডা মোটর সাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া (এইচএমএসআই) সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ব্যাংডুবির আর্মি পাবলিক স্কুলে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা অভিযান আয়োজন করে। ২৪০০ পড়ুয়া ও শিক্ষাকর্মী তাতে অংশ নেন। এই উদ্যোগে শিশু ও তরুণদের নিরাপদে মোটর সাইকেল রাইড করতে সচেতন করা হয়েছে। ইন্টার‌্যাক্টিভ লার্নিং-এর মাধ্যমে হেলমেটের প্রয়োজনীয়তা, এছাড়া বিপদের পূর্বাভাস পেলে কী করতে হবে তাও জানানো হয়েছে। পড়ুয়ারা ভার্চুয়াল রাইডিং সিমুলেটরের মাধ্যমে বাস্তবের রাস্তায় গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করে। হন্ডা ২০৩০-এর মধ্যে পথ দুর্ঘটনায় ৫০ শতাংশ মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, ২০৫০-এর মধ্যে তা হবে শূন্য। এছাড়া হন্ডার তরফে ডিজিটাল রোড সেফটি লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ই-গুরুকুল চালু হয়েছে।

ফর্ম নং-১৪
(প্রবিধান-৩৩ (২) লক্ষ করুন)
রেজিস্ট্রা. এ/ডি, দস্তি ব্যর্থ হলে যা প্রকাশনার মাধ্যমে করা হবে।

রিকভারি অফিসারের কার্যালয়-I/II
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল
তৃতীয় তলা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রিকভারি অফ ডেটস-এর অন্তর্গত সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং ব্যাংক্রাপ্টসি অ্যাক্ট ১৯৯৩ এবং ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকেন্ড সিডিউলের রুল ২-এর অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি

আরসি/৮/২০২৪ — ২১.০৪.২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
সাপিউর রহমান

প্রতি,
(সিডি-১) সাপিউর রহমান হাজি ফারজান আলির পুত্র, মেসার্স হাজে এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকরণ, ছট প্রধানপাড়া, পোস্টঃ- ফুলবাড়ি হাট, থানা-ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিনঃ- ৭৩৪৪৩৫-এ ব্যবসা চালান এবং বসবাসরত বাসিন্দা।

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং কর্মকর্তা দ্বারা প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে, জারি প্রাপ্ত পুনরুদ্ধার শংসাপত্রটিতে রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়িতে **টিএ/৩৭১/২০১৭**-এ **টাঃ-১৭৫১২১৮.৬৫ (টাঃ সতেরো লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত আঠারো এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** সঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ ১৬.৫০% **২৯.০৫.২০১৫** তারিখ পর্যন্ত প্রতীতী অর্থ **টাঃ ২০০০০ (টাঃ কুড়ি হাজার মাত্র)** আপনার বকেয়া রয়েছে (যুগ্মভাবে এবং আলাদাভাবে/সম্পূর্ণভাবে/নির্দিষ্টভাবে)।

২. আপনাকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তা দিতে ব্যর্থ হলে ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ এবং এর অন্তর্ভুক্ত ধারার দ্বার ব্যাংকের দ্বারা ঋণ পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে অর্থটি পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩. আপনাকে এতদ্বারা শুনানির পরবর্তী তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামার মাধ্যমে আপনার সম্পদগুলি ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

৪. আপনাকে এতদ্বারা, তদরিক্ত কার্যধারার হেতু নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০-য়।

৫. উপরের উল্লেখিত অর্থ ছাড়াও, আপনি যে অর্থ প্রদানের জন্য দায়ী থাকবেন ঃ-
ক) শংসাপত্র/সম্পাদনা কার্যধারার এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার পরবর্তীতে অবিলম্বে এই ধরনের সুদ পরিশোধ করার মেয়াদকাল আরম্ভ হয়ে যাবে।
খ) বকেয়া অর্থমূল্য পুনরুদ্ধারের হেতু সমস্ত কাজ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া সঙ্গে বিজ্ঞপ্তি এবং সমন জারি করার পরিষেবার খাতে সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচপত্র দাবি করা হবে।

আমার হাতে দ্বারা ট্রাইবিউনালটিতে সিলমোহর দেওয়ার তারিখ ঃ-**২১.০৪.২০২৫**

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি

ফর্ম নং-৩
[প্রবিধান-১৩ (১)(১)(এ) লক্ষ করুন]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল শিলিগুড়ি
তৃতীয় ৩লা পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১(পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং- ওএ/১৪৪/২০২৪
সমনটি সেকশন ১৯ এর সাব সেকশন (৪) এর অন্তর্গত যেটি ঋণ পুনরুদ্ধারর ট্রাইবিউনাল (কার্যপ্রণালী) ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর অন্তর্ভুক্ত সাব রুল (২এ) এর দ্বারা পঠিত
প্রদর্শন নং- ১১০৫

ইন্ডিয়ান ব্যাংক
বনাম
মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন শ্রী পান্নালাল খাটিক, স্বত্বাধিকারী

প্রতি,
(১) মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন স্বত্বাধিকারী শ্রী পান্নালাল খাটিক
১০৭ ১৫২, দলবীর, নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়; প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, জেলা-দার্জিলিং, পিন-৭৩৪০০৩

সমন

যেহেতু, ওএ/১৪৪/২০২৪ সম্মানীয় মুখ্য আধিকারিক/করণাধ্যক্ষ এর সামনে **২৬.০২.২০২৫** তারিখে তালিকাভুক্ত।

যেহেতু, সম্মানীয় ট্রাইবিউনাল সেকশন ১৯(৪) এর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখিত আবেদনটির সমন/বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার দ্বারা আপনার বিরুদ্ধে টা: ৭৪৫৯০৮৬/- (আবেদনপত্র সঙ্গে সংযোজিত নথিপত্রের অনুলিপি ইত্যাদি) বকেয়া পুনরুদ্ধার রুজু করা দ্বারা পরিতুষ্ট হয়েছেন।

সেকশন ১৯ এর অন্তর্ভুক্ত সাব সেকশন (৪) অনুসারে, আপনাকে একজন বিবাদী রূপে নিম্নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-

(১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কেন কোনও প্রকার ত্রাণ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে না তার কারণ দর্শানো।

(২) আপনি মূল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর অধীন প্রকাশ করা সুরক্ষিত সম্পদ বা এই জাতীয় অন্যান্য সম্পত্তি এবং সম্পদের লেনদেন অথবা নিষ্পত্তি থেকে বিরত থাকবেন শুনানির মুলতুবি এবং সম্পত্তিটির সঙ্গে সংযোজিত আবেদনের নিষ্পত্তি থেকে।

(৩) আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ এর দ্বারা প্রকাশিত নির্দিষ্টভাবে অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তিগুলির কোনও প্রকার বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তর করবেন না ট্রাইবিউনালের পূর্ব অনুমতিবিহীন। শুধুমাত্র সম্পদগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যধারা করা যাবে যেটির উপর নিরাপত্তা সুদ ধার্য করা হবে।

(৪) ব্যবসার সাধারণ কার্যধারায় সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের প্রতি আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই ধরনের সম্পদের উপর নিরাপত্তা সুদ ধারণকারী ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণকারী অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়ের অর্থ জমা দিতে আপনি বাধ্য।

আপনাকে, আবেদনকারীর একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে ০২.০৫.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:৩০ রেজিস্ট্রারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আবেদন জমা দিতে ব্যর্থতাটিকে শুনানিতে আপনার অনুপস্থিতি রূপে গণ্য করা হবে।

এই তারিখে আমার হাতের অধীন এই ট্রাইবিউনালে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে : ০২/০৪/২০২৫

ট্রাইবিউনাল দ্বারা নির্দেশিত
স্বাক্ষরিত, এই সমন সম্পর্কিত অনুমোদিত কর্মকর্তার দ্বারা
সহকারী রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবিউনাল
শিলিগুড়ি

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৯-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১: অাইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বরপেটা রোড অধিক্ষেত্রের অধীনে কিমি ২৬০/০-২৬৮/৪-৫ (মোট=৮.৪৫কিমি)-এ টিএসআর(পি)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২১,৫৬,০৩৫.৯০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,১০,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ১৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ১৩-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার ঠাকুরদা মৃত বঙ্কিম চন্দ্র নন্দি, পিতা মৃত চিন্তাহরণ নন্দি, সাকিন মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি যাহা ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উভয়ের সাল 1959 মূলে খরিদ করে এবং তিনি তার জীবনকালে কোনও জমি বিক্রি করে নাই। কিছু অসাধু ব্যক্তি একটি দলিল ও আমমোক্তারনামা দ্বারা সেই জমি বিক্রি করেন। উক্ত দলিল ও আমমোক্তারনামাতে পিঠদলিল এ ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উল্লেখ নাই। তারাই উক্ত জমির মূল খতিয়ানের উত্তরাধিকার থেকেও দলিল মূলে সেই জমি বিক্রি করে। যদি কোনও ব্যক্তি নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করবেন। তপশিল- মৌজা বিন্নাগুড়ি শিট নং ১১, মোট জমি ১০ একর, দাগ নং ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪ ও ৫৮৫, খতিয়ান নং ৪৮৩/১ ও ৪৮৩/২, জেলা জলপাইগুড়ি।

সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

লোন
পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। (M) 97751-37242.

অ্যাফিডেভিট
অদ্য ইংরেজি ২৪/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারি Affidavit বলে আমি Rajeet Kr. Prasad থেকে Ranjeet Kumar Prasad হইলাম। (C/116210)

কর্মখালি
উঃ বঙ্গে সব জেলায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য M/F প্রয়োজন। M : 9679368850. (M/M)

ডিস্ট্রিবিউটার
Detergent Powder এর জন্য Sub-distributor চাই। জেলা : আলিপুরদুয়ার/জলপাইগুড়ি। M: 7908090713. (C/115537)

সূর্যকমল স্টেশনে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-০৪ তারিখঃ ২২-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কমন লুপ লাইন রূপে সূর্যকমল স্টেশনের লুপ লাইন নং. ১ এর পরিবর্তনের হেতু সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,১৫,৮৯,৬২৪.৯২/- টাকা। **আমানত ধনঃ** ৩,০৮,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১৪-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২২ অব ২০২৫, তারিখঃ ২১-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাটিওয়ার-কুমেদপুরঃ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থা - ৫টি স্টেশন। (পি. ওয়ে ওয়ার্কস অ্যান্ড ফরমেশন ওয়ার্কস)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২৬,৭৩,৮৮৪.০১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১৩,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন ২ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে যোগবানি, ফরবেসগঞ্জ ও রায়গঞ্জে আরপিএফ ব্যারাক এবং অফিস-এর পুনর্সংস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ৮৪,৫৩,৪৭৯.০৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৬৯,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জালালগড়ে - সরাসরি আগমন ও প্রস্থানের সুবিধাসহ লাইন নং. ০৩-এর পাশে একটি পণ্য লাইন নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭০,৯৩,৮০২.৫১ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৪১,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক)** ডিইএন/লাইন/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে জীর্ণ ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বড়ি, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। **(খ)** সিনি. ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে জীর্ণ ১ ইন ১২ এবং ১ ইন ৮.৫ ক্রসিং বডি, সুইচ ইত্যাদির পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭৩,০৪,২৫০.৯৬ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,৪৬,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সিনেমা
Now Showing at
BISWADEEP
JAAT
One Show : 1.15 P.M
ODELA 2
Time : 4.15, 7.15 P.M

Notice Inviting e-Tender Vides NIeT No. WB/APD/KMG/BDO-ET/02/2025-26 Dt. 23.04.2025

Last Date and Time for online bid submission is 08.05.2025 at 18.00 Hrs. hours. Intending bidders are requested to please visit :- **www.wbetenders.gov.in** website or notice board of BDO office, Kumargram for more details.

Sd/- Block Development Officer
Kumargram Development Block
&
Executive Officer
Kumargram Panchayat Samiti
Kumargram, Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
অকশন ক্যাটালগ

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিতমতো ই-অকশন আহ্বান করছেন : **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৪২। **অকশন কর্তৃপক্ষ:** সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। **অকশন শুরু (সকল লট) :** ০৯.০৫.২০২৫, সকাল ১১টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় :** ০৯.০৫.২০২৫, দুপুর ১.২০ মিনিট। **অটো এক্সটেনশন জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের সীমা :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা :** ৩০ মিনিট। **ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান :** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন :** ১০ বার। **বিবরণ :** রিয়ার ব্রেক ভ্যানে পার্সেল স্পেস। **সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ :** এএ/১, ১৫০৪৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৮, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৩০। এএ/২, ১৫০৪৯-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ২০৮, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৪০। এএ/৩, ১৫০৫১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিকেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/সকাল ১১.৫০। এএ/৪, ১৩১৮১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২টা। এএ/৫, ১২৫১৭-এসএলআর-আর১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.১০। এএ/৬, ১২৫০১-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এজিটিএল-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.২০। এএ/৭, ১২২৫৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৩০। এএ/৮, ১২৩১৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৪০। এএ/৯, ১২৩৭৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১২.৫০। এএ/১০, ১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এইচডিবি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১টা। এএ/১১, ১৩১৪৯-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-এপিডিজে-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১.১০। এএ/১২, ১৩১৪৭-এসএলআর-আর১-এসডিএএইচ-বিএক্সটি-২৫-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৯.০৫.২০২৫/দুপুর ১.২০। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%):** প্রতিটির জন্য ০.২। **ইএমডি :** ১০% প্রতিটির জন্য। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** সিকোয়েন্স নং এএ/১ থেকে এএ/৭-এর জন্য শূন্য এবং সিকোয়েন্স নং এএ/৮ থেকে এএ/১২-এর জন্য ২০,০০,০০০ টাকা। **লটের অবস্থা :** আরপি অনিষ্পাদিত প্রতিটির জন্য।
(SDAH-27/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে আশানুরূপ ফল লাভ। শারীরিক দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বৃষ : ব্যবসায় উন্নতি। শিক্ষামূলক ক্ষেত্রে ভ্রমণের সুযোগ আসবে। মিথুন : সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। ছোট কারবারিদের সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্কট : শারীরিক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি। দাম্পত্যকলহ থেকে দূরে থাকুন। সিংহ : পুরোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা কাটবে। ব্যবসায় নতুন লগ্নির ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। কন্যা : স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। সহকর্মীদের পুরোনো সমস্যা মিটে যাবে। তুলা : মাতা-পিতার সাহায্যে পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : দীর্ঘদিনের কোনও আশা আজ পূরণ হবে। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি। ধনু : উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ। পারিবারিক সদস্যদের সহযোগিতা বাড়বে। মকর : শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরির ক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ আসবে। কুম্ভ : গুরুজনদের স্বাস্থ্যে উন্নতি। পারিবারিক অশান্তি দূর হবে। মীন : চাকরিরতদের পদোন্নতি। টেকনিকাল সংক্রান্ত পড়াশোনায় আশানুরূপ ফল লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৫ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল, ২০২৫, ১১ বহাগ, সংবৎ ১২ বৈশাখ বদি, ২৬ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। শুক্রবার, দ্বাদশী দিবা ৮।৮। পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৩৫ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।১২ ইন্দ্রযোগ দিবা ৯।৪৬ তৈতিলকরণ দিবা ৮।৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৩ গতে বনিজকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নগরণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাত ৫।৩৫ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।১২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাত ৫।৩৫ গতে একপাদদোষ, দিবা ৮।৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৮।৮ দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।২৪ গতে ১১।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৭ গতে ১০।১১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ দক্ষিণে পশ্চিমে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- প্রাত ৫।৩৫ গতে দিবা ৮।২৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, দিবা ৮।২৪ মধ্যে ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট সপিণ্ডন। দিবা ৮।৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১২।১৫ গতে ২।৩৫ মধ্যে ও ৪।২০ গতে ৫।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৯।০ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৭ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মালদায় টার্ফ উদ্বোধনে সৌরভ

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৪ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে টার্ফের সূচনায় মালদায় আসেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এই প্রথম সৌরভ মালদায় আসলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন সিএবি কর্তা।

সকাল ১০টা ৪০ নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা টাউন স্টেশন পৌঁছান সৌরভ। স্টেশন থেকে তিনি চলে যান পুরাতন মালদার হোটেলে। রাস্তার দুইধারে অনেক মানুষ ফুল ছিটিয়ে প্রিন্স অফ কলকাতাকে স্বাগত জানালেন।

এরপর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে টার্ফের উদ্বোধন করেন তিনি। সেখানে উপস্থিত খেলোয়াড়দের উদ্দেশে সৌরভ বলেন, '২০১৭-১৮ সাল থেকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল মালদা জেলায় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তৈরির জন্য সাহায্য করছে। এই সুবিধাগুলোকে ব্যবহার করে খেলার মান এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

সেখান থেকে মালদা ক্লাব পরিদর্শনে করে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে চলে যান ভারতীয় ক্রিকেট টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক। সেখানে রাজ্য গেমসে সফল খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি।

ভক্তদের আবদার রাখতে অটোগ্রাফ সৌরভের। বৃহস্পতিবার মালদায় অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।

বাংলার ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সিএবির অধীনস্থ সমস্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থায় জিমের ব্যবস্থার কথা জানালেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ফিরে যাওয়ার পথে মালদা টাউন স্টেশনে উত্তরবঙ্গ সংবাদের মুখোমুখি হয়ে সৌরভ বললেন, 'প্রথমবার মালদায় এসেছি। খুব সুন্দর আয়োজন। এত মানুষের ভালোবাসা দেখার মতো। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিকাঠামো পুরোটা দেখিনি। তবে যে মাঠ দেখলাম তা ফুটবল খেলার জন্য যথেষ্ট ভালো। ক্রিকেটের জন্য একটা বড় মাঠের ব্যবস্থা করা যায় কি না তার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদককে বলেছি।' তাঁর সংযোজন, 'মালদার তিন মেয়ে রাজ্য মহিলা ক্রিকেট দলে সুযোগ পেয়েছে। মহিলা ক্রিকেটকে বাংলায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্রিকেটকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে জিম প্রয়োজন রয়েছে। আমি সিএবির সভাপতির সঙ্গে কথা বলে জিমের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাব।'

আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলে কলকাতার অবস্থান দেখে খুব একটা চিন্তিত নন কলকাতার প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর কথায়, এখন সবেমাত্র খেলার মধ্য পর্যায়। মুম্বই পয়েন্ট টেবিলের নীচ থেকে ওপরে উঠে এসেছে। রোহিত ভালো খেলছে। রাহানে যথেষ্ট ভালো অধিনায়ক, কলকাতাও জিততে শুরু করলে কোয়ালিফাই করবে।'

দিনভর সফরসূচি

- সকাল ১০টা ৪০ নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছে সৌরভ চলে যান পুরাতন মালদার একটি হোটেলে
- এরপর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে টার্ফের উদ্বোধন করেন তিনি

"প্রথমবার মালদায় এসেছি। খুব সুন্দর আয়োজন। এত মানুষের ভালোবাসা দেখার মতো। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিকাঠামো পুরোটা দেখিনি। তবে যে মাঠ দেখলাম তা ফুটবল খেলার জন্য যথেষ্ট ভালো।

সৌরভ গাঙ্গুলি

পদ্মত্যাগী নেতাদের গুরুত্বে ক্ষোভ ঘাসফুলে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ এপ্রিল : বিজেপি ফেরতদের দল হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারাই পাচ্ছে পদ, পুরস্কার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদে মেন্টর ও কোমেন্টর পদে নতুন নিয়োগকে ঘিরে জেলা তৃণমূলে কার্যত বিদ্রোহ শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ও তাঁর অনুগামীদের নিশানা করে, ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্য মৃণাল সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কার্যত প্রকাশ্যে এনেছেন।

দলের জেলা সহ সভাপতির এমন বিদ্রোহকে ভালো চোখে দেখছেন না তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। কার্যত তিনি মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে মৃণাল সরকারকে শোকজ করবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরীশ সরকারও মৃণালের ওই প্রকাশ্যে ফেসবুক পোস্ট করাকে সমর্থন না করলেও, তিনিও যে ক্ষুব্ধ তা তিনি ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হেরে যাবার পর, অর্পিতা ঘোষ বনাম বিপ্লব মিত্রের সরাসরি লড়াই দেখেছে দক্ষিণ দিনাজপুর। ওই বছরেই বিপ্লব মিত্র সহ তৎকালীন জেলা পরিষদের আরও প্রায় ১০ জন সদস্য দিল্লি গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করে। জেলা পরিষদ হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। তবে সেই সময় অর্পিতা ঘোষই তৃণমূলকে ঘুরে দাঁড় করিয়েছিলেন। জেলা পরিষদও তৃণমূলের দখলে এনেছিলেন।

তবে সেসব আড়ালে আবডালে অভিযোগ করলেও, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের মেন্টর শংকর সরকার ও কোমেন্টর পদে শিপ্রা নিয়োগী পালের নিয়োগই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ নেতাদের। এবারে প্রকাশ্যে ওই অভিযোগ তুলেছেন বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা মৃণাল সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিল্লিতে বিজেপি যোগ দেওয়ার দিনের একটি ছবি পোস্ট করে সেখানে, উপস্থিত নেতাদের বর্তমান পদের উল্লেখ করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ওই দিন দিল্লি বিজেপি অফিসে উপস্থিত থাকা বিপ্লব মিত্র বর্তমানে মন্ত্রী। চিন্তামণি বিহা সভাধিপতি। ওই ছবিতে থাকা শংকর সরকার, শিপ্রা নিয়োগী, লিপিকা সরকার, মফিজউদ্দিন মিয়াঁ সহ আরও অনেকেই নানা পদে রয়েছেন। আর এসব বিজেপিতে যাওয়ার পুরস্কার।

বিক্ষুব্ধ নেতা মৃণাল সরকার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, 'যারা বিজেপিতে যায়নি, জয় শ্রীরাম বলেনি, তাদের কোনও পদ জুটছে না। প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা অভিজ্ঞতা থাকা ললিতা টিগ্গা, মিঠু জোয়ারদাররা যেহেতু সেই সময় তৃণমূলটা আঁকড়ে ধরেছিল, তাই তাদের এখন কোন পদ জুটছে না।'

তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'এটা তো দলকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ করা। এসব পদ এখান থেকে ঠিক হয় না, সবই রাজ্য থেকে ঠিক করে পাঠানো হয়। উনি তো দলের রাজ্য নেতাদের সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন। কেন এমন করেছেন, জানতে চাওয়া হবে।'

ভিনরাজ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পরিযায়ীর মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ, ২৪ এপ্রিল : রুজির টানে ভিনরাজ্যে। ঘণ্টাখানেক আগে স্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলেছিলেন। দেখেছিলেন সদ্যোজাত মেয়ের মুখ। তারপরেই কাজে বেরিয়ে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। কর্মস্থলে আচমকা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে এমনভাবেই অকাল মৃত্যু হয় এক পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এলাকায়। মৃতের নাম রাজেশ মণ্ডল (৩১)। বাড়ি হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত চোয়া আধারপাড়া এলাকায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী রাজেশের মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে পৌঁছোতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়রা। তরতাজা তরুণের এই পরিণতি দেখে চোখের জল থামছে না পাড়া প্রতিবেশীদেরও।

মাত্র মাস দুয়েক আগে কাজের খোঁজে তামিলনাড়ুতে যান। সেখানে রাজমিস্ত্রির কাজে কর্মরত ছিলেন তিনি। এদিন দুপুরে কাজ করার সময় আচমকা তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজেশের। সহকর্মীরা বাড়িতে দুঃসংবাদ দেন। খবর পাওয়ামাত্র তামিলনাড়ু থেকে দেহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনিক সহায়তা চেয়ে ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এখন ঘরের ছেলের কফিনবন্দি দেহ বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় সকলে।

ফের ডালুর ওপর আস্থা

মালদা, ২৪ এপ্রিল : জেলা সভাপতির পদে ফের আবু হাসেম খান চৌধুরীকে রেখে গঠন করা হল মালদা জেলা কংগ্রেস কমিটি। দলে ভারসাম্য রাখতে একগুচ্ছ নতুন মুখকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ করা হয়েছে ১২ জন পর্যবেক্ষক। এআইসিসির আমেদাবাদ সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলা কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়। দলের সংগঠন বৃদ্ধি ও ২৬-এর বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে এই কমিটি গঠন বলে জানিয়েছেন জেলা কংগ্রেস নেতা মোত্তাকিন আলম।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বছর দুয়েক আগে। বিভিন্ন কারণে আজও পিসিসি গঠিত হয়নি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী গত লোকসভা নির্বাচনের পর পদত্যাগ করেন। এআইসিসি তড়িঘড়ি করে নতুন রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। গোষ্ঠীকোন্দল এড়াতে হেভিওয়েট কোনও কংগ্রেস নেতার বদলে রাজ্য সভাপতির পদে আনা হয় শুভঙ্কর চক্রবর্তীকে।

জেলা নেতাদের মতে, সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে এই জেলায় কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনে প্রয়োজন ছিল নতুন মুখের। চলতি মাসের ১৪ তারিখেই নতুন কমিটি পুনর্গঠন হয়ে গেলেও জেলা কংগ্রেসের তরফে এই কমিটি ঘোষণা করা হয় বুধবার সন্ধ্যায়।

জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির পদে ফের বহাল করা হয়েছে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কালীসাধন রায়কে। তাঁর মন্তব্য, 'প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী মালদা কংগ্রেসের সেনাপতি থাকছেন। ইশা খান চৌধুরী জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক পদে আনা হয়েছে। দলের প্রাক্তন বিধায়করা সহ সভাপতির পদ ছাড়াও একাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ১২ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ৬ জন সাধারণ সম্পাদক ও ৩ জন সম্পাদক নিয়ে নতুন জেলা কমিটি।'

সহ সভাপতি মোত্তাকিন আলম জানান, 'এই কমিটিতে নতুন প্রজন্ম ও পুরোনোর সমতা রাখা হয়েছে। ব্লক কমিটিও তৈরি হবে একমাসের মধ্যে।'

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত খুদে পড়ুয়া

ফরাক্কা, ২৪ এপ্রিল : স্কুলে কল অচল। বৃহস্পতিবার সকালে বাধ্য হয়ে জল আনতে রাস্তার ওপারে যাচ্ছিল ৯ বছরের পড়ুয়া। ওই সময় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে তার উপর দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেনিয়াগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। মৃতের নাম সুমাইয়া খাতুন। কেদুয়া ২২ নম্বর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনার পর কেদুয়ার বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে ফরাক্কা থানার পুলিশ। চালক সহ ডাম্পারটিকে আটক করা হয়।

এপ্রসঙ্গে বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হাসিনা বিবির বক্তব্য, 'স্কুল চত্বরের পরিকাঠামো বলতে কিছু নেই। পানীয় জল নেই, বাথরুমে তালা দেওয়া এমনকি শিশুদের নিরাপত্তার জন্য কোনও প্রাচীর নেই।'

তাঁর সাফ কথা, 'গ্রামের রাস্তা দিয়ে পাথরবোঝাই ভারী গাড়ি চলাচল আমরা করতে দেব না।' গ্রামের বাসিন্দা চারুক সেখ একই সুরে বলেন, 'রাস্তায় নো এন্ট্রি বোর্ড লাগাতে হবে। পাশাপাশি স্কুলের পরিকাঠামো ভালো করতে হবে। শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আরও বেশি করে দায়িত্ববান হতে হবে।'

বধূ নিগ্রহের অভিযোগ

পতিরাম, ২৪ এপ্রিল : এক গৃহবধূকে নিগৃহীত করার অভিযোগে হইচই পড়ে বাহিচায়। স্বামী পরিযায়ী হওয়ায় গৃহবধূ একাই থাকতেন। অভিযোগ, এই সুযোগে কয়েকজন প্রতিবেশী তাদের জায়গা দখল করে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। নিগৃহীতা পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অঞ্জনার অভিযোগ, 'আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবেশী ভোলা মুর্মু, ব্রজেন হেমরম, মঞ্জু বেসরা সহ আরও কয়েকজন আমার ওপর চড়াও হন। আমার সোনার হার ছিনিয়ে নিয়েছে।'

যদিও ভোলা মুর্মু, ব্রজেন হেমরমরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

Terms and conditions apply. #The Instant Cashback offer of ₹5100 is available on purchase of Shine100. *The offer may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *The scheme is offered by Authorized Main Dealers and Associate Dealers and can be availed on purchase of Shine100 from Authorized Main Dealers and Associate Dealers. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. Nil Extra charges (0/- processing fee, 0/- Documentation Charge & 0/- Advance EMI) are applicable on Shine 100 model only. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Additional Cashback offer is available on selected Honda2wheelers models for EMI transactions made using IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. Customers can avail 5% cashback, up to a maximum of ₹5000/-. Valid on one transaction per card/order during the offer period. The scheme is available at selected outlets only. The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. All offers are valid until 30th April 2025. The features shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122050, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170, 9144411171; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427, 7602757799; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; **HASIMARA:** Manoj Auto Service - 8101112777; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 8016426165; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; **RAIGANJ:** Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; **CHANCHOL:** Santosh Honda - 9933479841; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; **HARISHCHANDRAPUR:** Raj Honda - 9851647224; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894, 9434325197; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MANIKCHAK:** Shrikanta Honda - 8637526361; **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224,7001163030; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131, 7365037979; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221, 8927232998; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

গরম ভাত আর...

গাছতলায় সংসার।। বৃহস্পতিবার গাজোলে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

যোগীরাজ্যে হুমকি উত্তরের শ্রমিকদের

কালিয়াচক, ২৪ এপ্রিল : বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশে ফের কালিয়াচকের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার, প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি তাঁদের উত্তরপ্রদেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে। পরিযায়ীদের পরিবার এখবর শোনার পর তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানিয়ে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

কালিয়াচকের সুজাপুর, মসিমপুর, জালালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার প্রচুর পরিযায়ী উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরে ফেরিওয়ালার কাজ করেন। ওই এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে ফেরির কাজ করছেন। থাকেন ২৩ জন একসঙ্গে। সারাদিন জিনিসপত্র বিক্রি করে রাতে রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেন। গত সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ রান্না করার সময় কুশিনগর এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ফেরিওয়ালাদের ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। তাদেরকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

এই খবর জানাজানি হওয়ার পরেই পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ২৩ জন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যরা কালিয়াচক থানায় পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। পরিযায়ী দুলাল শেখের এক আত্মীয় জানান, 'কালিয়াচকের ২৩ জন পরিযায়ী উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরের একটি ভাড়াবাড়িতে রয়েছে। প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে সেখানে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রির কাজ করেন। সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ রান্না করছিলেন। ওই সময় ওই এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁদের হামলা করে। সেই সঙ্গে প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। আমরা চিন্তায় রয়েছি। প্রশাসন যেন বিষয়টি দেখেন।'

আরফাত শেখ বলেন, 'আমরা শুনেছি ওখানে কালিয়াচকের শ্রমিকদের মারধর করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে চলে না গেলে তাদের খুন করার হুমকি দেওয়া হয়। রাতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ২৩ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের না ধরে ওদের কেন নিয়ে গেল? আমরা বুঝতে পারছি না। তাই কালিয়াচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ রাখি।'

অভিযোগ

- কালিয়াচকের সুজাপুর, মসিমপুর, জালালপুর সহ বিভিন্ন এলাকার প্রচুর পরিযায়ী উত্তরপ্রদেশের কুশিনগরে ফেরিওয়ালার কাজ করেন
- ওই এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে প্রায় ১০ বছর ধরে ফেরির কাজ করছেন। থাকেন ২৩ জন একসঙ্গে
- গত সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ রান্না করার সময় কুশিনগর এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ফেরিওয়ালাদের ওপর চড়াও হয়। তাদেরকে মারধর করে

পাম্প খারাপ পানীয় জলের তীব্র সংকট বহু গ্রামে

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : গরমের শুরুতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে রায়গঞ্জ ব্লকের ১৪ নম্বর কমলাবাড়ি অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গ্রামে। কসবা মাহাশো, কমলাবাড়ি, ছটপড়ুয়া, মিশন মোড় এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সৌরশক্তি চালিত পাম্পগুলি খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এতে ওই এলাকার মানুষজনকে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

ছটপড়ুয়া এলাকার বাসিন্দা মিঠু টুডু বলেন, 'তিন মাস ধরে এমন সমস্যায় ভুগছি। পঞ্চায়েতের তরফে বসানো পাম্পগুলি বিকল হয়ে রয়েছে। আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে।' অপর এক বাসিন্দা রতন টোপ্পো জানালেন, 'অনেকবার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

এদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল নেতারা এজন্য পুরোপুরি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন।

সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল একযোগে অভিযোগ করে বলেন, 'এলাকার একাধিক সৌরশক্তি চালিত পাম্প অনেকদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ সেগুলো

বিকল পাম্প।

মেরামতের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেই প্রধানের। বাধ্য হয়ে আয়রনযুক্ত জল খেতে হচ্ছে তাঁদের। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা জল কিনে খাচ্ছেন। জলের জন্য চারিদিকে হাঁসফাঁস অবস্থা। পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কোনও কাজ করছে না। সরকারি টাকা নয়ছয় চলছে।'

ব্লক তৃণমূল সভাপতি অনিমেষ দেবনাথ বলেন, 'ওই পঞ্চায়েতে যাঁরা তৃণমূল সদস্য রয়েছেন, তাঁদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে।'

ছটপড়ুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মধুকা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আমাদের স্কুলের পাম্পটিও খারাপ হয়ে গিয়েছে। এমন সমস্যার ফলে পড়ুয়ারা জল খেতে পারছে না। খুব সমস্যা হচ্ছে।' তবে প্রধান রেখা বর্মন বললেন, 'পাম্পগুলির কাজ করা হচ্ছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে।'

রামকেলি মন্দির প্রাঙ্গণে বহু উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা

মালদা, ২৪ এপ্রিল : গুপ্ত বৃন্দাবন হিসাবে পরিচিত মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের রামকেলি ধাম। ঐতিহাসিক এই রামকেলিতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মেলার সূচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধু-সন্ন্যাসীরা এই মেলায় ভিড় করেন। কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় এই মেলায়। জেলা প্রশাসনের তরফে প্রতি বছর মেলায় বিভিন্ন পরিকাঠামো অস্থায়ীভাবে তৈরি করা হয়। এবার দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের জন্য সমস্ত রকম সুব্যবস্থা করতে আগে থেকেই উদ্যোগ নিল মালদা জেলা প্রশাসন। রামকেলি ধামের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি শৌচালয়, প্রতীক্ষালয়, স্নানের ঘাট বাঁধানো, স্নানের পোশাক পরিবর্তনের ঘর সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরির কাজের শিলান্যাস হল। এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত কাজের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন সহ অন্যরা। এই কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তরফে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

রামকেলি মন্দির প্রাঙ্গণে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড স্নানের ঘাট এতদিন বাঁধানো ছিল না। জেলা প্রশাসনের তরফে নতুন করে সেই ঘাটগুলো বাঁধিয়ে দেওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হবে ভক্তদের। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির আগেই সমস্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রামকেলির প্রবেশদ্বার তৈরির কাজও চলছে।

মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'অনেক পুণ্যার্থীর আগমন হয় এখানে। তাই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা করা হয়েছে। ভক্তদের অনেক সুবিধা হবে। আগামীতে আরও কিছু কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।'

জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রামকেলি মন্দির প্রাঙ্গণের একাধিক কাজের সূচনা এদিন করা হল।'

জলমগ্ন রেলের আন্ডারপাস

গঙ্গারামপুর, ২৪ এপ্রিল : এক সপ্তাহ ধরে জলমগ্ন হয়ে রয়েছে গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি-১ অঞ্চলের গোয়ালপাড়া এলাকার রেলের আন্ডারপাস। এতে চলাফেরায় খুব অসুবিধা হচ্ছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। রেল কর্তৃপক্ষের তরফে সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি বলে জানালেন স্থানীয়রা। প্রতি বছর এমন জল যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় ক্ষুব্ধ তাঁরা।

বিএসএফের নির্দেশে বিপাকে পাটচাষিরা

কাঁটাতারের ১০০ মিটারের মধ্যে চাষে না

পরাগ মজুমদার

ভগবানগোলা, ২৪ এপ্রিল : ওপার বাংলা ঘেঁষা মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার অন্তর্গত এলাকায় চাষের কাজে বিএসএফের সঙ্গে প্রশাসন বৈঠকের পরেও কাটছেনা জটিলতা। সমাধান সূত্র অধরা থেকে যাওয়ার ফলে কৃষকদের মধ্যে উৎকণ্ঠা থাকছে চরমে।

মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার সীমান্তবর্তী চর লবণগোলা এলাকায় পাট চাষে বিএসএফ ফতোয়া জারি করায় চাষিদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, এর আগে সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ৬০ মিটার দূরত্বে পাট চাষের অনুমতি দিয়েছিল বিএসএফ। কিন্তু নতুন করে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, জিরো পয়েন্ট থেকে ১০০ মিটারের বেশি ছেড়ে তবেই পাট চাষ করতে পারবেন চাষিরা। বিএসএফের এই নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে পাট চাষের মরশুম হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন চাষিরা। পাট চাষ বন্ধ হলে বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে বলেও জানান তাঁরা।

> যে সমস্ত ফসল লম্বা হয় সেগুলি সীমান্তে লাগানো যাবে না। এতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে।
>
> **নাজির হোসেন,** বিডিও

এই বিষয়ে জেলার পাটচাষি আলিমুদ্দিন শেখ, নজরুল ইসলামের অভিমত, বিএসএফ নিরাপত্তার নাম করে সীমান্তে একেক সময় একেক রকম ফতোয়া জারি করে। এতে সীমান্তের চাষ আবাদ শিকেয় ওঠে। এবার পাট চাষে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তাতে সমস্যায় পড়েছেন চাষিরা। এভাবে বিএসএফ সীমান্তের চাষিদের অর্থনীতিতে কোপ মেরে চলেছে।

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক প্রাথমিকভাবে বিএসএফের সঙ্গে দিন কয়েক আগে দেখাও করেন। কিন্তু ওই আলোচনায় কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি। ফলে বিডিও থেকে শুরু করে বিধায়ক রিয়াত হোসেন সরকার, স্থানীয় পঞ্চায়ত প্রতিনিধি এবং বিএসএফ প্রতিনিধি শুভম পাঠক বৈঠকেও বসেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেই জানানো হবে বলেই এদিন মন্তব্য করেন পাঠক।

বিডিও নাজির হোসেন জানান, 'যে সমস্ত ফসল লম্বা হয় সেগুলি সীমান্তে লাগানো যাবে না। এতে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে।' বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন, কাঁটাতার থেকে ১০০ মিটার দূরে চাষিকে ফসল লাগাতে হবে।

ফাঁসে দম্পতির মৃত্যু

বৈষ্ণবনগর, ২৪ এপ্রিল : গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হল মাঝবয়সি এক দম্পতির। পরিবারের দাবি, সংসারে ছিল চরম অভাব-অনটন। সঙ্গে চেপে বসেছিল বেসরকারি সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণের চাপ। সেই অবসাদ থেকেই গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেন ওই দম্পতি। এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বীরনগর জালারদিটোলা গ্রামে।

ওই দম্পতির নাম সুজিত ঘোষ (৪২) ও সুষমা ঘোষ (৩৬)। তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, একটি বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও ওই গ্রামের বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন ওই দম্পতি। যে টাকা সুদে আসলে আরও দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ওই বেসরকারি সংস্থা ছাড়াও প্রতিবেশীরা চাপ দিতে শুরু করে। পরিবারের সদস্যদের অনুমান সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দেন ওই দম্পতি।

ওই দম্পতির আত্মহত্যার ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, সুজিত খুব একটা রোজগার করতে পারতেন না। সুজিতের বাবা এনটিপিসির একজন কর্মী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে অবসর নেন। বাবা মারা যান পাঁচ বছর আগে। সুজিত তাঁর বাবার জমানো টাকা খরচ করেই

ঋণের চাপ সহ্য না করতে পারার জের

বিধবা মা, স্ত্রী ও তাঁর দাদার ছেলেকে নিয়ে সংসার চালাতেন। পাশাপাশি বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে সুদে টাকা নেন তিনি। সুজিতের দাদা ও বৌদি বছর সাতেক আগে মারা গিয়েছেন। তারপর থেকে ভাইপোকে সুজিত নিজের কাছেই রাখতেন। ভাইপো কাকা-কাকিমাকে বাবা-মা বলেই ডাকতেন।

সুজিতের ভাইপো গোপাল ঘোষ জানিয়েছেন, 'দোতলায় ওপরের ঘরেই ছিলাম আমি। দশটা নাগাদ বাবা-মা উপরের ঘরে এসে আমাকে নীচে যেতে বলেন। বাবা-মা জানিয়েছিল তাঁরা ঘুমোবে। আমি নীচে যেতেই ঠাকুরমা আমাকে পুজোর প্রসাদ বাবা-মাকে দিয়ে আসতে বলেন। আমি প্রসাদ নিয়ে যেতেই দেখি, ভেতর থেকে দরজা লাগানো। অনেক ডাকাডাকি করতেও গেট না খোলায় জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই দেখি, বাবা-মা দুইজনেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন। আমি প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি শুরু করি।'

প্রতিবেশী অভিরূপ সরকার দাবি করেন, 'সুজিতের ভাইপো গোপালের ডাক শুনে ওদের বাড়ি যাই। এরপরেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকি। দেখি একটা শাড়িতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঝুলে রয়েছেন। তড়িঘড়ি দুজনকে নীচে নামিয়ে আনি। দ্রুত বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাই চিকিৎসার জন্য। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

ক্লাস বয়কটের ডাক পার্শ্বশিক্ষক মঞ্চের

গাজোল, ২৪ এপ্রিল : ভাতা বৃদ্ধি সহ বেশ কিছু দাবিতে ক্লাস বয়কটের ডাক দিয়েছে পার্শ্বশিক্ষকদের সংগঠন পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চ। এর আগে ক্লাস বয়কট এবং পেনডাউন কর্মসূচি পালন করেছে তাঁরা। এবার সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ক্লাস বয়কটের ডাক দিয়েছে। যার ফলে বিভিন্ন স্কুলে পঠনপাঠনের উপর প্রভাব পড়েছে। যদিও এই কর্মসূচি থেকে নিজেদের বাদ রেখেছে তৃণমূল প্রভাবিত পার্শ্বশিক্ষকদের সংগঠন।

পার্শ্বশিক্ষক ঐক্যমঞ্চ গাজোল ব্লকের আহ্বায়ক ভগীরথ ঘোষ বলেন, 'বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে আমরা বেশ কিছুদিন ধরে পেন ডাউন এবং ক্লাস বয়কট কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। গত ৭ থেকে ৯ এপ্রিল আমরা ক্লাস বয়কট কর্মসূচি নিয়েছিলাম। এরপর ১৬ এবং ১৭ এপ্রিল ছিল পেনডাউন কর্মসূচি। যদি আমাদের দাবি না মানা হয় তাহলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামব আমরা।'

> পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা ১০ হাজার এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা মোটে ১৩ হাজার। অথচ অন্য রাজ্যে একজন পার্শ্বশিক্ষক ৩৬ হাজার থেকে ৫২ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাতা পান। আমরা চাই সরকার আমাদের সম্মানজনক ভাতা প্রদান করুক।
>
> **মাধবী মণ্ডল,** পার্শ্বশিক্ষিকা

তৃণমূল প্রভাবিত পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষা সহায়ক সমিতির জেলা সভাপতি রামানুজ মিশ্রর বক্তব্য, 'পার্শ্বশিক্ষকদের এই কর্মসূচিতে মালদা জেলায় তেমন সাড়া পড়েনি। শিক্ষকদের চাকরি চলে যাওয়ায় বর্তমানে স্কুলগুলোর যা পরিস্থিতি তাতে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাই আমরা স্কুলে এসেছি। তবে যে দাবি করা হচ্ছে সে দাবি ন্যায়সংগত। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আমাদের দাবি পূরণ হবে।'

একলাখি মিশন গার্লস হাইস্কুলের পার্শ্বশিক্ষিকা মাধবী মণ্ডল বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে তিনজন পার্শ্বশিক্ষক রয়েছেন। তারা সকলেই এই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন। একজন সহশিক্ষকের সমান কাজ করতে হয় আমাদের। ক্লাস নেওয়া, প্রশ্নপত্র তৈরি করা, খাতা দেখা থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ আমাদের করতে হয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা ১০ হাজার এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষকদের ভাতা মোটে ১৩ হাজার। অথচ অন্য রাজ্যে একজন পার্শ্বশিক্ষক ৩৬ হাজার থেকে ৫২ হাজার টাকা পর্যন্ত ভাতা পান। আমরা চাই সরকার আমাদের সম্মানজনক ভাতা প্রদান করুক।'

দল ভাঙানোর ইঙ্গিত পদ্ম সভাপতির

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : ফের কি দল ভাঙানোর খেলা? উত্তর দিনাজপুরে বিজেপির নয়া জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজের ইঙ্গিত তেমনই। সম্প্রতি জেলা সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই তিনি জোর দিতে চাইছেন অন্য দলের কর্মীদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ানোর কর্মসূচিতে। গত বিধানসভা ভোটের আগে অন্য দলের নেতা- কর্মীদের গেরুয়া শিবিরে টানতে 'যোগদান মেলা' নামে কর্মসূচি শুরু করেছিল বঙ্গ বিজেপি। তাতে ফল মিলেছিল হাতেনাতে। দলের কলেবর কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবার ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে উত্তর দিনাজপুরে গেরুয়া বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর দল বৃদ্ধির জন্য ফের সেই কৌশলকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন নিমাই। তাঁর দাবি, জেলা সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের আগে থেকেই অন্য দলের অনেক নেতা-কর্মী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছিলেন। নিমাই বলেন, 'এবার তাঁদেরকে বিজেপিতে যোগদান করানোর কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃষ্টিভেজা।। দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরামে ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ সরকার।

নালিশ পেয়ে রাস্তা মেরামতির উদ্যোগ

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৪ এপ্রিল : দীর্ঘ সাত বছর ধরে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা একেবারে বেহাল। রাস্তা মেরামতির দাবিতে এলাকার মানুষ বহুবার লড়াই-আন্দোলন করেছেন। জেলা পরিষদের রাস্তা মেরামতির তালিকায় নামও রয়েছে এই রাস্তার। বরাদ্দ না আসায় রাস্তার কাজ হয়নি। জেলা পরিষদের এলাকার নির্বাচিত সদস্য তথা বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিজেও চরম হতাশ। সমালোচনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি 'দিদিকে বলো' তে ফোন করে সমস্যার কথা জানান। সেই ফোনের জেরে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার এসে বেহাল রাস্তা পরিমাপ করে গিয়েছেন । অর্থ বরাদ্দ হলেই কাজ শুরু হবে বলে জানান জেলা পরিষদ সদস্য তথা এলাকার জনপ্রতিনিধি দীপা দাস মণ্ডল।

বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম বাজার থেকে সামান্য দূরে নাজিরপুর মোড় থেকে নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অভিমুখে প্রায় দুই কিলোমিটার পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। বেশ কয়েকবছর আগে রাস্তা তাপ্পি মেরে মেরামত করা হয়েছিল। বেশিদিন টেকেনি। সাত বছর বা তারও বেশি সময় ধরে রাস্তা ওই অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। অথচ এই রাস্তাতেই রয়েছে নাজিরপুর

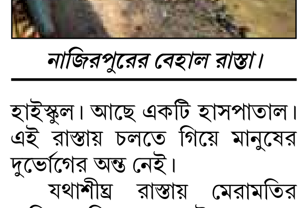

নাজিরপুরের বেহাল রাস্তা।

হাইস্কুল। আছে একটি হাসপাতাল। এই রাস্তায় চলতে গিয়ে মানুষের দুর্ভোগের অন্ত নেই।

যথাশীঘ্র রাস্তায় মেরামতির দাবি জানিয়েছেন এই এলাকার বাসিন্দা গৌরব নন্দী, আজিজুল ইসলাম, প্রদীপ সরকার, মইনুর মণ্ডল, নিজামউদ্দিন আহমেদরা।

জিপিএস-ভিত্তিক টোল আদায়ে সংকটে কর্মীরা

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : আগামী ১ মে থেকে দেশে বড় একটি পরিবর্তন আসতে চলেছে পরিবহণ ব্যবস্থায়। আর টোলগেটে দাঁড়িয়ে টোল দিতে হবে না ট্রাক ও বাসকে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নীতি অনুসারে চালু হতে যাচ্ছে জিপিএস-ভিত্তিক টোল আদায় পদ্ধতি। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যানবাহনের যাত্রাপথ অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত টোল কেটে নেওয়া হবে।

এই আধুনিক প্রযুক্তি পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও সময় সাশ্রয়ী ও কার্যকরী করে তুলবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে এই নয়া নিয়মের ফলে নিজেদের কাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন টোলগেটের কর্মীরা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি টোল কোম্পানি ছাঁটাই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।

রায়গঞ্জ টোলকর্মী ইউনিয়নের সদস্য চন্দ্রমোহন দাস বলেন, 'আমরা প্রযুক্তির বিরোধিতা করছি না। কিন্তু সরকারকে কর্মীদের পুনর্বাসনের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।'

পড়ে নষ্ট হচ্ছে বামনগোলায় চিকিৎসালয়

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৪ এপ্রিল : প্রায় ২০ বছর ধরে বন্ধ সরকারি চিকিৎসালয়। অথচ একসময় মালদার বামনগোলায় চিকিৎসক, নার্স, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের কথাবার্তা ও ব্যস্ততায় প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকত এই চিকিৎসালয়টি। এখন সব শুনসান। নিস্তব্ধ। দীর্ঘ বছর ব্যবহার না হওয়ায় চিকিৎসালয়ের প্লাস্টার খসে পড়েছে। ইট বের করা, নোনা-ধরা দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। কার্যত ভূতুড়ে বাড়ির চেহারা নিয়েছে চিকিৎসালয়টি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি আগে সরকারি উদ্যোগে বামনগোলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই চিকিৎসালয়টি। যে চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর ভরসা করতেন স্থানীয় মানুষজন। অভিযোগ, ২০ বছর ধরে এই চিকিৎসাকেন্দ্র বন্ধ থাকায় এখন সরকারি চিকিৎসার জন্য এলাকার মানুষদের ছুটতে হয় অন্য কোথাও।

সরকারি চিকিৎসালয় যেন ভূতুড়ে বাড়ি।

এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিহির রায়। তিনি বলেন, '৫০ বছর আগে এই চিকিৎসাকেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে মেডিকেল অফিসার সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা থাকতেন। চিকিৎসা পেতেন এলাকার মানুষজন। হঠাৎ করে ২০ বছর আগে অজানা কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যায় এটি। আমরা চাই চিকিৎসালয়টির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করে ফের চিকিৎসার জন্য চালু করা হোক।'

অভিযোগ, বহুবার এই চিকিৎসাকেন্দ্র চালু করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবেদন-নিবেদন করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বেশ কয়েকমাস আগে চিকিৎসালয়টির সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় আশার আলো দেখছিলেন এলাকার মানুষজন। কিন্তু কিছুদিন পরই বন্ধ হয়ে যায় সংস্কারের কাজ।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল বামনগোলার বিডিওর সঙ্গে। বিডিও মনোজিৎ রায় বলেন, 'বামনগোলার চিকিৎসালয়টি কেন বন্ধ রয়েছে, আর সংস্কারের কাজ শুরুর পর হঠাৎই কেন থেমে গেল খোঁজ নিয়ে দেখব। তারপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

মদের আসরে খুন

বুধবার রাতে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় মদের আসরে বন্ধুদের মধ্যে বচসার জেরে এক তরুণকে খুন করল তাঁর বন্ধু। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবাদের মাশুল

বুধবার রাতে নিউটাউন এলাকায় এক তরুণীকে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদ করায় তাঁর প্রেমিককে পিটিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জল বন্ধ

শনিবার সন্ধে থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত হাওড়া পুরসভা এলাকার সমস্ত ওয়ার্ডে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। হাওড়া পুরসভা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে।

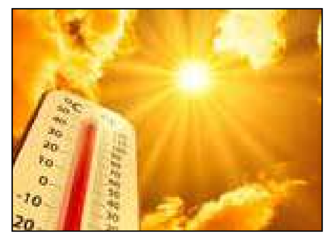

তাপপ্রবাহের সতর্কতা

গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। তবে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত গরম কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে।

প্রশ্নের মুখে চাকরিহারাদের আন্দোলন

ভিড় কম শিক্ষকদের ধর্নায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ কি আগের ক'দিনের তুলনায় কমছে? এই আশঙ্কায় চাকরিহারাদের অধিকাংশই বিচলিত হয়ে পড়লেও এতে কিছুটা হলেও সাময়িক স্বস্তিতে রাজ্য সরকার। ২৬ হাজার চাকরিহারার মধ্যে যোগ্য-অযোগ্যের ইস্যু নিয়ে রীতিমতো বিভাজন নিঃসন্দেহে হকের আন্দোলনকে পিছনে টেনে ধরছে বলেই নিশ্চিত তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

সেইসঙ্গে হঠাৎই কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা সংবাদের শিরোনামে এসে যাওয়ায় চাকরিহারাদের গুরুত্ব কিছুটা হলেও পিছিয়ে গিয়েছে। সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমে বড় খবরে প্রথম পাতা থেকে অন্যান্য পাতায় জায়গা করে নিয়েছে ভূস্বর্গে জঙ্গিদের নির্মম গণহত্যা। এতে রাজ্যের শাসকদল ও সরকার সাময়িকভাবে স্বস্তি অনুভব করলেও চাকরিহারাদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নও যেমন উঠেছে, তেমন সংশ্লিষ্ট মহলে এই নিয়ে কৌতূহলও সমানতালে বেড়েছে।

বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরের খবর, এতদিন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যায় সরকার ও শাসকদল উভয়েই। ন্যায্য অধিকার আদায় করা নিয়ে চাকরিহারাদের আন্দোলনের ঝাঁঝ দিন- দিন বাড়তে থাকায় বাস্তবিকই বেকায়দার পড়ে সরকার। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে হন্যে হয়ে মরিয়া চেষ্টা শুরু হয় সরকার শুধু নয়, সরকারের শিক্ষা দপ্তর সহ শিক্ষা পর্ষদে। যদিও এ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের হাতে থাকলেও চাকরিহারাদের আশ্বস্ত করতে সান্ত্বনা হিসেবে সরকার রিভিউ পিটিশনের বিষয়টি সামনে আনে। যদিও তা সুপ্রিম কোর্টে দাখিলের দিনক্ষণ, সময় এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি রাজ্য সরকার। এই নিয়ে অস্থিরতা ও উদ্বেগ এখনও বিরাজমান সরকারি মহলে।

এর সঙ্গে চাকরিহারাদের মধ্যে বিভাজন, আবহাওয়ার বিরূপতা (তীব্র গরম) এবং সেই সঙ্গে আচমকা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে জঙ্গিদের নারকীয় হত্যালীলায় তাল অবশ্যই কেটেছে বলে মনে করছে নবান্ন প্রশাসনের একাংশ। যা কিছুটা হলেও সাময়িক স্বস্তি দিয়েছে সরকার ও শাসকদলকে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বেগ ও চিন্তাও কমবে বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ একাধিক তৃণমূলের নেতা ও মন্ত্রীর ধারণা।

এদিন সল্টলেকে চাকরিহারা যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা আলাদা ভাবে ধর্না ও অবস্থান যেমন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অন্যদিকে, একই ইস্যুতে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের পৃথক অবস্থান ও আন্দোলনে বিভাজন সুস্পষ্ট করেছে। এদিন তাঁদেরই এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি, আরজি কর কাণ্ড নিয়ে আন্দোলন প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ওই আন্দোলনের সময় পুজো এসে পড়ায় পরিস্থিতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে যায়। এবারও তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো?

> **বর্তমান অবস্থা**
>
> - চাকরিহারাদের মধ্যে বিভাজন, তীব্র গরম এবং কাশ্মীরের ঘটনায় আন্দোলনের তাল কেটেছে
> - এদিন সল্টলেকে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদাভাবে ধর্না ও অবস্থানে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে
> - অনেকেরই আশঙ্কা এই আন্দোলনেরও পরিণতি আরজি কর কাণ্ডের মতোই শ্লথ হয়ে যেতে পারে

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিছিল। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

শোকের আবহেও রাজনীতি দুই পক্ষের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : পহলগাম জঙ্গিহানায় রাজ্যের তিন পর্যটকের রক্তের দাগ এখনও শুকোয়নি। তার আগেই শুরু হয়ে গেল তিন মৃতের ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে গেরুয়া শিবিরের রাজনীতি। বাংলাদেশ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল। সীমান্তের এপারে মালদা, মুর্শিদাবাদের হিংসায় যা হিন্দু নিধনের তত্ত্বে বিজেপিকে মশলা জুগিয়েছিল, পহলগাম কাণ্ডে সেই অস্ত্রেই আবার শান দিতে শুরু করল বিজেপি।

বুধবার রাতে শহরে ফিরেছে জঙ্গি হামলায় মৃত কফিন বন্দি বিতান অধিকারী ও সমীর গুহর মরদেহ। সেই মরদেহের দখল নিতে বিমানবন্দরে শাসক- বিরোধীর তর্জা দেখেছে এই শহরের মানুষ। প্রয়াত বিতান অধিকারীর মরদেহের সামনেই তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে শুভেন্দুকে বলতে শোনা গিয়েছে, সংবাদমাধ্যমকে বলুন যে জঙ্গিরা আপনার স্বামীকে হিন্দু বলেই মেরেছে।

গতকাল বিমানবন্দরে মৃত বিতানের মরদেহকে সাক্ষী রেখে শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া। যদিও মরদেহ নিয়ে টানাপোড়েনে দাঁড়ি পড়েনি তাতে। বৈষ্ণবঘাটায় বিতানের মরদেহের দখল ছিল কার্যত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসেরই হাতে। এদিকে বিমানবন্দরে বিতানের স্ত্রীর কথামতো বৃহস্পতিবার সোয়া ১২টা নাগাদ তাঁর বৈষ্ণবঘাটার বাড়িতে যান শুভেন্দু। বিতানের স্ত্রীর সঙ্গে সেখানে প্রায় ৪০ মিনিট কথা বলেন। সঙ্গে ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল ও শঙ্কুদেব পন্ডা। পরে শুভেন্দু জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি আর্থিক ক্ষতিপূরণের বাইরে বিরোধী দলনেতা হিসেবে ও সনাতনীদের পক্ষ থেকে সদ্য স্বামীহারা বিতানের স্ত্রীকে তাঁরাও কিছু আর্থিক সহায়তা দেবেন। বিতানের স্ত্রীর নিরাপত্তা ও বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে যা যা প্রয়োজন সবকিছুই করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে শুভেন্দু ও বিজেপির পাশাপাশি বিতানের স্ত্রী ও তাঁর পরিবারকে ঘিরে কুণাল ঘোষ তাঁর ফেসবুক পোস্টে অনেক কিছু লিখেছেন। এর মধ্যে মৃতদেহকে ঘিরে রাজনীতির কাদা ছোড়াছুড়ি দেখছেন অনেকে। ফেসবুক পোস্টে কুণাল লেখেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য প্রশাসনের অন্তত ২০টি ফোন। ফেরার সব সাহায্য। ফিরে বিজেপির সামনে: আপনাদের ভরসায় ফিরেছি। মৃতের বাবা-মা অসহায়। ছেলে নেই। পুত্রবধূ তাঁদের কাছে থাকতেন না, দেখতেন বলে খবর নেই। কলকাতাতেই অন্যত্র থাকতেন। বাবা-মা অনিশ্চয়তায়। এখন শোকের বাতাবরণ, তাই অপ্রিয় প্রশ্ন তুলছি না। বাড়াবাড়ির রাজনৈতিক দ্বিচারিতার নাটক, শেখানো সংলাপে বিষ ছড়ানো দেখলে বলবই।'

এরপরও কুণাল ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে দুই সরকারের কাছেই আর্জি জানিয়ে বলেছেন, প্রয়াত বিতান অধিকারীর পরিবারের জন্য দুই সরকার যদি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে তা যেন শুধু পুরোটা স্ত্রীকে দেওয়া না হয়। বিতানের বৃদ্ধ বাবা-মারও সাহায্য দরকার। এদিকে এদিনই পুরুলিয়ার ঝালদায় জঙ্গি হামলায় মৃত মণীশ রঞ্জনের মরদেহ নিয়ে শহিদ সম্মান যাত্রা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। গোটা ঘটনায় বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে হিন্দু ভোটের মেরুকরণই দেখছে রাজনৈতিক মহল।

দল নয়, সরকারি কাজে ব্যস্ত মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : অস্বস্তি পিছু ছাড়ছে না রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের। এমনিতেই রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ধাক্কায় সরকার এখন চরম বিপাকে। সাময়িক কিছুটা স্বস্তি সুপ্রিম কোর্ট থেকে মিললেও সমস্যা সমাধানের স্থায়ী কোনও ইঙ্গিত এখনও পাওয়া যায়নি। তারই মধ্যে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরমহলও আগের তুলনায় কিছুটা অস্থিরতায় ভুগছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে চরম ব্যস্ততার মধ্যে রয়েছেন। চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা এখন রীতিমতো ভাবাচ্ছে তাঁকে।

এইসঙ্গে রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত দু'একটি মামলা, সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা। সরকারি কাজের মধ্যে বাড়তি এসব যুক্ত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে। বৃহস্পতিবার শাসকদলের অন্দরের খবর, এই মুহূর্তে দল নিয়ে কোনও ভাবনাই এখন তাঁর নেই। দলের বৈঠক ডাকব ডাকব করেও এখনও ডেকে উঠতে পারেননি।

তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, দলের কাজে এখনও নীরব দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য তো বটেই, দেশে পরপর কয়েকটি ঘটনায় নীরবতা ভেঙে এখনও সক্রিয় নন অভিষেক। এদিন তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের খবর, 'অভিষেক কারও ফোন ধরছেন না। কোনও কথাও বলছেন না। দলের কোনও কাজে থাকছেন না। যা কিছুটা 'রহস্যজনক' বলেই মনে করছেন দলেরই অনেকে।'

শিক্ষক অবস্থানে ক্লান্ত আন্দোলনকারীরা। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের আচার্য সদনের সামনে।

কমিশনের দপ্তরের সামনে দু'পক্ষের বাদানুবাদ

পৃথক অবস্থানে অযোগ্য চিহ্নিতরা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন 'অযোগ্য' চিহ্নিতদের একাংশ। ওএমআরে ত্রুটি থাকায় যোগ্যদের তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ যায়। তাই এদিন সকাল থেকেই পৃথক অবস্থানে বসেছেন অযোগ্য চিহ্নিত চাকরিহারারা। যোগ্য চাকরিহারাদের থেকে ৫০০ মিটারের ব্যবধানে তাঁরা অবস্থানে বসেন। যোগ্য চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ এদিন চতুর্থ দিনে পড়েছে। তবে আগের তুলনায় জনসমাগম কমেছে। এদিন বিকালে কমিশনের দপ্তরের সামনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন যোগ্য ও অযোগ্য চাকরিহারারা।

পাশাপাশি এদিনই প্রধান শিক্ষকদের থেকে নিয়োগের যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে সরকার। স্কুলে স্কুলে যোগ্যদের তালিকা পাঠানোর পর নিয়োগের তালিকায় যোগ্যরা বাদে যাতে আর কেউ না থাকে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট হতে চাইছেন তাঁরা। নিয়োগের তথ্য তালিকায় বেশ কয়েকটি বিষয়কে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সামনে অনশনকারী শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান এদিন ৭২ ঘণ্টা পেরিয়েছে। তবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে এখনও কোনও সদুত্তর মেলেনি।

তালিকায় উল্লেখ করতে হবে, শিক্ষকের নাম, তাঁদের পদ, এসএসসির দেওয়া অনুমোদনপত্রের নম্বর সহ তারিখ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া মেমো নম্বর ও তারিখ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমপ্লয়ি কোড, স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কমিশনার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে যে তথ্য পাঠিয়েছিল, তাতে নাম রয়েছে কিনা, শিক্ষকদের কোনও বদলি হয়েছে কিনা, বদলি হলে সেই স্কুলের সমস্ত নথি জমা দিতে হবে। এদিন সকাল থেকে এসএসসি ভবনের সামনে অযোগ্যরা ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকেন। তারপর সেখানে অবস্থানে বসেন তাঁরা। তাঁদের প্রশ্ন, আদালতে ওএমআর কারচুপির বিষয়টি এখনও প্রমাণিত হয়নি। তাহলে এসএসসি কী করে অযোগ্য বলে বেতন বন্ধ করে দিতে পারে। এক শিক্ষক বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ১২১২ জনকে অযোগ্য বলা হয়েছিল। আমাদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল, ৪০৯১ জনের ওএমআরে গলদ রয়েছে। অথচ কিছু মানুষের চাপে ডিআই অফিসে পাঠানো তালিকা থেকে আমাদের নাম বাদ পড়েছে।' যোগ্য চিহ্নিতরাও এদিন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। অনেকে বাড়ি ফিরেছেন। কেউ কেউ স্কুলমুখীও হতে শুরু করেছেন। লোক কমলেও অবস্থান বিক্ষোভ এখনও প্রত্যাহার করেননি যোগ্য চাকরিহারারা। যোগ্য চাকরিহারা এক শিক্ষিকা জানান, অযোগ্যদের বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। সন্ধ্যা পেরোলেও দু-পক্ষের মাঝে শুধু ব্যারিকেড ছিল। একে অপরকে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করে। তাতে চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে তার দায়িত্ব কে নেবে?

এসএসসির নতুন তালিকা থেকে যোগ্য চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম বাদ পড়ে। তিনি এদিন এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে জানান, কমিশনের ভুলেই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। তবে ভুল শুধরে নেওয়ার আশ্বাস দেন চেয়ারম্যান।

মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ ২ মে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের দিন বদল করল মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। ৩০ এপ্রিলের বদলে ফলপ্রকাশ হবে ২ মে। পরীক্ষার ৭০ দিনের মাথায় ফলপ্রকাশ হতে চলেছে। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়া। ওইদিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনও হবে। পর্ষদের এক আধিকারিক বলেন, 'প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ৩০ এপ্রিল মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করা হবে। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ২ মে ফলপ্রকাশ করা হবে। গত বছরও এদিনই ফলপ্রকাশ হয়েছিল।' পর্ষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, wbchse.wb.gov.in এই ওয়েবসাইটে লগ-ইন করে রোল নম্বর দিয়ে ফল দেখা যাবে।

১০০ সিভিক নিয়োগের সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে ভিড় সামলাতে ও যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে ১০০ সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রীসভা। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। মূলত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের কাজেই তাঁদের ব্যবহার করা হবে। এছাড়া পরিবহণ দপ্তরেও চালক ও কনডাক্টর পদে নিয়োগের সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রীসভা। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ইতিমধ্যেই নতুন কয়েকটি রুটে বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে চালক ও কনডাক্টরের চাহিদা বেড়েছে। তাই আরও ১ হাজার চালক ও কনডাক্টর নিয়োগ করা হবে।

এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে আরও ১০০ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা। ইতিমধ্যেই একটি জার্মান সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাজ্য সরকার ১১২ মেগাওয়াটের একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র সেখানে চালু করেছে। মঙ্গলবারই ওই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধনও হয়েছে। রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই নতুন করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মোট খরচ হবে ৬৮০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ২০৫ কোটি টাকা দেবে রাজ্য সরকার। বাকি টাকা দেবে ওই জার্মান সংস্থা।'

মুখ ফসকে শুভেন্দুর 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ' স্লোগানে বিতর্ক

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডের জেরে পাকিস্তানকে দুষে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মুখ ফসকে 'হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ' বলে ফেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূলের দলীয় ফেসবুক পেজে শুভেন্দুর ওই বক্তব্যের ভিডিয়ো (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ওই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি) তুলে এমনটাই দাবি করেছেন তৃণমূল ও দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ফেসবুক পেজে তাঁর গলায় পাকিস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানই শোনা গিয়েছে। যদিও সমাজমাধ্যমে শুভেন্দুর এই বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর তা মুছে দেওয়া হয়েছে বলে পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

পহলগাম জঙ্গি হামলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে বৃহস্পতিবার বিধানসভার বাইরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর প্রতিবাদে এদিন ২৬টি পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ বলে স্লোগানও দেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শুভেন্দু বলেন, 'গাজার মতো পাকিস্তানকেও ধূলিসাৎ করব। পাকিস্তানের ধ্বংস চাই।' পুলওয়ামা কাণ্ডের বদলায় মোদির সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'খুব শীঘ্রই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ দেখতে পাবেন।'

এদিকে শুভেন্দু সহ বিজেপির কর্মসূচির কড়া সমালোচনা করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের সরকারি ফেসবুক পোস্টে বিরোধী দলনেতাকে দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। মুখ ফসকে হলেও শুভেন্দুর মুখে হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ স্লোগানের ব্যাখ্যায় তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'আপনি আসলে একজন দেশবিরোধী! নইলে মুখ ফসকেও একথা কেউ বলতে পারে না। মুখে হিন্দু প্রেম আর দেশপ্রেমের বুলি, হৃদয়ে দেশবিরোধী বিষের ঝুলি। মুখোশ যে খুলে গিয়েছে। ফেসবুক থেকে ভিডিও ডিলিট করেও লাভ হবে না। বাংলার মানুষ আপনাকে হাড়ে হাড়ে চেনে।'

আরজি কর মামলায় ফোন কলের তথ্য

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আরজি কর কাণ্ডে ফোন কলের তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে সিবিআই। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। এই মামলাতেই কলকাতা পুলিশের কেস ডায়েরি, সাক্ষীদের তালিকা, ফোন কলের তথ্য, ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আদালতে রিপোর্ট দেওয়া হয়। শুনানির সময় হাজির ছিলেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক সীমা পাহুজা। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'সিবিআই কোনও কাজ করছে না। বিচারের আশায় আমরা আদালতের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার দিন হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার সুচরিতা সরকার তাঁদের তিনবার ফোন করে তিনরকমের ভিন্ন তথ্য দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এদিন সিবিআই জানায়, ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরিবারের তরফে অভিযোগ, এই ঘটনা গণধর্ষণ কি না তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে মেডিকেল বোর্ড বিচার করেছে। গণধর্ষণের সম্ভাবনা তদন্তের শুরুতে খতিয়ে দেখাই হয়নি। বিচারপতি জানতে চান, পরিবারের তরফে মেডিকেল বোর্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছে কি না। মামলাকারীদের সঙ্গে অনেক চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁরা মেডিকেল বোর্ডের খামতি খুঁজে পেলে আদালতকে জানাতে পারে।

পরিবারের তরফে জানানো হয় পুলিশের তরফে প্রথমে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়নি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার কার নির্দেশে ফোন করেছিল তা নিয় অভিযোগ করা হয়। এর নেপথ্যে কোনও অদৃশ্য হাত রয়েছে। নির্যাতিতার মোবাইল পরীক্ষা করা হয়নি। এমনকি ঘটনাস্থলে সিসিটিভি ফুটেজও কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। মামলার পরবর্তী শুনানিতে তদন্তের খামতি সম্পর্কে নির্যাতিতার পরিবার কী চাইছে তা আদালতে বিস্তারিতভাবে জানাবেন তাঁরা।

অভিযুক্তকে ছাড়ে পুলিশকে ভর্ৎসনা

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : 'পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় সাধারণ মানুষ অভিযোগ দায়ের করার পরেও ছাড় পাচ্ছে রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় থাকা অভিযুক্তরা', পূর্ব বর্ধমানের একটি মামলায় এভাবেই পুলিশকে ভর্ৎসনা করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের তৃণমূল ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালনের বিরুদ্ধে একটি মামলার শুনানি হয়। ওই মামলাতেই প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অভিযোগপত্রে কৌশলে অপরাধীদের নাম বাদ দিচ্ছে পুলিশ। অপরাধমূলক কাজকর্মের বিষয়টি পুলিশের নজরে থাকলেও অপরাধীদের সাজা হচ্ছে না।' ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে স্থানীয়দের অভিযোগ, তিনি এলাকায় বিভিন্ন বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশে অভিযোগ করা হলেও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। বরং যাঁরা মামলা দায়ের করেছেন, তাঁদের মধ্যে দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, এই মামলায় স্থানীয় থানার অফিসার অভিযোগপত্র খতিয়ে দেখে আদালতে চার সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। সেইসঙ্গে অভিযোগকারী যে দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে।

সুকান্তর মামলায় হস্তক্ষেপ নয়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ধরন আলাদা। তাই এক্ষেত্রে ফৌজদারি অপরাধের মামলা দায়ের করা যেতে পারে। আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।' ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। ওই সময় সুকান্ত উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। আবেদনকারী তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তের আবেদন, সুকান্ত সমাজমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন। এর ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারত। তাই আদালত যাতে ওই মন্তব্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। কেন্দ্র সাংসদ ও বিধায়কদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করুক। তবে প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, এক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার ধরন এক এক রকম। এর পর মামলাটি নিষ্পত্তি করে দেন প্রধান বিচারপতি।

অনুমতি দিল না হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় মুসলিম ল বোর্ডের তরফে ডাকা ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড সভার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মন্তব্য, 'দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করে কোনও সংগঠনেরই আগামী ৭ দিন প্রতিবাদের নামে সভা-সমিতি করা উচিত নয়।' ২৬ এপ্রিল মিছিল করতে চেয়েছিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। পুলিশ ও সেনার তরফে অনুমতি না মেলায় তারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। রাজ্যের এজি ও কেন্দ্রের এএসজির উপস্থিতিতেই বিচারপতি মন্তব্য করেন, এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের কর্মসূচি করা যথাযোগ্য নয়।

এসইউসিআই-এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন শহিদ মিনার ময়দানে। ছবি : আবির চৌধুরী

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ বৈশাখ ১৪৩২

চ্যালেঞ্জের মুখে ট্রাম্প

যে কোনও স্বৈরাচারী শাসকই কোনও না কোনও সময় প্রতিরোধের মুখে পড়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার ব্যতিক্রম হচ্ছেন না। আমেরিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের সঙ্গে তিনি যেন সম্মুখসমরে নেমেছেন। হার্ভার্ডের ওপর একের পর এক ফরমান জারি করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়টির ন্যায্য প্রাপ্য সরকারি অনুদান বন্ধ করে দিচ্ছেন। এইসব স্বৈরতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফেডেরাল কোর্টে মামলা করেছে হার্ভার্ড।

হার্ভার্ড ছাড়াও কলম্বিয়া সহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর হম্বিতম্বি চালিয়ে যাচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রতিবাদীর ভূমিকায় প্রথম এগিয়ে এল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই। তাদের এই আইনি পদক্ষেপ সাহস জুগিয়েছে আমেরিকার শিক্ষা মহলকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ট্রাম্পের কীসের সংঘাত? আসলে সংঘাত ছাড়া থাকতে পারেন না ট্রাম্প।

কুর্সিতে বসে পরপর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মার্কিন নাগরিকত্ব, অবৈধ অভিবাসন, গণছাঁটাই ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে। তার মধ্যে আমেরিকায় জন্মালেই অভিবাসীর সন্তানের মার্কিন নাগরিকত্ব প্রাপ্তি বাতিলের নির্দেশিকাটিতে আদালত স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় মার্কিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিতে তৎপর ওয়াশিংটন।

গাজায় চলছে ইজরায়েলি হামলা। মৃত্যু হচ্ছে অসংখ্য মানুষের। ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহুর দাবি, আমেরিকার সম্মতিতেই আক্রমণ চালানো হচ্ছে। হার্ভার্ড সহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রতিবাদে ইজরায়েল-বিরোধী প্রচার চলছে। পড়ুয়াদের সিংহভাগ প্যালেস্তাইন আন্দোলন, হামাসের সমর্থক। ওয়াশিংটনের চোখরাঙানি কলম্বিয়া সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইজরায়েল-বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে সফল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু হার্ভার্ড জানিয়ে দিয়েছে, তারা বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়বেন, কারা পড়াবেন, কী পড়ানো হবে ইত্যাদি হার্ভার্ডই ঠিক করবে জানিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারি খবরদারি মানতে নারাজ। হার্ভার্ড সহ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাম্প প্রশাসন বারবার ইজরায়েল-বিরোধী প্রচারের জন্য সতর্ক করেছিল। তবে হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষকে আলাদাভাবে 'গোপন চিঠি' পাঠায়। এই চিঠি প্রকাশ্যে না আনার জন্য সতর্কবাণীও ছিল। কিন্তু হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছে।

শাস্তিস্বরূপ মার্কিন সরকার হার্ভার্ডের একের পর এক আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। প্রথম বন্ধ হয়েছে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার। তারপর স্থগিত ঘোষিত হয়েছে হার্ভার্ডের স্বাস্থ্য গবেষণা খাতে বরাদ্দ ১০০ কোটি ডলার। এছাড়াও বাতিল করা হয়েছে হার্ভার্ডের ন্যায্য প্রাপ্য আরও কিছু অনুদান। প্রাপ্য করছাড় বন্ধের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে, পড়ুয়াদের 'এই রাষ্ট্রবিরোধী' মনোভাবের পরিবর্তনে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে হার্ভার্ডে বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এতসব হুংকার, অনুদান বন্ধ ইত্যাদি কোনও কিছুই অবশ্য টলাতে পারেনি হার্ভার্ডকে। বরং ট্রাম্পের এইসব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন হার্ভার্ডের প্রাক্তনীরা। ভারতের আনন্দ মাহিন্দ্রা, পি চিদম্বরম, কপিল সিবালের মতো বিশিষ্টরা ম্যাসাচুসেটসের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে জন এফ কেনেডি এবং বারাক ওবামা হার্ভার্ডের প্রাক্তনী।

ট্রাম্প প্রশাসনেরও বেশ কয়েকজন সচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। ওবামা ইতিমধ্যে ট্রাম্পের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তগুলির নিন্দায় সরব হয়েছেন। হার্ভার্ডের এই আইনি লড়াই ইতিমধ্যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে মার্কিন মুলুকে। ট্রাম্পকে আরও চাপে ফেলতে প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, ব্রাউন, হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, কানেক্টিকাট কমিউনিটি স্টেট কলেজ সহ আমেরিকার ১৮৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের সমস্ত স্বৈরাচারী ফরমানের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযান করেছে। একটি যৌথ বিবৃতিও দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

একদিকে হার্ভার্ডের মামলা, অন্যদিকে আমেরিকার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মিলিত চাপ নিশ্চিতভাবেই স্বস্তিতে থাকতে দেবে না ট্রাম্পকে। কবে দ্বৈরথে কোন পক্ষ শেষপর্যন্ত জয়ী হয়, সেটা এখনও অনিশ্চিত।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

এক শিক্ষকের আক্ষেপ ও যন্ত্রণার গল্প

এই বৃদ্ধ শিক্ষককে যে শিক্ষকদের এই অসম্মান আর দুর্গতি বেঁচে থেকে দেখতে হল, এর জন্যে সে কাকে ধন্যবাদ জানাবে?

পবিত্র সরকার

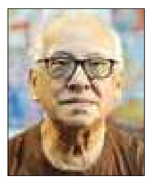

ঘোর অনিশ্চয়তায় একদল শিক্ষক এখনও রাজপথে। - রাজীব মণ্ডল

১

এমন নয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার পরিসরে শিক্ষকতার জীবিকাটি আজই প্রথম প্রশ্নের মুখে পড়ল। এটা বললে মিথ্যাচার হবে যে, সমাজের সব অংশ চিরকালই শিক্ষকদের কথা বলতে গিয়ে 'মানুষ গড়ার কারিগর' ইত্যাদি বলে চোখ বুজে ফেলেছে এবং তাঁদের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। আমরা জানি, আর এ কথা অস্বীকার করা ভণ্ডামি হবে যে, চিরকালই এই জীবিকাটি দুটি বিপরীত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত ছিল। একটি নাগরিক ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, যারা শিক্ষকতার জীবিকাকে, তার আর্থিক শক্তি ও ভিত্তির কথা মনে করে, একটু অবজ্ঞার চোখে দেখত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকে ও সাহিত্যে তার ভূরিভূরি প্রমাণ আছে।

অবশ্যই শিক্ষকদের মধ্যেও, শিক্ষার পর্যায় অনুসারে, কিছুটা শ্রেণিবিভেদ ছিল। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষকদের যতটা অবজ্ঞা করা হত, মাধ্যমিক পর্বের শিক্ষকদের ততটা করা হত না, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ('প্রফেসর') নিশ্চয়ই কিছুটা সম্ভ্রম পেতেন। এ লেখার মূল বিষয় শেষের শ্রেণি নয়। গৃহশিক্ষকেরা মূলত এক সময় নাগরিক দৃশ্য ছিলেন, ফলে তাঁদের ক্ষেত্রে কলকাতায় 'ম্যাস্টার এয়েচে রে' হাঁকডাক শোনা যেত।

উচ্চবিত্ত ও নাগরিক শ্রেণির মধ্যে শাসকদেরও ধরতে হবে, ফলে শাসকরাও শিক্ষকদের প্রতি ওই একই অবজ্ঞা পোষণ করতেন, তাঁদের মাসিক বেতন খুবই কার্পণ্যের সঙ্গে নির্ধারণ করতেন। এই কারণেও স্কুলশিক্ষকেরা 'মহান' বলে চিহ্নিত তাঁদের জীবিকার প্রাপ্য সম্ভ্রম থেকে বঞ্চিত হতেন। আমাদের অনেকেরই মনে আছে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে, ১৯৫৪ সালে, বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের কলকাতার এসপ্ল্যানেডে মাসখানেক ধরে অনশন-অবস্থান করতে হয়েছিল, তখন তাঁরা পুলিশের লাঠির লক্ষ্যও হয়েছিলেন। কাজেই সব শিক্ষককে দক্ষিণ এশীয় সমাজের সব্বাই সব সময়ে পায়ে মাথা রেখে পুজো করে এসেছে, এ কথা যেন আমরা না ভাবি। ওই আত্মপ্রসাদের কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

তবু বলব, গ্রামের দিকে, অপেক্ষাকৃত সরল ও নিরক্ষর মানুষদের কাছে শিক্ষকদের সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা ছিল, এবং পাঠশালায় গিয়ে, অভিভাবকেরা শিক্ষককে তাঁদের সন্তানকে 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া' করার ঢালাও অনুমতি দিতেন। গ্রাম সম্বন্ধে এটা যত সহজে অনুমান করা যায়, শহরে এ গল্প ততটা বিশ্বাস্য নয়। যাই হোক, এ সব সত্ত্বেও নিজে শিক্ষক হয়েছি, স্কুল থেকে সব স্তরেই পড়িয়েছি। গোত্র পরিচয়ে শিক্ষক বলেই আজ শিক্ষকদের এই দশা দেখে মুখ বুজে থাকতে পারি না।

২

শিক্ষকদের নির্লজ্জ ও অন্তহীন অপমানের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছে। আমার চেয়ে অনেক বেশি করে তার হিসাব আপনারা রাখেন। এই রাজ্যে নতুন তৃণমূল সরকার ২০১১-তে ক্ষমতায় আসার পরে ২০১৬-তে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি স্কুলে নিয়োগের একটি পরীক্ষা নেয়। আগে প্রতিবছরই পরীক্ষা নেওয়া হত বলে জানা যায়। যাই হোক, পাঁচ বছর পরে যখন পরীক্ষা হল, তার ভিত্তিতে রাজ্যের স্কুলে অশিক্ষক গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মচারী এবং অষ্টম-নবম ও দশম-একাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের মেধাতালিকা করা হল দু'বছর পরে। ২০১৮-তে এবং ২০১৯-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নিয়োগ দেওয়া হল, স্কুলগুলিতে। কিন্তু ২০২১ থেকেই অসন্তোষের গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল যে, মেধাতালিকায় ইচ্ছাকৃতভাবে কারচুপি করা হয়েছে, পরীক্ষার ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছে, অনেক অযোগ্য প্রার্থী শাসকদলের প্রভাবশালী স্থানীয় নেতাদের টাকা দিয়ে, তাদের নির্দেশমতো সাদা খাতা জমা দিয়ে, চাকরি পেয়েছে, যোগ্যতর প্রার্থীদের বঞ্চিত করে।

তা নিয়ে যে মামলার পর মামলা ও তদন্ত হল তার সূত্রে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর বাড়িতে প্রায় বাহান্ন কোটি টাকার নোট পাওয়া গেল, শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বান্ধবী বর্তমানে জেলে বন্দি। সেইসঙ্গে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনেক কর্তাও জেলে বন্দি হলেন এবং ভারতের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবত শিক্ষাসংক্রান্ত বৃহত্তম দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির দৃষ্টান্ত আমাদের এই এগিয়ে থাকা পশ্চিম বাংলায় তৈরি হল। তার জের এখনও কাটেনি, বরং প্রতিদিন নতুন নতুন অসহনীয় মাত্রায় বিস্তারিত হচ্ছে।

৩

এর সঙ্গে মিলেছে টেট বা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট-এ প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগেও বিপুল দুর্নীতির ঘটনা, যা নিয়ে ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত করেছে। তা নিয়েও মামলা হয়েছে। এসএসসিতে সুপ্রিম কোর্ট ঘুরে হাইকোর্টের নির্দেশে যদি ২৫,৭০০-র কিছু বেশি শিক্ষকের চাকরি এক অনিশ্চিত সংকটে পড়ে থাকে তো টেটের ক্ষেত্রে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষক ওই সঙ্গিন অবস্থার মুখোমুখি। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে এ এক বিপর্যয়, এবং এ বিপর্যয়ের জন্য শাসকদল সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

২০২১ থেকেই কলকাতা ময়দানে যোগ্য কিন্তু দুর্নীতির কারণে যোগ্য তালিকা থেকে বাদ পাওয়া শিক্ষকেরা দলে দলে অবস্থান করে চলেছেন। তাদের অবস্থা অবর্ণনীয় ছিল। তার সঙ্গে মিশল এই ছাব্বিশ হাজারের মতো শিক্ষকের চাকরি উচ্ছেদের নোটিশ। রাজ্য সরকার পড়িমরি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করায় সুপ্রিম কোর্ট কিছুটা দয়াপরবশ হয়ে এ বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চাকরি বাতিল-করা পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নির্দেশ দিয়েছে যে, এসএসসি এর মধ্যে ইতিমধ্যে নিযুক্ত যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করবে, এবং নতুন করে নির্বাচন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করবে। সকলেই জানি যে, এর মধ্যে এসএসসি নির্বাচিত একটি কোম্পানি পরীক্ষার ওএমআর শিট নষ্ট করে দিয়েছিল। তবু কীসের ওপর ভিত্তি করে এসএসসি গত ২১ এপ্রিল কথা দিয়েছিল যে, আদালতকে যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা বাছাই করে জমা দেবে, তা জানি না। যাই হোক, ২২ এপ্রিল তারা পিছিয়ে গিয়ে জানিয়েছে যে, তারা ওই তালিকা দেবে না, কারণ তাদের আইনজীবীরা জানিয়েছেন তাতে নাকি আদালত অবমাননা হতে পারে।

৪

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আদালতের ওই চাকরি বাতিলের রায়ের পর 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, যদিও তাঁরই দল যে সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী সেকথা সর্বথা এড়িয়ে গেছেন। নেতাজি ইন্ডোরে শিক্ষকদের ডেকেছেন, সেখানে তাঁর দলের কলেজের অধ্যাপকেরা গলায় 'আমরা যোগ্য' ব্যাজ ঝুলিয়ে ঘুরেছেন, নানা রকম আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু ওই বিপর্যয়-পীড়িত শিক্ষকদের বহুলাংশ যে আশ্বস্ত হননি, তা বোঝাই গেছে। তাঁরা কসবার ডিআই অফিসে অভিযান করতে গিয়ে পুলিশের লাঠির সঙ্গে উপরি হিসেবে লাথিও খেয়েছেন, শিক্ষকদের অপমানে তাতে রোমহর্ষক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তার পরে এসএসসির যোগ্য-অযোগ্য তালিকা সম্বন্ধে শুচিবাই তাঁদের নতুন করে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, ওটা তাঁদের অধিকার। কোন 'অযোগ্য'দের কারণে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হল, তা তাঁরা জানবেন না কেন? অথচ মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী সবাই তাঁদের ছেলেমানুষ ভেবে পিঠ চাপড়ে বলছেন, 'যোগ্য-অযোগ্যের' তালিকা নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাঁরা কি ভুলেও এ কথা বলবেন যে, অযোগ্যরা তাঁদের দলের লোকেদের টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, তাঁরাই পুরো বিপর্যয়ের আসামি? বঞ্চিত শিক্ষকেরা তাই সল্টলেকের আচার্য ভবনের সামনে খোলা রাস্তায় দিনরাত্রি অবস্থানের পরিকল্পনা নিয়েছেন।

আশ্চর্য কথা হল, 'পাশে-থাকা' সরকার তাঁদের এবার বিশুদ্ধ শত্রুপক্ষ হিসেবেই ধরে নিয়েছে। শিক্ষকেরা পথে, ফুটপাথে, কাগজ বা প্লাস্টিক বিছিয়ে পড়ে আছেন, তাঁদের শারীরিক সুবিধার জন্য পাছে তাঁরা পাশের পেট্রোল পাম্পের টয়লেট ব্যবহার করেন সেজন্য পুলিশ সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে, তাঁদের অস্তিত্ব যথাসম্ভব কষ্টকর ও দুঃসহনীয় করার পরিকল্পনায় পুলিশ ব্রতী। সেখানে তারা বায়ো-ল্যাট্রিন আনতে বাধা দিয়েছে, পাশে টিয়ারগ্যাস ইত্যাদি অভ্যর্থনার অস্ত্র নিয়ে তারা সদা প্রস্তুত।

এই ক'দিনেই সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পশ্চিম বাংলায় শিক্ষক হয়ে যদি সরকারকে তোষণ না করে তবে তার জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে। লাঠি, লাথির স্বাদ তারা এর মধ্যেই পেয়েছে, তার চেয়েও সাংঘাতিক বিপত্তি তাঁদের ঘটে যেতে পারে।

তবু সল্টলেকের প্রতিবেশীরা, নানা গণসংগঠন, অভয়া-আন্দোলনের সদস্যরা, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেটা একটা আশ্বাস। কিন্তু এই বৃদ্ধ শিক্ষককে যে শিক্ষকদের এই বিপুল অসম্মান আর দুর্গতির ছবি বেঁচে থেকে দেখতে হল, এর জন্যে সে কাকে ধন্যবাদ জানাবে?

(লেখক শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক)

আজ

১৯৭৫

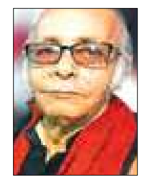

ঔপন্যাসিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪৮

শিল্পী গিরিজাশংকর চক্রবর্তী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

শুধু নিরীহ পর্যটকদের ওপর নয়, দেশের শত্রুরা ভারতের আত্মার উপর হামলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। যে সন্ত্রাসবাদীরা এই হামলা ঘটিয়েছে এবং যারা এই হামলার ষড়যন্ত্র করেছে, তারা এমন শাস্তি পাবে, যা তাদের কল্পনারও অতীত।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

বেডে শুয়ে রোগী। টুলে বসে সুচ ও সুতো দিয়ে সার্জারিতে ব্যস্ত মেডিকেল স্টুডেন্ট। তবে না, তিনি কারও অপারেশন করছেন না। তাঁর চপ্পল ছিঁড়ে গিয়েছিল। অপারেশনের সরঞ্জাম দিয়ে তিনি নিজের চপ্পল সেলাই করছেন। এমনই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

ভাইরাল/২

'সানডে হো ইয়া মানডে, রোজ খাও আন্ডে'। সম্প্রতি ডিমের এক রেসিপি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। সামনে একটি মদের গ্লাস। দুটি ডিম ভেঙে পানীয়তে মেশান এক ব্যক্তি। এরপর ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলেন ডিম-মদের মিশ্রণটি।

জনমন জনমত

নদী নয়, বিবেক সংস্কার জরুরি

শিলিগুড়ির মাননীয় মেয়র গৌতম দেব ও পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তরের সহায়তায় ফুলেশ্বরী সংস্কারের কাজ জোরকদমে চলছে। দীর্ঘ বছরের প্লাস্টিক-আবর্জনায় পূর্ণ নদী ফিরে পেতে চলেছে নবযৌবন। অথচ কিছু অসভ্য লোক প্রতিনিয়ত রাতের অন্ধকারে আবর্জনা ফেলছেন নদীতে। এই আবর্জনা ফেলা বন্ধের জন্য মাননীয় মেয়র বিভিন্ন সেতুর ওপর নেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারপরও আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা যাচ্ছে না।

শিলিগুড়ি ঘোগোমালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় সেতুর ওপর নেটের জাল থাকা সত্ত্বেও থার্মোকল, চট, মাছের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নদীতে। এছাড়া ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে নদীর কিছু অংশে কাঁচা পায়খানা ছিল। বর্তমানে আবারও কিছু জায়গায় ছেঁড়া চট দিয়ে ঘিরে নদীর মাঝখানে শৌচালয় তৈরি করা হচ্ছে। ফুলেশ্বরী নদীর পাড় চুরি হয়েছে অনেক আগেই। বর্তমানে নদীর পাড় দখলকারীদের থেকে চুরি করা নদীর পাড় ফিরিয়ে এনে নদী বড় করা খুবই প্রয়োজন।

শিলিগুড়ির মেয়রের উদ্যোগে নদী সংস্কার পুরোদমে এগিয়ে চললেও একশ্রেণির মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য নদী একদিকে সাফ হচ্ছে, অন্যদিকে আবর্জনায় ভরছে। শিলিগুড়িকে সুন্দর রাখা, পরিচ্ছন্ন রাখা শুধু রাজ্য সরকার বা মেয়রের দায়িত্ব নয়, সবারই দায়িত্ব রয়েছে। তাই নদী সংস্কারের আগেও মানুষের বিবেক সংস্কার আগে জরুরি।

বিমল বণিক, পশ্চিম ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় পুনরায় চেয়ারকার চাই

আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনটিতে চেয়ারকার থাকায় আমরা বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ কত সুন্দরভাবে কলকাতা যাতায়াত করতাম। সাধারণ বগিতে বাদুড়ঝোলা অবস্থায় আমাদের যাত্রা করা কি সম্ভব? সবার রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে যাওয়ারও কি যোগ্যতা আছে?

সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে বিশেষ করে আমার মতো বয়স্কদের কথা ভেবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে পুনরায় চেয়ারকার চালু করার জন্য রেলের কাছে আর্জি জানাই। জনস্বার্থে এই আর্জি মঞ্জুর হলে কৃতজ্ঞ থাকব।

দাসুদেব ঘোষ
ডালখোলা, উত্তর দিনাজপুর।

এই ধর্মীয় সন্ত্রাসের মহামারির শেষ কবে?

কাশ্মীরি সহকর্মীরা বহু সন্ত্রাসবাদী ঘটনা দেখেছেন। কিন্তু পর্যটকদের ওপর এই হামলা দেখে তাঁরাও হতভম্ব, স্তম্ভিত।

বিকাশ দাস

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে নিজের জন্য এককাপ চা তৈরি করছিলাম। সেই সময় এক অধ্যাপক সহকর্মী ফোন করে জানালেন পহলগামের ঘটনার কথা। তারপর থেকে আমার মোবাইল ফোনের ঘণ্টী অবিরাম বেজেই চলেছে। এক বছর আগে যখন কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম, তখন শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষজন একটু অমত করলেও একপ্রকার সেসব কথায় কান না দিয়েই ব্যাগপত্র গুছিয়ে কাশ্মীর এসেছি। আইআইটি গুয়াহাটিতে পিএইচডি শেষ করার এক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ। চোখে আমার অনেক রঙিন স্বপ্ন। কালকের ঘটনার পরে সেই স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়নি ঠিকই, কিন্তু একটা ঝটকা অবশ্যই লেগেছে।

আমি কাশ্মীরে আসার পর গত এক বছরে এটা তৃতীয় ঘটনা। অক্টোবরে গান্দেরবাল জেলার শ্রীনগর-লেহ জাতীয় মহাসড়কের একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণ স্থানে শ্রমিকদের তাঁবুতে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ৭ জন নিহত হয়েছিলেন। নভেম্বরে বিখ্যাত লাল চকে সাপ্তাহিক রবিবারের হাটে গ্রেনেড হামলায় বারোজন সাধারণ নাগরিক আহত হয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবারের পহলগাম হামলার নৃশংসতা এবং ভয়াবহতা কয়েক শতগুণ বেশি।

আমার কাশ্মীরি সহকর্মীরা জীবনে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী ঘটনার অনেক কালো অধ্যায় দেখেছেন কিন্তু পর্যটকদের ওপর এই ধরনের হামলা দেখে তাঁরাও একপ্রকার হতভম্ব এবং স্তম্ভিত। তাঁরা বলছিলেন, বিগত কুড়ি-পঁচিশ বছরে এমন ঘটনার কথা তাঁরা মনে করতে পারছেন না। কয়েকদিন আগের হড়পা এবং পাহাড়ে ধসের কারণে শ্রীনগর-জম্মু মহাসড়ক একপ্রকার বিচ্ছিন্ন। শ্রীনগর থেকে দেশের অন্য প্রান্তে ট্রেন চালু হওয়ার কথা গত কয়েক মাস থেকে আকাশে ভাসলেও সেটা আজও চালু হয়নি। এই ঘটনার পরে নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেন চালু হওয়া আরও বিলম্বিত হবে। শ্রীনগর বিমানবন্দরের বাইরে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছেই। পর্যটকরা ফিরতে মরিয়া।

এই দৃশ্য কাশ্মীরের অর্থনীতি যা মূলত পর্যটনশিল্প কেন্দ্রিক তার ওপর অদূরভবিষ্যতে গভীর প্রভাব ফেলবে। যা দেখে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ এবং অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। শ্রীনগরের দোকানপাট, ব্যবসা, গাড়ি, বাস, সহ, স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আজ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। চারিদিকে এক থমথমে চাপা পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীরা এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদে এক মৌনমিছিলে অংশগ্রহণ করে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ওড়িশা, কেরল, ঝাড়খণ্ড, অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে এঁরা দুই চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য এসেছে। যাদের অনেকের মনেই আজ আমি এক অজানা আতঙ্কের ছায়া দেখেছি। এই নবীন প্রাণগুলির শিক্ষক এবং অভিভাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব শুধু ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিজেদের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে রেখে আমারা চেষ্টা করছি এদের মনে সাহস জোগাতে, এদের ভরসা দিতে। বুধবার বিকেলে শুনলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি মিটিংয়ে স্থির হয়েছে আগামীকাল থেকে হয়তো আগামী ছয় সপ্তাহের জন্য শুধু ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে এবং পঠনপাঠন আবার করোনা অতিমারির মতো অনলাইনে হবে। করোনা অতিমারি সময়ের সঙ্গে দুই-তিন বছরে শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তারপরেও সাধারণ ক্লাসরুম শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরতে সময় লেগেছে অনেক। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা আর ধর্মীয় সন্ত্রাসের মহামারি কবে শেষ হবে? উত্তরটা আজ খুবই আবছা মনে হচ্ছে।

(লেখক শ্রীনগরের বাসিন্দা। কাশ্মীর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। চুলদাড়ি কাটা যে মুসলমানের পেশা ৩। ফুলের অংশ ৫। জাম, বা জামরুল ৬। আমের গন্ধে যে পতঙ্গ ছুটে আসে ৮। লজ্জার বিষয় ১০। নৌকার পাল ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। রামের বাবা দশরথের ঠাকুরদা ১৫। ফুল অথবা পাখিও হতে পারে ১৬। নৃত্যশিল্পীদের পায়ের নূপুর।

উপর-নীচ : ১। ব্যাবিলনের রাজা আইনকে প্রথম লিখিত রূপ দেন ২। টেকসই, শক্ত ৪। যে অল্পেতে রেগে যায় ৭। যে ব্যক্তি কানে শোনেন না ৯। আশকারা দেওয়া ১০। বাড়ির দুষ্টু ব্যক্তি যাকে সহজে এড়ানো বা তাড়ানো যায় না ১১। মৌচাকের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৩। বসন্ত ঋতুতে অন্য যে নামে ডাকা হয়।

সমাধান ■ ৪১২৩

পাশাপাশি : ১। পতাকা ৩। কোটনামি ৪। তলবি ৫। দাবিদার ৭। চীর ১০। দস্তা ১২। হড়বড় ১৪। মোহনা ১৫। ছন্নছাড়া ১৬। নামতা।

উপর-নীচ : ১। পর্ণমোচী ২। কাতলা ৩। কোবিদার ৬। দায়াদ ৮। রগড় ৯। আড়মোড়া ১১। স্তাবকতা ১৩। জেনানা।

ভালো খবর

নিঃশব্দ বিপ্লব

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলার খরাপ্রবণ এলাকা কুরুগুন্টায় নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন মহিলারা। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জৈব চাষ করে রুক্ষ গ্রামের চেহারা পালটে দিয়েছেন স্বামীহারা, সহায়সম্বলহীন মায়েরা। চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতির জেরে একসময় আত্মহত্যার হিড়িক লাগে এই গ্রামে। কমে যায় পুরুষের সংখ্যা। সেখানেই এখন নারীরা শুধুমাত্র ফসল ফলাচ্ছেন তাই-ই নয়, আত্মনির্ভরতার পাঠও দিচ্ছেন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গুলির লড়াইয়ে শহিদ বাঙালি সেনা

শ্রীনগর ও কলকাতা, ২৪ এপ্রিল: পহলগামে জঙ্গিদের ৪৮ ঘণ্টা আক্রমণের পর জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হলেন নদিয়ার পাথরঘাটার বাসিন্দা, ভারতীয় সেনার প্যারাকমান্ডো ঝন্টু আলি শেখ। পহলগাম কাণ্ডের পর জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সেনাবাহিনী। উধমপুরে জঙ্গিদের আশ্রয় নেওয়ার খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে অভিযানে গিয়েছিল সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। সেই দলেই ছিলেন ঝন্টু।

সেনাবাহিনী জানায়, 'সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ডুডু-বসন্তগড় এলাকায় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ অভিযানের সময় জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। শুরুতেই ঝন্টু শেখ গুরুতর আহত হন এবং পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহিদ হন।'

বসন্তগড় এলাকায় দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে হাবিলদার ঝন্টু আহত হন। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার দুপুরে নিহত সেনা কমান্ডোর পরিবারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাবিলদার ঝন্টু জম্মুর নাগ্রোটা-স্থিত ১৬ নম্বর কোরের কমান্ডো ছিলেন। 'হোয়াইট নাইট কোর' হিসাবে এই বাহিনী পরিচিত।

বৃহস্পতিবার সেনার হোয়াইট নাইট কোর এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছে, '৬ প্যারা এসএফ-এর বীর হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখকে স্যালুট। সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন তিনি। তাঁর অদম্য সাহস ও বীরত্ব চিরস্মরণীয়। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে আছি।'

শহিদ জওয়ান ঝন্টুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রও এক্স-এ লেখেন, 'উধমপুরে সেনা ও জঙ্গিদের গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের পাথরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা হাবিলদার ঝন্টু আলি শেখ। তাঁর আত্মা শান্তি পাক।' ঝন্টুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ঝন্টুর পরিবার।

ঝন্টুর বয়স ৩৬ বছর। পরিবার নিয়ে আগ্রায় থাকতেন। তাঁর স্ত্রী এবং এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বিধায়ক তাপস কুমার সাহা শহিদ জওয়ানের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানান ও সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। ঝন্টুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেমেয়ের কী হবে তা ভেবেই কেঁদে আকুল পড়শিরা।

পহলগামে জঙ্গি হামলায় হামলাকারীদের সন্ধানে সেদিন বিকাল থেকেই আশপাশের পাহাড়, জঙ্গল ঘিরে চিরুনি তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং সিআরপিএফের যৌথবাহিনী।

পুঞ্চেও বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের খোঁজে অভিযানে নামে সেনা। লাসানার জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজ চলছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়েই সকালে ওই এলাকায় পৌঁছোয় বাহিনী। দিনভর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ১৫ এপ্রিল এই জঙ্গলেই নিরাপত্তাবাহিনী এবং জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়েছিল। এক জওয়ান সেই ঘটনায় আহত হন।

এছাড়া জম্মু-রাজৌরি-পুঞ্চগামী প্রতিটা রাস্তায় জোরদার তল্লাশি চলছে। মুঘল রোডেও নজরদারি চালাচ্ছে সেনা। বুধবার উরি হয়ে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গি ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই অনুপ্রবেশ রুখে দেয় সেনা। দুই জঙ্গিকে হত্যা করা হয়।

সিন্ধু চুক্তি রদে সংকটে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে নিরীহ পর্যটকদের হত্যাকাণ্ডের পর খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৬টি পদক্ষেপ করেছে ভারত। পাক দূতাবাসের সিংহভাগ কর্মীকে দেশে ফেরত পাঠানো, সেদেশের নিরাপত্তা আধিকারিকদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ, ইসলামাবাদে মোতায়েন ভারতীয় কূটনীতিকদের দেশে ফিরিয়ে আনা, পাকিস্তানিদের জন্য সার্ক ভিসা বাতিল, আটারি সীমান্ত দিয়ে বাণিজ্য বন্ধের মতো সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সিন্ধু জলচুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, এ পর্যন্ত ভারতের তরফে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যতগুলি পদক্ষেপ করা হয়েছে, তার মধ্যে জলচুক্তি বাতিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর ওপর দীর্ঘমেয়াদে পাকিস্তানের টিকে থাকা নির্ভর করছে। ১৯৬০-এ স্বাক্ষরিত সিন্ধু জলচুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর জল ব্যবহারের অধিকার রয়েছে পাকিস্তানের। বিপরীতে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর জলের অধিকার রয়েছে ভারতের কাছে। যদিও সবকটি নদীই ভারতের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ, উজানের দেশ হিসাবে ৬টি নদীর জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে ভারতের।

যে সমস্যা হতে পারে

- চুক্তির শর্ত মেনে জল বণ্টনের বাধ্যবাধকতা থাকল না
- আপাতত পাকিস্তানে প্রবাহিত জলের ৫-১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভারত
- অদূরভবিষ্যতে সিন্ধুর ভারতীয় অংশে বাঁধ তৈরির সম্ভাবনা
- সেক্ষেত্রে জলের পুরো নিয়ন্ত্রণ ভারতের কাছে থাকবে

- ভেঙে পড়বে পাক পঞ্জাবের কৃষি ব্যবস্থা
- সব বড় শহরে দেখা দেবে জলসংকট

সাড়ে ৬ দশক আগে হওয়া চুক্তিকে মান্যতা দিয়ে এতদিন সিন্ধু, ঝিলম ও চন্দ্রভাগা নদীর ওপর বাঁধ দেয়নি ভারত। মঙ্গলবারের জঙ্গি হামলার পর সিন্ধু চুক্তি স্থগিত করার কারণে ভারতের সামনে আর সিন্ধুর জলপ্রবাহ অবাধ রাখার বাধ্যবাধকতা নেই। অদূর ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে জলশূন্য হয়ে পড়বে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশ। সেদেশের কৃষিপণ্যের পাঁচ ভাগের চার ভাগ জোগান আসে এই রাজ্যটি থেকে। সিন্ধুর মূল প্রবাহ থেকে সেচখালের মাধ্যমে চাষ হয় পাক পঞ্জাবে। জল না পেলে ভেঙে পড়বে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা, যার ওপর সেদেশের ৭০ শতাংশ মানুষের রুজি-রুটি নির্ভর করছে। এছাড়া পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সবকটি বড় শহর জল সরবরাহের জন্য সিন্ধুর ওপর নির্ভর করে। এর থেকেই সিন্ধু জলচুক্তির গুরুত্ব বোঝা যায়।

যে কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিবৃতির পরেই তড়িঘড়ি বয়ান জারি করেছে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র মুহাম্মদ ফয়সাল বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'বিশ্বব্যাংকের মধ্যস্থতায় ১৯৬০-এ সিন্ধু জলচুক্তির ফলে সিন্ধু সহ ৩টি নদীর জলের ওপর পাকিস্তানের অধিকার রয়েছে। সেই জল অন্যখাতে প্রবাহের চেষ্টা হলে তা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন হিসাবে গণ্য করা হবে।' ভারত অবশ্য সেই হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত সিন্ধু জলচুক্তি থেকে বেরিয়ে এলে শুরুতেই পাকিস্তানের অংশে জলপ্রবাহে তেমন ফারাক পড়বে না। ভারত বড়জোর ৫-১০ শতাংশ জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য থাকায় সংশ্লিষ্ট নদীগুলিতে কয়েক বছরের মধ্যে বাঁধ দিতে পারে ভারত। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তাই এখন থেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে পাকিস্তান।

হামলার পর স্থানীয়দের ক্ষোভের আঁচ দেরাদুন, প্রয়াগরাজে

কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়ার ফতোয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে নারকীয় হামলা এবং তার জেরে পর্যটকদের ভূস্বর্গ ছাড়ার হিড়িক দেখে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ যে ভয়টা পাচ্ছিলেন, সেটাই একটু একটু করে ঘটতে শুরু করেছে। পহলগাম সন্ত্রাসের জেরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠরত কাশ্মীরি মুসলিম পড়ুয়াদের রাতারাতি কলেজ ছাড়ার ফতোয়া জারি করেছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। একই দশা ভিনরাজ্যে কর্মরত কাশ্মীরি মুসলিম শ্রমিকদেরও। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অজানা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। ভিনরাজ্যে থাকা কাশ্মীরিদের নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার আর্জি জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। তিনি বলেছেন, 'আমি দেশের জনগণের কাছে অনুরোধ করতে চাই, দয়া করে এটা ভাববেন না যে কাশ্মীরিরা আপনাদের শত্রু। আমরা এর জন্য (পহলগাম হামলা) দোষী নই। গত ৩৫ বছর ধরে আমরা এর জন্য ভুগছি।' কিন্তু কাশ্মীরিদের সামগ্রিক পরিস্থিতি যে ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ওয়াকিবহাল মহলের।

কুপওয়ারার বাসিন্দা ইমরান দেরাদুনের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি প্যারামেডিকেল পড়ুয়া। বুধবার রাত ২টোয় তাঁকে একটি ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছে হিন্দু রক্ষা দল নামে একটি সংগঠন। ওই সংগঠনের এক সদস্য ইমরানকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শাসিয়েছেন। প্রাণভয়ে দেরাদুন বিমানবন্দরে পৌঁছে তিনি বলেন, 'আমাদের সিইও-ও কলেজ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি আগামী দিনে আরও খারাপ হতে পারে। সবকিছু স্বাভাবিক হলে আমরা আবার ফিরে আসতে পারব।' ইমরানের মতো আরও কাশ্মীরি মুসলিম পড়ুয়া দেরাদুনে পড়াশোনা করছেন, তাঁরাও পড়াশোনা ফেলে ঘরে ফেরার পথ ধরছেন। হিন্দু সংগঠনের এক নেতা ভিডিওবার্তায় বলেছেন, 'আমরা যদি একজনও কাশ্মীরি মুসলিমকে দেরাদুনে আগামীকাল দেখতে পাই, তাহলে আমরা ওঁদের রোগ সারিয়ে দেব। আমরা শুধুমাত্র সরকারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকব না। আমরা কাপুরুষের মতো বাঁচতে চাই না। কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কাছে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত সময় রয়েছে। ব্যাগপত্র গুছিয়ে আপনারা ফিরে যান।'

এই অবস্থায় কাশ্মীরে পড়ুয়াদের বাবা-মায়েরাও সন্তানদের নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন।

দিল্লির জম্মু ও কাশ্মীরের রেসিডেন্ট কমিশনের তরফেও হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। জে অ্যান্ড কে স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (জেকেএসএ) জাতীয় আহ্বায়ক নাসির খুহামি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং জম্মু সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের হেনস্তা করার ৮টি ঘটনা ঘটেছে। আমরা রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' কাশ্মীরি পড়ুয়াদের ঘরবন্দি থাকতে বলেছে তারা। হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে প্রয়াগরাজের একটি কাঠ কাটার কারখানায় কাজ করেন কাশ্মীরের দুই মুসলিম তরুণ। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, 'আমাদের ম্যানেজার বাড়ির বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছেন। আমার সহকর্মী নিরাপত্তার খাতিরে ইতিমধ্যে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন।' দেরাদুন শুধু নয়, কাশ্মীরি পড়ুয়াদের বাড়ি ছাড়ার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে প্রয়াগরাজেও। বহু কাশ্মীরি পড়ুয়া বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁদের বাড়ির মালিকরা বাড়ি তো বটেই, শহরও ছেড়ে দিতে বলেছেন। প্রয়াগরাজ আর তাঁদের পক্ষে নিরাপদ নয় বলেও জানিয়ে দিয়েছেন বাড়ির মালিকরা। জেকেএসএ-র তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, চণ্ডীগড়ে মধ্যরাতে হস্টেলে ঢুকে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা হয়েছে।

এই অবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, 'আমাদের সরকার অন্য রাজ্যগুলির সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত কাশ্মীরি রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তায় সেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার আর্জি জানিয়েছি।'

ট্রেকিং অ্যাপ হয়ে ওঠে জঙ্গিদের ডিজিটাল অস্ত্র

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের নয়নাভিরাম পর্যটনকেন্দ্র পহলগামের শান্ত-নিভৃত পরিবেশ আচমকা কেঁপে উঠেছিল বুলেটের শব্দে। ২৮ জন নিরীহের প্রাণহানিতে গোটা দেশ যখন শোকে ও ক্ষোভে উত্তাল, ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় তদন্তে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য- এই হামলা শুধু বন্দুকের ছিল না, এর পিছনে ছিল এক অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছায়াও।

তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই তিনজন জঙ্গির স্কেচ প্রকাশ করেছে। তবে শুধু তিনজন জঙ্গিই নয়, পহলগামের ঘটনায় পর্দার আড়ালে রয়েছে আরও তিনজন। বৈসরণ পার্কের বাইরে দু-জন চা বিক্রেতা আর একজন ভেলপুরিওয়ালা ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, খোঁজ চলছে এই তিনজনের। কারণ, তারাই এই ঘটনার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, এরাই ছিল পহলগাম ঘটনার মেন হ্যান্ডলার।

বিভিন্ন সূত্রের খবর, পর্যটকদের ওপর হামলা চালানোর জন্য জঙ্গিরা ব্যবহার করেছিল 'অ্যালপাইন কোয়েস্ট' নামের একটি অ্যাপ, যা সাধারণত পাহাড়ি ট্রেকিং বা অভিযানের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এবার সেই অ্যাপই পরিণত হয়েছে একটি প্রাণঘাতী হাতিয়ারে। ঘন জঙ্গলের গোপন পথ ধরে হামলাকারীরা যে নিখুঁতভাবে পর্যটকদের অবস্থানে পৌঁছে যায়, তার নেপথ্যে ছিল এই অ্যাপের দিকনির্দেশ।

এই অ্যাপ অফলাইনে কাজ করে, অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকলেও এটি তার কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। ফলে সেনাবাহিনীর নজর এড়িয়ে জঙ্গিরা নির্ভুলভাবে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পেরেছে। তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলা ছিল একেবারে পরিকল্পিত এবং প্রযুক্তিনির্ভর। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও আইএসআই-এর প্রত্যক্ষ মদতেই সীমান্তপারে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাকিস্তান থেকেই 'হ্যান্ডলার'রা রিয়েল-টাইমে নির্দেশ দিচ্ছিল আর অ্যালপাইন কোয়েস্ট-এর মাধ্যমে জঙ্গিরা পেয়েছিল নিখুঁত নেভিগেশন সাপোর্ট।

এই অ্যাপের অফলাইন সংস্করণে আগেভাগেই সংরক্ষিত ছিল সিআরপিএফ ক্যাম্প, ব্যারিকেড, নদী-নালা, এমনকি গুহার অবস্থানও। শুধু পহলগাম নয়, এর আগেও জম্মু এবং কাঠুয়ায় হামলার সময় এই অ্যাপ ব্যবহারের প্রমাণ মিলেছে।

অনেকে মনে করেন, জঙ্গিরা গুগল ম্যাপ ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, তারা আরও উন্নত এবং ট্র্যাকিং এড়ানো যায় এমন অ্যাপ বেছে নিচ্ছে। অ্যালপাইন কোয়েস্ট-এর মতো সাধারণ এক ট্রেকিং অ্যাপ এখন হয়ে উঠেছে এক 'ডিজিটাল অস্ত্র'। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জঙ্গিরা নির্ভুলভাবে পথ খুঁজে নিচ্ছে, তেমনই তারা 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'দের সাহায্য ছাড়াও আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা যখন বৈসরণ এলাকায় পৌঁছায়, তখন তারা পর্যটকদের থামিয়ে প্রথমে ধর্ম জানতে চায়, এরপর আচমকাই শুরু হয় গুলি-বৃষ্টি। এই নৃশংস দৃশ্যের ভিডিও এবং বিবরণ ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে শোকের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। সেনাবাহিনী, এনআইএ সহ একাধিক সংস্থা জঙ্গিদের ঘাঁটি চিহ্নিত করতে অভিযান জোরদার করেছে।

তবে এই হামলা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি এক নতুন প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদের দিক দেখাচ্ছে, যেখানে স্মার্টফোন, এনক্রিপ্টেড অ্যাপ, অফলাইন ম্যাপ- সব মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন যুদ্ধের রূপরেখা। আজকের জঙ্গিরা শুধু বন্দুক নয়, প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল যুদ্ধেও সমান পারদর্শী হয়ে উঠছে।

ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাই শুধু সীমান্তে নয়, এখন সাইবার ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও শক্তিশালী হওয়া জরুরি। কারণ ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে অনলাইন আর অফলাইন- দুটোই।

সীমান্ত পেরিয়ে পাক সেনার হাতে আটক বিএসএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগাও হামলার জেরে ভাঙনের মুখে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। সীমান্তের দু'পারেই সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে জোরকদমে। এমন একটা সময়ে ভুল করে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী রেঞ্জার্সের হাতে ধরা পড়লেন এক বিএসএফ জওয়ান। নাম পিকে সিং। বিএসএফের ১৮২ নম্বর ব্যাটালিয়নের কনস্টেবল পিকে সিং পঞ্জাবের ফিরোজপুর সেক্টরে মোতায়েন ছিলেন। বৃহস্পতিবার টহলদারির সময় ভুলবশত সীমান্তের ওপারে চলে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আটক করে রেঞ্জার্স। ঘটনার কথা জানতে পেরে রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং শুরু করেছে বিএসএফ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সীমান্তবর্তী গ্রামের ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন পিকে সিং। চড়া রোদ থেকে বাঁচতে সামনে থাকা একটি বড় গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ান তিনি। বুঝতে পারেননি যে গাছটি পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে। কাছেই ওঁত পেতে থাকা রেঞ্জার্স জওয়ানরা তাঁকে আটক করে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় গ্রামবাসী ও নিরাপত্তাকর্মীদের ভুল করে সীমান্ত পার হওয়া নতুন কিছু নয়। দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা মিটিয়ে নেয়। তবে এদিন রাত পর্যন্ত আটক বিএসএফ জওয়ানকে মুক্তি দেয়নি পাক রেঞ্জার্স।

পাকিস্তানি সীমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গিহানাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে মোদি সরকার। এই আবহে উত্তরপ্রদেশে বসবাসরত সীমা হায়দরের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অনলাইন গেমে বন্ধুত্ব হওয়া নয়ডার শচীন রানার প্রেমে পাগল পাকিস্তানের সীমা বেআইনিভাবে নেপাল দিয়ে যোগীরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি শচীন মিনাকে বিয়ে করেন। তাঁদের সন্তান আছে। ভারতীয়কে বিয়ে করলেও সীমা এখনও পর্যন্ত এদেশের নাগরিকত্ব পাননি। তাহলে সীমাকে পাকিস্তানে চলে যেতে হবে? দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী আবু বকর সব্বক জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, ভারত থেকে সব পাকিস্তানি নাগরিককে চলে যেতে হবে, যা সীমা হায়দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি এও জানিয়েছেন, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে উত্তরপ্রদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সীমা ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করেছেন। তাঁর সন্তান আছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করবে। সীমার নাগরিকত্ব পর্যালোচনাধীন।

হামলায় নিহত শুভম দ্বিবেদীর মরদেহর সামনে কান্না স্ত্রীর। কানপুরে।

হাজার মাওবাদীকে ঘিরে আধাসেনা

রায়পুর, ২৪ এপ্রিল : মাওবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু হয়েছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে। ছত্তিশগড়-তেলেঙ্গানা সীমানায় অবস্থিত বিজাপুরের কারেগুট্টা পাহাড়ে মাওবাদীদের জমায়েতের খবর পেয়ে মঙ্গলবার তল্লাশি শুরু করেছিল দুই রাজ্যের পুলিশ। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে মহারাষ্ট্র পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী এবং আধাসেনা। সব মিলিয়ে ২০ হাজার নিরাপত্তাকর্মী গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে কারেগুট্টা পাহাড় ঘিরে রেখেছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মাওবাদীদের তরফে বিরাট জমায়েতের খবর পেয়েই এত বড় যৌথ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। কারেগুট্টায় ঘাঁটি গেড়ে থাকা মাওবাদীর সংখ্যা হাজারের কম নয় বলে মনে করা হচ্ছে। সরকারি বাহিনীর ঘেরাটোপে আটকে পড়া মাওবাদীদের মধ্যে সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার হিদমা এবং ব্যাটালিয়ন প্রধান দেবা সহ বেশ কয়েকজন নেতা রয়েছে। তাদের ঘিরে বহু স্তরীয় প্রতিরোধ-বলয় তৈরি করেছে মাওবাদীরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে পুলিশ ও আধাসেনার সঙ্গে ছত্তিশগড়ের জেলা রিজার্ভ গার্ড, বস্তার ফাইটার্স এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্সকেও ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টা যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ৫ জন মাওবাদীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ঘন জঙ্গল ও পাহাড়-ঘেরা কারেগুট্টা মাওবাদীদের শেষ আশ্রয়স্থলগুলির একটি। কয়েকদিন আগে তারা এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছিল, সেখানে প্রচুর আইইডি পোঁতা হয়েছে। গ্রামবাসীরা যেন ওই অঞ্চল এড়িয়ে চলেন। তারপরই কারেগুট্টায় অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্র ও ৩ রাজ্যের বাহিনী। ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদীমুক্ত করার ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। চলতি বছর এ পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে দেড়শো মাওবাদী প্রাণ হারিয়েছে। শুধু ছত্তিশগড়ে মৃত্যু হয়েছে ১২৪ জন মাওবাদীর।

অভিযানে ২০ হাজার পুলিশ, আধাসেনা

মানুষ মরলেই আসেন ছবি তুলতে, ক্ষোভ কাশ্মীরে

আহমেদাবাদ, ২৪ এপ্রিল : স্বামীর শেষকৃত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন তরুণী। শোক ছাপিয়ে ফুটে বেরোল তীব্র ক্ষোভ। যেন জ্বালামুখ খুলে গেল ভিসুভিয়াসের। কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত গুজরাটের শৈলেশ হিম্মতভাই কালথিয়ার বিধবা স্ত্রী শীতলবেন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সিআর পাতিলের দিকে। তরুণীর প্রশ্ন, 'ভিআইপিরা গেলে চারপাশে গাড়ি, হেলিকপ্টার, নিরাপত্তা—সব থাকে। আর আমরা? আমাদের জন্য তো কিছুই ছিল না। সেনা, পুলিশ, এমনকি প্রাথমিক চিকিৎসাও না! সব সুরক্ষা কি কেবল ভিআইপিদের জন্যই?'

নিহত শৈলেশের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে সুরাটে বৃহস্পতিবার যোগ দেন পাতিল ছাড়াও শতাধিক শোকাহত মানুষ। স্বামীর মরদেহ জড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিলেন শীতলবেন। অস্বস্তি কাটিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপি মন্ত্রী। কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শীতলবেন বলেন, তিনি গণহত্যার সাক্ষী। তাঁর চোখের সামনেই খুন করা হয়েছে শৈলেশকে। তখন কোথায় কে! তাঁর কথায়, 'আমরা তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে এলাম। যারা ওপরে ছিল, তাদের কী হল কেউ জানে না।'

পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে কেউ কেউ থামাতে যান সদ্য বিধবাকে। সকলকে সরিয়ে দিয়ে শীতলবেন বলতে থাকেন, 'সব সময় সরকার শুধু বলে 'করব, করব'। কিন্তু কিচ্ছু করে না। এত কিছু ঘটে গিয়েছে, তবুও কোনও পরিবর্তন হয়নি।' একটু থেমে বলেন, 'আমার স্বামী এত বছর দেশের জন্য কাজ করেছেন, আমরা নিয়ম করে কর দিয়েছি। এখন বলুন তো, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ কী? আমি ওকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চেয়েছিলাম, মেয়েকে ডাক্তার—এখন কীভাবে কী হবে?'

সরকারের ক্ষতিপূরণের কথা শুনে তিনি বলেন, 'আমার সংসারের স্তম্ভটা ভেঙে গিয়েছে। শুধু ওকে ফেরত দিন, আর কিছু চাই না।... যদি সরকার শুধু নিজের লোকদের রক্ষা করতে চায়, তাহলে আমাদের ভোটের আশা করবেন না। আমরা আর এই সরকারকে ভোট দেব না।'

শীতলবেন বলেন, 'যখন দরকার ছিল, তখন সেনা ছিল না। পরে তো রাস্তায় শত শত জওয়ান দাঁড়িয়ে ছিল—তাতে কী লাভ?' নেতারা তাঁকে থামাতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'না স্যর, শুনতেই হবে। যখন প্রাণ চলে যায়, তখনই তো সরকার আসে ছবি তুলতে। কিন্তু তখন তো কিছু করার থাকে না।' শেষে তাঁর কণ্ঠে ভেসে আসে নিঃসঙ্গ আর্তনাদ, 'এই জায়গাটা (পহলগাম) বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এটা কি পর্যটন কেন্দ্র, নাকি মরণকূপ?'

বিরিয়ানির নুনেই পহলগামে প্রাণ বাঁচল এক দম্পতির

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ এপ্রিল : মঙ্গলবার নির্ধারিত সময়ে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছোলে তাঁদেরও হয়তো প্রাণ যেত জঙ্গিদের গুলিতে। কিন্তু তাঁদের বাঁচিয়ে দেন রেস্তোরাঁর রাঁধুনি! বিরিয়ানিতে নুন বেশি হওয়ায় তা মুখে তুলতে পারেননি কেরলের কান্নুরের এক দম্পতি। নতুন করে খাবার বানিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে বৈসরণ উপত্যকায় যেতে তাঁদের ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে যায়। আর তাতেই প্রাণরক্ষা হয় কেরলের মেয়ে লাবণ্য ও তাঁর স্বামীর।

বরাত জোরে বেঁচে যায় এক শিশু সহ ২৩ জনের কেরলের একটি দল। ওই দলটি ওইদিন বৈসরণ উপত্যকায় যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু টাট্টুওয়ালারা ভাড়া বেশি চাওয়ায় শেষ পর্যন্ত আর যেতে পারেনি তারা। আর তাতেই বেঁচে গিয়েছে ২৩ জনের প্রাণ। হুগলির চঞ্চল দে ও তাঁর পরিবার ওইদিন কাছাকাছি একটি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ছিলেন। হঠাৎ করে মানুষজনকে দৌড়োতে দেখেন। স্থানীয়দের পরামর্শে দ্রুত হোটেলে ফিরে যান তাঁরা। ধারাশিব জেলার দুটি পরিবারও ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক কিমি দূরে ছিলেন। গাড়িচালক মজিদ খান নিজের ঘরে তাঁদের আশ্রয় দেন। সাংলির সন্তোষ জাগদাল ঘোড়া না পাওয়ায় তিনি অন্যদিকে ঘুরতে চলে যান এবং এই কারণে হামলার মুখে পড়েননি। পরে তাঁর নামের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ায় ভুলবশত তাঁর আত্মীয়রা ভেবেছিলেন, তিনিই মারা গিয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের নান্দেদের বাসিন্দা কৃষ্ণ ও সাক্ষী লোলাগে হামলার মাত্র ১৫ মিনিট আগে বৈসরণ উপত্যকা ছাড়েন।

নবদম্পতি পরিণয় ও মানালি ঠাকুরও ২২ এপ্রিল ছিলেন ঘটনাস্থলে। সন্দেহজনক পরিবেশ দেখে তাঁরা হোটেলে ফিরে আসেন। পরে এক মুসলিম গাড়িচালক ও স্থানীয় বিজেপি নেতার সহায়তায় তাঁরা মুম্বই ফিরে যান।

মৃত্যুর আগে আর্জি ভরত ভূষণের : সবুজ ঘাসে মোড়া পহলগামের বৈসরণে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে টাট্টুতে চেপে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক ভরত ভূষণ। টাট্টু থেকে নেমে ছবি তোলায় মেতে ছিলেন তাঁরা। খেলছিলেন সন্তানের সঙ্গে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। বিশাল মাঠের মাঝামাঝি অংশের ডানদিকে ছিলেন তাঁরা। মাথার ওপর বন্দুক উঁচিয়ে জঙ্গি। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ভরত। কী করবেন? সন্তানের জন্য কাতর হয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে বছর ৩৫-এর ভরত কাতরভাবে বলেছিলেন, 'আমার তিন বছরের সন্তান আছে।' স্ত্রী সুজাতা জানিয়েছেন, নিজের জন্য নয়, উনি জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন সন্তানের জন্য। তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। ছুটি কাটাতে পহলগামে এসে প্রাণ হারালেন ভরত।

আমার ইস্কুল

বিশ্বব্রত মুখোপাধ্যায়

কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানী গার্লস হাইস্কুল। জেলা বর্ধমান। এবারের সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যে ২৪ জন ১০০ পার্সেন্টাইল পেয়েছে সারা দেশে, তার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দু'জন। অর্চিষ্মান নন্দী আর দেবদত্তা মাঝি। খড়্গপুর চাঙ্গুয়ালের অর্চিষ্মান বাংলা মিডিয়ামের না হলেও দেবদত্তা কাটোয়া দুর্গাদাসী চৌধুরানী গার্লস হাইস্কুলের। মানে বাংলা মিডিয়াম। আর বাংলা মিডিয়াম মানেই আমাদের স্থায়ী দুঃখ, এক-ঘেঁয়েমির গড়পড়তা দৈনিক চর্বিতচর্বণ আর দেবদত্তার জীবনের যাবতীয় মধ্যবিত্ত যাপন, পারিবারিক সংস্কার আর অনুশাসন, বাংলা গল্পের বই, ছোটবেলায় দুলে দুলে নামতা মুখস্থ করা, বাবাকে 'বাবা' আর 'মা'কে 'মা' বলার যে নিয়ম, সেখানে আমি আর আমার বাংলা মিডিয়ামের ইস্কুলবেলা একইরকম।

বাংলা ভাষার যে নিত্য প্রসারতা, অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে বেড়ে ওঠা, তা আমাদের রাস্তার বিজ্ঞাপনেই চোখে পড়ে। যেমন 'ধামাকা' শব্দের মানে বাঙালি বুঝতে শিখে গিয়েছে। গুগল বলছে, হঠাৎ কোনও বড় ঘটনা বা শব্দ। আমরা 'ধামাকা' গ্রহণ করেছি। পৃথিবীতে সপ্তম বহুল প্রচারিত ভাষা 'আমার বাংলা'। মধুকবির ভাষা, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ, একুশে ফেব্রুয়ারি আরও কত কী! বাংলা ভাষায় সাধারণভাবে বেড়ে ওঠার যে মাধুর্য রয়েছে, সে প্রসঙ্গে ক'দিন আগে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বললেন, তাঁর নাড়াটা বাংলায় বাঁধা আছে বলে তিনি এখনও বীরভূমের সীমানায় ছোট বাচ্চাদের পড়াতে যান। পড়াতে পারেন।

যে ভাষায় একসময় বিশ্বসাহিত্য রচনা হয়েছিল, যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শিষ্টতায়, সংস্কৃতিতে অনুপম অনন্য পরম্পরার বাহক, সেই বাংলা মিডিয়াম আমার। ছোটবেলায় বাবা বলতেন, ছেলে ভালো হলে মিডিয়াম কোনও ম্যাটার করে না। সারাজীবন সেইমতোই জীবন অতিবাহিত। আজ অবধি।

ইংরেজি মিডিয়ামে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম নেই। নেই 'বর্ণপরিচয়','সহজ পাঠ'। নেই বাণীকুমারের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর "মহিষাসুরমর্দিনী", অজয় বসুর খেলার মাঠের বাংলা রিলে, নেই মিরের সানডে সাসপেন্স।

যখন দেবদত্তার ফেসবুক মিডিয়া ছবির পিছনে একগাদা বাংলা বইয়ের সঙ্গে গীতবিতান দেখি, কিঞ্চিৎ শ্লাঘা বোধ করি। নিজেকে জয় করার আনন্দ বাংলা মিডিয়াম থেকে আজও অনুভব করা যায় ভেবে নিশ্চিন্ত হই। আর মনে পড়ে যায়, ১৮২৯ সালে স্থাপিত আমাদের লাল রঙের সেই বিরাট স্কুলবাড়ি এবং স্কুলবাড়ি লাগোয়া বিরাট স্কুলের মাঠ। আমার স্কুল দি ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, যেখানে রবি ঠাকুর পড়তেন। বাংলা কথার কত ফুলঝুরি আজও ঝলসে ওঠে। সকালে প্রার্থনাসংগীত রবীন্দ্রসংগীত। ইংরেজি মিডিয়াম রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে পারে না। হেসে উঠি আর গর্বিত বাংলা মিডিয়াম হওয়ার প্রস্তাব লুফে নিই।

'আমি ভাই, পাতি বাংলা মিডিয়াম।' কেউ জানে না, কীভাবে এবং কবে বাংলা মিডিয়াম 'পাতি' হয়ে গেল! আসলে কোনও স্কুল বা মিডিয়ামই পাতি হয় না। আমাদের এসি ক্লাসরুম ছিল না। ছিল কম্পাস দিয়ে সব বেঞ্চে নাম লেখা একটা ধুলোমাখা অগোছালো ঘর... আমাদের আজ অবধি আলাদাভাবে শেখাতে হয়নি শিক্ষকদের সম্মান করতে। মজা করে টিচারকে ডাকনামে ডেকে হাসিঠাট্টা আমাদের প্রতিদিনের খোরাক ছিল। ক্লাসে গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন উইশ ছিল না, টিচার ক্লাসে ঢুকলেও আমাদের মাছের বাজার শান্ত হতে কিছুটা সময় লেগেই যেত। টিফিনের সময়টুকু কোনওদিন শুধু টিফিন খেয়ে সময় নষ্ট করিনি, বদলে আমাদের সদ্য কৈশোরের আড্ডা আর ক্রিকেট-ফুটবলের আসর জমত। হোক না কাদামাখা সেকেলে বাংলা মিডিয়াম। হোক না চুন খসে যাওয়া নোনাধরা দেওয়ালের ক্লাসরুম। হোক না ব্যাকডেটেড, থাকুক আরও হাজারটা খুঁত। তবুও অনেকটা আবেগ এখনও ওই স্কুলবাড়িটার জন্য।

গর্বিত বাংলা মিডিয়াম

অদিতি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষিকা, রামকিঙ্কর বালিকা বিদ্যাশ্রম, মালদা

মেধা, বুদ্ধি, দীক্ষা, শিক্ষা, বিবেচনাবোধ এগুলোর আবার মিডিয়াম হয় নাকি! অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, কুশিক্ষা, কুসংস্কারের? নাহ! তাও তো হয় না। তাহলে কোন মাধ্যমে পড়েছি বা পড়াই বা পড়াব, তাই নিয়ে গর্ব বা অগর্ব কীসের! ইংরেজি না জানলেই তুমি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক... এই বিষ-ভাবনা যে কত বাচ্চাকে হীনম্মন্যতায় ভুগিয়েছে এবং ভোগায়, তার ইয়ত্তা নেই। কেন ইংরেজি শিখছে না? কারণ, বাচ্চার ইংরেজি শোনার সুযোগ নেই। হিন্দি শিখে যাচ্ছে কীভাবে? টিভিতে শুনে শুনে। বিদেশি ভাষা শুনতে শিখবে, শুনে বুঝতে শিখবে, তবেই না বলতে শিখবে। শোনা আর বলাকে বাদ দিয়ে তৃতীয় ধাপ পড়া আর চতুর্থ ধাপ লেখা থেকে আমরা দ্বিতীয় ভাষা শেখানোর চেষ্টায় আছি। ঘোড়া ডিঙিয়ে কি ঘাস খাওয়া সম্ভব? তাই বাংলা মাধ্যমে পড়া বাচ্চার ইংরেজি শেখা কঠিন হয় বা শেখাটাই হয় না। তাই হয়তো মাতৃভাষার মধু ছেড়ে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার প্রবণতা। সেখানে শোনার ও বলার সুযোগ আছে।

আমি বাংলা মাধ্যমে পড়েছি। মাতৃভাষায় লেখাপড়া শেখাই স্বাভাবিক ও সহজ, আমার বাবা-মা তাই বিশ্বাস করতেন ও তাই সেভাবে পড়িয়েছেন। আমার স্কুলে পড়ার সময় এই মফসসলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তেমন ছিলও না। যদি থাকত, সেক্ষেত্রেও তাঁরা বাংলার বদলে অন্য মাধ্যমে যেতেন না বলেই আমার অনুমান। বাংলা মাধ্যমে পড়েছি বলে ইংরেজি শিখতে, অন্তত কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখতে আমার অসুবিধে হয়নি। তার মূল কারণ বাড়িতে শেখার পরিবেশ ও সুযোগ ছিল, স্কুলে কয়েকজন দিদিমণির দারুণ সহযোগিতা ছিল, নিজেরও শেখার আগ্রহ ছিল।

বাংলা মাধ্যমের সরকারি স্কুলে ইংরেজি শেখা এখন প্রায় অসম্ভব। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্য, শিক্ষকের অপ্রতুলতা তো আছেই, ভাষাশিক্ষকদের শিক্ষকতার গুণগত মান ভয়ানক হ্রাস পেয়েছে, এটাও অন্যতম কারণ। অপ্রিয়, কিন্তু ইহাই সত্য। সরকারি স্কুলের সমস্ত বিষয়ের শিক্ষকেরা নিজেরা নিজেদের লজ্জাজনক পারফরমেন্সের কথা বেশ জানেন বলেই নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যমে কিংবা বেসরকারি বাংলা মাধ্যমে পড়ান। এই হল মোদ্দা গল্প। শিখতে না চাওয়ার মধ্যেই ছাত্রের যাবতীয় অগর্ব, ঠিক যেমন, নিজের কাজে নিরন্তর ফাঁকি দেওয়াতেই শিক্ষকের অগর্ব। শিখতে চাইলে শেখাবার মানুষ পাওয়া যায়। মাধ্যম বাধা নয়, বাংলা হোক বা ইংরেজি।

সঙ্গীত রায়
শোভারানি কলেজ অফ এডুকেশন, মালদা

ছোটবেলা থেকেই প্রতিটা বর্ণ শেখা, কবিতার ছন্দ ধরা, গল্পে হারিয়ে যাওয়া—সবকিছুই আমার বাংলাতেই । বাংলা ভাষার মাধুর্য আমার প্রতিদিনের পড়াশোনায় মিশে আছে। ইংরেজি-বিজ্ঞান শিখছি, কিন্তু সবকিছু শেখার ভিতটাই হচ্ছে এই বাংলা ভাষা। বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষকেরা শুধু সফল ছাত্র নয়, সফল মানুষ তৈরি করতেও বেশি সক্ষম। কারণ, বাংলা ভাষায় একটা আন্তরিকতা রয়েছে, যেটা অনুভবের মাধ্যমে আরও কাছে গিয়ে মেশা যায়। আমার স্কুলের ক্লাসরুম মানে শুধু বই আর খাতা-কলম নয়। ওখানে আছে বন্ধুত্ব, শিক্ষক-শিক্ষিকার আন্তরিকতা, সকালবেলার প্রার্থনা, খেলার মাঠের চিৎকার, আর প্রতিটা উৎসবে মিশে থাকা বাঙালিয়ানার গন্ধ। সবকিছু যেন একটা জীবন্ত ছবি হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে ভাষায় আমি স্বপ্ন দেখি, যে ভাষায় আমি অনুভব করি, সেই ভাষায় শিক্ষা নেওয়া তো ভুল নয়। বাংলা মাধ্যমে পড়েও অনেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক এমনকি প্রশাসনের উচ্চপদে পৌঁছেছেন। শুধু একজন শিক্ষার্থী নয়, একজন 'বাঙালি' যে নিজের শিকড় ভুলে যায় না। সবশেষে বলব, সফলতার ভাষা একটাই— পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস।

সৌমিত দাস
প্রধান শিক্ষক, বালুরঘাট নালন্দা বিদ্যাপীঠ

কিছুটা সামাজিক প্রভাব ও কিছুটা বর্তমান ফ্যাশনের জন্য অভিভাবকরা সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন। আবার অনেক অভিভাবক পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা স্টেটাস বজায় রাখার জন্য এমনটা করছেন। সম্প্রতি দেবদত্তা মাঝি বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থানে। যেখানে ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিযোগীরা তার নাগাল পায়নি। আদতে বাংলা মাধ্যমে পড়লে মাতৃভাষায় সমস্ত বিষয় জানার পরিসর থাকে। কোনও বিষয় আত্মস্থ করতে বা তাকে হৃদয়ঙ্গম করে তুলতে মাতৃভাষার গুরুত্ব রয়েছে। তবে এটাও সত্যি, কিছু পরিকাঠামোগত দিক থেকে বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর দুর্বলতা রয়েছে। শিক্ষকের অভাব বা প্র্যাক্টিক্যাল বিষয়ের সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। তবু একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষক ও সরকার অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যের ৮০-৮৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এখনও বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা করছে। কালজয়ী চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেই দেশ-বিদেশে সমাদৃত। বিদেশের মাটি থেকে অস্কার নিয়ে এসেছেন।

ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেই সে প্রতিভাবান, এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে হবে। বাংলা মাধ্যমেই দরিদ্র শ্রেণির পড়ুয়াদের আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা চলে। যেখান থেকে একাধিক মেধা বেরিয়ে আসে। এখন বাংলা মাধ্যমের স্কুলও অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে এই স্কুলগুলো। এই মুহূর্তে বাংলা মাধ্যম স্কুলের পাঠ্যক্রমও যথেষ্ট উন্নত। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিবিএসই মানের হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে আরও পরিমার্জন প্রয়োজন ঠিকই। সিলেবাস কমিটি নিশ্চয়ই এই নিয়ে ভাবছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরেজি ভাষা শেখা অবশ্যই দরকার। কিন্তু সেই গুরুত্বের মধ্যেই বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর প্রয়োজনীয়তা এত সহজে ফুরিয়ে যাওয়ার নয়।

রিয়া মণ্ডল
বুনিয়াদপুর কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

আমরা যারা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করি, তাদের মনে প্রথম থেকেই একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে ওঠে... ইংরেজি মাধ্যমে পড়া মানেই উন্নত শিক্ষা আর বাংলা মাধ্যম মানেই পিছিয়ে পড়া। কিন্তু এটা একেবারেই ভুল। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার মাধ্যমেই আমাদের চিন্তাভাবনা বিকাশ লাভ করে। বাংলা মাধ্যমে পড়ে আমরা সেই চিন্তাকে নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে শিখি। আজ দেবদত্তা সেটাই প্রমাণ করেছে। আধুনিক বিশ্বে চাকরির দুনিয়ায় ইংরেজির প্রয়োজন হলেও মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব কোনও অংশেই কম নয়। আমরা প্রায়ই শুনি, 'বিজ্ঞান মানেই ইংরেজি'। এই ধারণাও সঠিক নয়। চিন, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশ কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চা করে সাফল্য অর্জন করেছে। তাহলে আমরাই বা কেন পারব না?

পিউ দাস
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা দেশীয় সংস্কৃতির ধারক। বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়ারা এখনও শিক্ষকদের দেখলে সাইকেল থেকে নেমে যায়। ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়ারা কিন্তু সাইকেল থেকে কেন নামতে হয়, সেটাই জানে না। শুধু ইংরেজিতে কথা বললেই তা স্মার্টনেসের পরিচয় বহন করে না। আমাদের শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই বাংলা মাধ্যম থেকেই এসেছিলেন। যে কারণে 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম'। যার ছোঁয়ায় বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের পড়ার ভিত ইংরেজি মাধ্যমের থেকে অনেকটাই শক্তিশালী। তাই প্রকৃত বাঙালি সবসময় বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনার জন্য গর্বিতই হবেন।

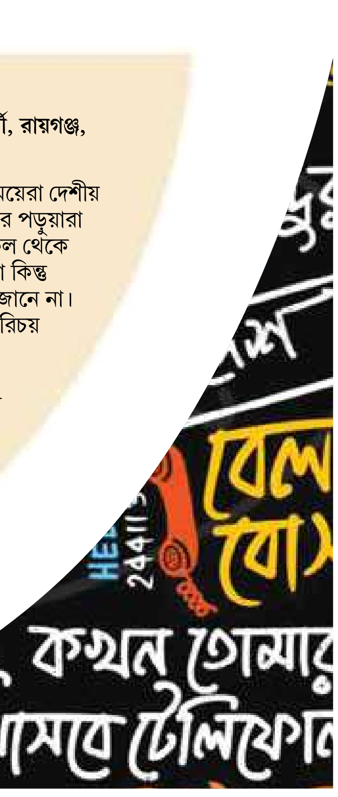

সেমিনার
আধুনিক ব্যবসায় এআই নির্ভরতা

প্রযুক্তিনির্ভর বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রভাব ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে দিনাজপুর স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের উদইল সেন্টারে সম্প্রতি হয়ে গেল 'রোল অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন মডার্ন বিজনেস' বিষয়ক একটি জাতীয় সেমিনার।

প্রধান বক্তা হিসেবে দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইএনএস-এর প্রিন্সিপাল ড, স্নিগ্ধা বসু, আইবিএমআর-এর অধ্যাপক ড, সন্দীপ নন্দী, আইএমএস বিজনেস স্কুল-এর প্রিন্সিপাল ড, অপরাজিতা রায়, আইএনএস-এর ডিরেক্টর ড, তাপসরঞ্জন সাহা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের সেন্টার ডিরেক্টর ড, সীতেশ মণ্ডল।

উৎপাদন, বিপণন, গ্রাহক পরিষেবা থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত ব্যবসার প্রতিটি স্তরে এআই কীভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, ব্যাখ্যা করে বক্তারা আধুনিক ব্যবসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর আলোকপাত করেন। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নয়, নৈতিক ও দায়িত্বশীল দিকটিও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

এছাড়াও এই সেন্টারে চালু হয় এমবিএ, এমসিএ কোর্স এবং এই জেলায় প্রথম এমএইচএ অর্থাৎ মাস্টার্স অব হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোর্স। পাশাপাশি উদ্বোধন করা হয় নতুন ওয়েবসাইট, যা ছাত্রছাত্রীদের তথ্য ও প্রযুক্তির আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটাবে। সেমিনারে জেলার বিভিন্ন স্তরের মানুষজন এবং স্নাতক পর্যায়ের বহু ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। এই ধরনের উদ্যোগ শুধু জেলার শিক্ষাক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করবে না, বরং আধুনিক প্রযুক্তির আলোকে আগামী প্রজন্মকে প্রস্তুত করতেও সহায়ক হবে।

ছবি ও তথ্য : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

রং-তুলির টানে নতুন সাজ সুরেন্দ্রনাথ কলেজে

দীপঙ্কর মিত্র

নারী স্বাধীনতা, শিক্ষার অধিকার সহ জেলার ঐতিহাসিক স্থানের চিত্ররূপে কলেজের দেওয়ালে সরব উপস্থিতিতে পড়ুয়ারা ব্যস্ত কলেজ প্রাঙ্গণকে নতুন রূপ দিতে। কেউ ব্রাশ, শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষে দেওয়ালগুলি পরিষ্কার করছেন, কেউ আঁকার জন্য রং-তুলি প্রস্তুত করছেন। আবার কেউ রঙের প্রলেপ দিচ্ছেন ।কয়েকবছর আগেও দেওয়ালগুলিতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের স্লোগান প্রচার পেলেও এখন শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন ছবি। সমাজবিদ্যার পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস জানান, 'ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়ালগুলি রাঙিয়ে তুলছি, এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা।'

পড়ুয়ারা নিজেদের ডিপার্টমেন্টের দেওয়াল, ক্লাসরুমের দেওয়াল, প্রশাসনিক ভবনের দেওয়াল রং-তুলির আঁচড়ে রাঙিয়ে-ফুটিয়ে তুলছে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন চিত্রকল্প। পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছেন কলেজ কতৃপক্ষ। কলেজের প্রাক্তনী পার্থ সূত্রধর ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের হাতে রং-তুলি তুলে দিয়েছেন। কেউই পেশাদার শিল্পী না হলেও নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে রাঙিয়ে তুলছে শিক্ষার্থীরা।

কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চন্দন রায় বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেওয়ালে ছবি এঁকে কলেজের সৌন্দর্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আগামীতে ওরা আরও পারদর্শী হয়ে উঠবে।'

বইপড়ার অঙ্গীকার বিশ্ব বই দিবসে

২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস। ১৯৯৫ সালে প্রথমবার ইউনেস্কো শুরু করে এই বিশেষ দিনের উদযাপন। এই উপলক্ষ্যে ইটাহারের ড. মেঘনাদ সাহা কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এবং আইকিউএসির সহযোগিতায় পড়ুয়াদের বই পড়ার প্রবণতা বাড়াতে ৩১ তম বিশ্ব বই দিবস পালিত হয়ে গেল।

কলেজের সত্যজিৎ রায় সেমিনার হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়ারা। ড. সুতপা ঘোষের উদ্বোধনী সংগীতের পর বই দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ড. আইরিন শবনম, অধ্যাপক জয়গোপাল বিশ্বাস, অধ্যাপক প্রসেনজিৎ চৌধুরী প্রমুখ। এদিনের আলোচনায় উঠে এল বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বই দিবসের প্রাসঙ্গিকতা। প্রশ্নোত্তর পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পড়ুয়ারাও। বর্ষা সরকার, রত্না দাস, কুলসুম খাতুনরা নিয়মিত বই পড়ার অঙ্গীকার করলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গ্রন্থাগারিক মহম্মদ ইউসুফ আজিম এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা অনন্যা রায়চৌধুরী।

পরিবেশ সচেতনতায় প্লাস্টিক বর্জনের ডাক

আগামী দিনে ক্ষতিকারক ও নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে বিকল্প ব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হল প্রাথমিকের পড়ুয়াদের। পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা, পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পার্থ ঘোষ, বালুরঘাট পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সমবেত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা নেত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুপড়ুয়াদের ক্ষতিকারক ক্যারিব্যাগ বর্জন করে বিকল্প ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। শিশুপড়ুয়া সহ উপস্থিত সকলে বিকল্প ও পচনশীল এবং বিশেষভাবে পরিবেশের সহায়ক এই ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করবেন বলে অঙ্গীকার করে। শেষপর্বে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

তথ্য : সাজাহান আলি

যুবসমাজকে কর্মমুখী করতে এনএসএস'র উদ্যোগ

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে স্পেশাল ক্যাম্পের ইয়ুথ ফর ডিজিটাল লিটারেসি অ্যান্ড ইয়ুথ ফর মাই ভারত বিশেষ আলোচনাসভা হয়ে গেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিল দাস , এনএসএস ইউনিটের অধ্যাপক সনৎ সিংহ এবং ড. সুব্রত ঘোষ প্রমুখ। কলেজের অধ্যক্ষ ড. চন্দন রায়ের কথায় ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে কীভাবে কাজের পরিষেবার উন্নতি সম্ভব, তা নিয়ে এই আলোচনা। পড়ুয়াদের সৃজনীশক্তির ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। অগ্নিমিল দাস যুবসমাজকে উজ্জীবিত করতে এনএসএসের মাধ্যমে কীভাবে জীবনের পথ খুলে যেতে পারে, তা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী শ্রেয়সী দেবনাথ ও আবৃত্তি করেন সাদিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ড. পুরুষোত্তম সিংহ।

তথ্য : দীপঙ্কর মিত্র

পহলগামে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা খুদে পড়ুয়াদের। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

অর্থের অভাবে বিড়ম্বনা...

বার্ধক্যভাতা না মেলায় সংকট

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২৪ এপ্রিল : বার্ধক্যভাতার জন্য কতবার আবেদন করেছেন, বৃদ্ধ দম্পতি নিজেরাও জানেন না। শুরু ২০২২ থেকে। প্রাপ্তি স্বীকার ও একাধিক ইউনিক নম্বরও তাঁদের দেওয়া হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।।

বার্ধক্যভাতার জন্য আবেদন করেছিলেন বুনিয়াদপুর পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে মালম মৌজার প্রদীপকুমার তোকদার (৭৭) ও মিনতি তোকদার (৭২)। প্রদীপের সামান্য জমি রয়েছে। সেই জমিতে চাষ করে কোনওমতে দিন কাটে। বয়সের ভারে আয়ের উৎস অনেকটাই কমে গেছে। আগের মতো চাষবাসও করতে পারেন না। তিন ছেলের আলাদা আলাদা সংসার রয়েছে।

> ৬০ বছরের পর ভাতা পাওয়ার কথা। আমার বয়স এখন ৭৭ বছর। বেশ কয়েকবার পুর প্রশাসক কমল সরকারকে জানিয়েছিলাম। তিনি ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন। আর কতদিন ধৈর্য ধরব বলুন।
>
> **প্রদীপকুমার তোকদার**

প্রদীপকুমার তোকদার বলেন, '২০২২ থেকে বহুবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বার্ধক্যভাতার জন্য আবেদন করেছি। ৬০ বছরের পর ভাতা পাওয়ার কথা। আমার বয়স এখন ৭৭ বছর। বেশ কয়েকবার পুরপ্রশাসক কমল সরকারকে জানিয়েছিলাম। তিনি ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন। আর কতদিন ধৈর্য ধরব বলুন।'

কমল সরকার বলেন, ওনার জমা দেওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। অ্যাপ্রুভাল এলেই ভাতা দেওয়া শুরু হবে। আমরা তদারকি করছি। আশা করি খুব শীঘ্রই দম্পতির ভাতা দেওয়া সম্ভব হবে।'

ঋণ না পেয়ে বিপাকে নার্সিং পড়ুয়া

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

দেবারতি সাহা।

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : রায়গঞ্জের কলেজপাড়ায় বাড়ির সিকিউরিটি গার্ডে কর্মরত মানিক সাহা। অনেক আশা নিয়ে গতবছরই একমাত্র মেয়ে দেবারতি সাহাকে ভর্তি করেন দুর্গাপুরের এক বেসরকারি নার্সিং কলেজে। দেবারতি এখন প্রথম সিমেস্টার দিয়ে দ্বিতীয় সিমেস্টারে ভর্তি হবে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে ও স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ না মেলায় তিনি জমা দিতে পারেননি সিমেস্টারের ফি। তাতেই মঙ্গলবার থেকে তাঁকে ক্লাস করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। দেবারতিকে সাহায্যের জন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সামাজিক মাধ্যমে অর্থ সাহায্যের আবেদন করে আবেদন জানিয়েছে ওই সংস্থা।

এদিন ফোনে দেবারতি বলেন, 'আমি ২০২৩ সালে দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে ৮০ শতাংশ নম্বর নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করি। তারপর নার্স হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এই বেসরকারি নার্সিং কলেজে ভর্তি হই। তখন ভেবেছিলাম, রাজ্য সরকারের স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড থেকে ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করব। কিন্তু সেই ঋণ না পাওয়ায় বিপদে পড়েছি।'

দেবারতির বাবা মানিক সাহা জানান, 'দ্বিতীয় সিমেস্টারের বকেয়া ৮৪ হাজার টাকার মধ্যে ২০ হাজার টাকা জোগাড় করতে পেরেছি। বাকি টাকা দেওয়ার শেষ তারিখ গতমাসেই পার হয়ে গিয়েছে।'

কিন্তু স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ঋণ পাওয়া গেল না কেন? মানিকবাবু বলেন, 'আগে বিএসএনএল-এ চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিলাম। করোনার আবহে সেই চাকরিতে কোপ পড়লে ব্যাংক থেকে লোন নিই। সামান্য সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করে সেই টাকা শোধ করতে পারিনি। তাই আমার জন্য একমাত্র সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ হতে চলেছে।'

কুইজে চ্যাম্পিয়ন রায়গঞ্জ করোনেশন

মালদা, ২৪ এপ্রিল : বুধবার মালদা টাউন হলে আয়োজিত রাজ্যস্তরের কুইজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল এবং রানার্স আপ হয়েছে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রছাত্রীরা।

মালদা কুইজ ফোরামের উদ্যোগে বুধবার মালদা টাউন হলে রাজ্যস্তরের স্কুল কুইজ প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। তাতে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় ১৬টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্যের মাধ্যমে অতিথিরা কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শক্তিপদ পাত্র প্রমুখ।

জেলা শাসক উদ্যোক্তাদের এই আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের কুইজের উপকারিতা বোঝান। কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়ে নিজের ছাত্রাবস্থার স্মৃতিচারণা করেন তিনি।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক কনকেন্দু মোদক জানিয়েছেন, রাজ্যে এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। তাঁর কথায়, 'আগামীদিনে আরও বেশি সংখ্যক স্কুলকে নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আসর বসানো হবে।'

রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের শিক্ষক প্রিয়রঞ্জন পাল বলেন, 'কুইজ প্রতিযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেদিক দিয়ে কুইজ ফোরামের এই উদ্যোগ অত্যন্ত সুন্দর। তাদের ব্যবস্থাপনা এবং কুইজের মান অত্যন্ত ভালো।'

বিজয়ী স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আয়ুস রায়ের কথায়, 'প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্তি বড় কথা নয়। রাজ্যের সেরা স্কুলগুলির সঙ্গে এভাবে একসঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এর স্মৃতি অনেকদিন মনে তাজা থাকবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আরও বেশি করে হোক এটাই আশা করি।'

গম্ভীরায় উঠে আসছে চাকরিহারাদের দুর্দশা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

মালদা, ২৪ এপ্রিল : অযোগ্যদের সঙ্গে যোগ্য শিক্ষকরাও চাকরি হারিয়েছেন। যোগ্যদের সসম্মানে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে চলছে আন্দোলন। বৃহস্পতিবার

কলকাতার 'আচার্য সদন'এর সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, এখনই আন্দোলন প্রত্যাহার করছেন না। এই আবহে পুরাতন মালদায় ২৮ বৈশাখ থেকে শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা। এবারের উৎসব একেবারে আলাদা। আলাদা তাঁর রং। আসন্ন উৎসবে গানে কথায় শিল্পীরা তুলে ধরবেন উত্তরবঙ্গের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার, চাকরিহারা শিক্ষকদের দুর্দশার কথা। শিল্পকলার করুণদশার কথাও বাদ যাবে না। থাকছে অনুন্নয়ন, গঙ্গা ভাঙন প্রসঙ্গ। উৎসবের সূচনালগ্নেই এই সব জ্বলন্ত বিষয়ের ওপর গান পরিবেশিত হবে। ইতিমধ্যেই শিল্পীরা গান বাঁধতে শুরু করেছেন।

গম্ভীরা গোষ্ঠী 'লুব্ধক একটি সাংস্কৃতিক প্রয়াস'- এর কর্ণধার রবিশংকর ঘোষ জানিয়েছেন, 'এবারের গম্ভীরা উৎসবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা যেমন অনুন্নয়ন, গঙ্গা ভাঙন, গাজোল ও চাঁচল পুরসভার হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ না হওয়ার বিষয়গুলি

> গম্ভীরা হচ্ছে একটা প্রতিবাদের ভাষা। আমরা এভাবেই প্রতিবাদ করি। অন্য বিষয়ও গম্ভীরায় তুলে ধরা হবে।
>
> **সুভাষ সরকার**, গম্ভীরাশিল্পী

গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। সামসীর রেলসেতুর প্রয়োজনীয়তার কথাও শিল্পীরা তাঁদের পরিবেশনায় তুলে ধরবেন।'

রবিশংকর ঘোষ আরও বলেন, 'গম্ভীরা উৎসবকে সফল করে তুলতে জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষের আবেগ।'

গম্ভীরা শিল্পী সুভাষ সরকার বলেন, 'অনেক যোগ্য শিক্ষক চাকরি হারিয়ে আজ রাস্তায় নেমেছেন। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা যেমন চিন্তিত, সমান চিন্তিত আমরাও। তাই এই উদ্বেগ গম্ভীরার মাধ্যমে সরকারের সামনে তুলে ধরতে চাই। গম্ভীরা হচ্ছে একটা প্রতিবাদের ভাষা। আমরা এভাবেই প্রতিবাদ করি। অন্য বিষয়ও গম্ভীরায় তুলে ধরা হবে।'

পুরাতন মালদার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ব্যোমকেশ ঘোষ বলেন, 'গম্ভীরা শিল্পীদের এই উদ্যোগ উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের মনে কতটা সাড়া জাগায় এবং তাঁদের বার্তা প্রশাসনের কাছে পৌঁছাতে কতটা সক্ষম হয়, সেটাই এখন দেখার। তবে নিঃসন্দেহে, এবারের গম্ভীরা উৎসব পুরাতন মালদার সংস্কৃতিচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে।'

উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা শহরের শর্বরী এলাকায় প্রতি বছর এই গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের এই কয়েকদিন ওই অঞ্চল আনন্দে ভরে ওঠে। কাঁটা নাচ, মুখা নৃত্য, মশান গড়া, গম্ভীরা নৃত্য এবং পথনাটকের মতো লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

ভাড়ায় নিয়ন্ত্রণ নেই, হুজ্জতি টোটোচালকদের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : পুরসভার অনুমোদিত ভাড়ার তালিকা না থাকায় বেশিরভাগ টোটোচালক তাঁদের ইচ্ছেমতো ভাড়া আদায় করছেন। এনিয়ে মাঝেমধ্যে যাত্রী ও টোটোচালকের মধ্যে বচসা হচ্ছে। রেলস্টেশন, বেসরকারি ও এনবিএসটিসি বাসস্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি মোড় এলাকাগুলিতে বাইরে থেকে কোনও ব্যক্তি আসলে সুযোগ বুঝে ১০ বা ২০ টাকার ভাড়া বেড়ে হয়ে যায় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। এতে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইটাহার মেঘনাদ সাহা কলেজের এক অধ্যাপক বলেন, 'বাসস্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি মোড় পর্যন্ত ভাড়া ১০ থেকে ১৫ টাকা। এক যাত্রী শিলিগুড়ি মোড় যাবে বলে টোটোতে উঠতেই চালক ১০০ টাকা ভাড়া দাবি করেন। আমি প্রতিবাদ করতে আমার থেকেও বেশি ভাড়া দাবি করেন ওই টোটোচালক।'

প্রবীণ নাগরিক কল্যাণ মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক রথীন্দ্রকুমার দেবের কথায়, 'বয়স্ক মানুষদের থেকে প্রায় অভিযোগ পাই, টোটোচালকরা তাঁদের থেকে বেশি ভাড়া নেয়।'

রায়গঞ্জে টোটোচালকদের বিরুদ্ধে বেশি ভাড়া চাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। আগেও এমন অভিযোগ উঠেছিল। মাঝে বেশ কিছুদিন গ্রাম ও শহরের টোটো নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে কিছুটা স্বস্তিতে ছিল যাত্রীরা।

যাত্রীদের দাবি, অভিযোগ জানানোর কোনও জায়গা নেই। চালকদের একাংশ জুলুমবাজি চালাচ্ছে। পুরসভার কোনও নির্দিষ্ট রেটচার্ট নেই। যেখানে যেমন ইচ্ছে ভাড়া নিচ্ছে।

তবে অনেক টোটোচালকরা জানালেন, অল্প কিছু টোটোচালকদের জন্য সকলের বদনাম হচ্ছে। সিটু প্রভাবিত টোটোচালক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কার্তিক দাস বলেন, 'শাসকদলের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাদের মদতে অনেকে যাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। দূরত্ব অনুযায়ী ভাড়া হওয়া উচিত।'

আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শেখর দাস বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনও অভিযোগ আসেনি। কোনও যাত্রীর যদি ভাড়া নিয়ে অভিযোগ থাকে, তাহলে তাঁরা রায়গঞ্জ পুরসভায় অভিযোগ করতে পারবে।'

ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'টোটোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পুরসভার পাশাপাশি পঞ্চায়েত এলাকার টোটোগুলিকেও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি।' তাঁর সংযোজন, 'অতিরিক্ত ভাড়া কেউ দাবি করতে পারে না। যদি কোনও টোটোচালক বেশি ভাড়া দাবি করে, তবে লিখিত অভিযোগ জানাতে হবে।'

মন্দিরে চুরি, তদন্তে গতি আনার দাবি

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : গৌর নিতাই মন্দিরে চুরির ঘটনা পেরিয়ে গিয়েছে ১৮ দিন। তবুও ওই চুরির কোনও কিনারা করতে পারল না পুলিশ। ফলে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা।

চুরির ঘটনায় যুক্তদের গ্রেপ্তার ও চুরির সামগ্রীর উদ্ধারের দাবিতে বুধবার রাতে কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন আট নম্বর ওয়ার্ডের শেঠ কলোনির বাসিন্দারা।

৫ এপ্রিল শেঠ কলোনির দুর্গা মন্দির সংলগ্ন গৌর নিতাই মন্দিরে তালা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। খোয়া যায় মন্দিরে কৃষ্ণ ও গোপালের রুপোর বাঁশি। সাথে কাঁসা, পিতলের বাসনপত্র সহ ভক্তদের দান করা অর্থ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ।

এদিকে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ওই মন্দিরটি রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাংসদ এই এলাকার কাউন্সিলারও। তাঁর বাড়ির অনতিদূরে মন্দিরে কোনও নিরাপত্তা নেই।

মাঝেমধ্যে কালিয়াগঞ্জ শহরে চুরির ঘটনা সামনে আসছে। পুলিশি নিরাপত্তায় ঢিলেমি থাকায় চুরির ঘটনা বাড়ছে শহরে।

শেঠ কলোনির বাসিন্দা সঞ্জয় বোস বলেন, 'আইসি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। পুলিশ এখনও চুরির ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করি তাড়াতাড়ি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার সহ ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা গ্রেপ্তার হবে।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় বললেন, 'তদন্ত চলছে। সাতদিনের মতো আমরা সময় চেয়েছি। আশা করি এর মধ্যে দুষ্কৃতীদের হাতের নাগালে পাব।'

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে ফলের দোকান, ক্ষোভ যাত্রীদের

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ এপ্রিল : ফল ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গিয়েছে যাত্রী প্রতীক্ষালয়। ফলে যাত্রীরা বাস ধরার অপেক্ষায় রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকছেন। মালদার রথবাড়ি পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের জবরদখল নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র রথবাড়ি মোড় এলাকা। জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে মালদা জেলার যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল হল ওই এলাকা। প্রতিদিন লক্ষাধিক মানুষ যাওয়া আসা করেন। ফোর লেন ওই রাস্তার দুই দিকে দুটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় রয়েছে। বাস ধরার জন্য যাত্রীরা সেখানে সময় কাটান। বছরের অন্য সময়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলির গুরুত্ব না থাকলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে খুব প্রয়োজন হয়।

ফুটপাথ জবরদখল উচ্ছেদ নিয়ে কয়েকদিন আগে বুলডোজার নিয়ে রাস্তায় নেমেছিল ইংরেজবাজার পুরসভা। সপ্তাহখানেক ধরে জবরদখল উচ্ছেদ নিয়ে পুরসভার অনর মনোভাবে কিছুটা হলেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার হয়েছিল। কিন্তু মাস খানেক পার হতেই পুরোনো মেজাজে ফিরে আসে শহর। ফের বেদখল হতে শুরু করে রাস্তাঘাট।

শুধু ফুটপাথ নয়, বর্তমানে যাত্রী প্রতীক্ষালয় ফল ব্যবসায়ীদের দখলে চলে গিয়েছে। যাত্রী দাঁড়ানোর শেডে এখন লাইন করে ফলের দোকান। দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষদের জন্য যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে দাঁড়ানোর এক ইঞ্চি জায়গাও নেই। এনিয়ে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে যাত্রীদের মধ্যে।

গাজোল থেকে পরিবার নিয়ে বাসে চেপে মালদায় এসেছিলেন অনিন্দ্য সরকার। বাস থেকে নামার পরে লাগেজ নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন। যাত্রী প্রতীক্ষালয় গোটাটাই ফলের দোকানে ভর্তি। বাধ্য হয়ে তিনি কমার্সিয়াল মার্কেটের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ান। তিনি বলেন, 'রথবাড়ি মোড়ে সবসময় মানুষের আনাগোনা লেগে থাকে। কিন্তু সেখানে যাত্রীদের দাঁড়ানোর জায়গা নেই। এব্যাপারে প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে রয়েছে।'

চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'ফুটপাথে কোনও ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। আমরা ব্যাপারটি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে ফলের দোকান। মালদার রথবাড়িতে। - সংবাদচিত্র

অবরোধ

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : গরমের মধ্যে অনেক সময় ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করল কালিয়াগঞ্জের সাধারণ বাসিন্দারা। মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটায় নসিরহাট এলাকার ঘটনা। অবরোধের জেরে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়কে যানজট হয়। অবশেষে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা।

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	১৮
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২৪
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	৩৫
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৯
ও নেগেটিভ	১

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৭
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৮
ও নেগেটিভ	০

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৯৪৪৮৫১৪৮৪ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

গৌড়বঙ্গের তৃতীয় সিমেস্টারের ফল

মালদা, ২৪ এপ্রিল : গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতকস্তরের নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ও সিবিসিএস কারিকুলামের তৃতীয় সিমেস্টারের ফলাফল ২৮ দিনের মাথায় প্রকাশ হল। প্রথম সিমেস্টারের ফলাফলে মাত্র ৩ শতাংশ পাশ করেছিল। এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে উত্তাল বিশ্ববিদ্যালয়। পরে তা সংশোধিত হয়। এদিন প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, তৃতীয় সিমেস্টারের সেই পড়ুয়ারাই উল্লেখযোগ্য ফলাফল করেছেন। পাশের হার ৯৯.০৯ শতাংশ। এই ফলাফলে ছাত্রদের তুলনায় কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছে ছাত্রীরা।

গৌড়বঙ্গের পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক বিশ্বরূপ সরকার জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার স্নাতকস্তরের এনইপি এবং সিবিসিএস মোডের তৃতীয় সিমেস্টারের বিএ, বিএসসি, বিকম অনার্স এবং সাধারণ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কোয়ালিফাইড ছাত্রছাত্রীরা চতুর্থ সিমেস্টারের জন্য যোগ্যতা অর্জন করলেন।'

ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, পুরনো সিবিসিএস পদ্ধতিতে সাধারণ শ্রেণিতে ছাত্রী ছিলেন ১০২২ জন। তাঁদের সাফল্যের হার ৯৯ শতাংশ। অন্যদিকে ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন ১২০৩ জন। তাদের সাফল্যের হার ৯৯.৩৩ শতাংশ।

অনার্সের ক্ষেত্রে ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিলেন ২৪৫ জন। সাফল্যের হার ৯৮.৭৮ শতাংশ। ছাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন ২৮৯ জন। সাফল্যের হার ৯৮.২৭ শতাংশ। অন্যদিকে নয়া শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রী পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯২২২ জন। তাদের সাফল্যের হার ৯৯.১৭ শতাংশ। ফলাফল কলেজগুলির ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টোটো না চালিয়ে আখের রস বিক্রি

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৪ এপ্রিল : তীব্র তাপদাহে হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। এমন পরিস্থিতিতে আখের রসের চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে। কিছু মানুষ তো আবার তাঁদের অন্য পেশা ছেড়ে বেশি মুনাফা লাভের আশায় আখের দোকান নিয়ে বসেছেন।

আখের রস বিক্রেতা স্বপন হালদার বলেন, 'আমি বছরের অন্য সময় টোটো চালাই। গরমে আখের রসের যথেষ্ট চাহিদা। তাই বর্তমানে টোটো চালানো বন্ধ করে আখের রস বিক্রি করছি। এতে ভালো আয় হচ্ছে।'

অপর এক বিক্রেতা নরেশ সরকার বললেন, 'গরমের কয়েকমাস ব্যাপক আখের রসের চাহিদা থাকে। এবছর বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছে। দিনে প্রায় পাঁচ হাজার টাকার রস বিক্রি করছি।'

শহর ঘুরলে দেখা যাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ও রাস্তার ধারে লাইন দিয়ে অনেক আখের রসের দোকান বসেছে। গরমে শরীর সুস্থ থাকতে বা অল্প সময়ের জন্য গলা ভেজাতে ডাব ও আখের রস খাচ্ছেন। আবার অনেকে আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিংকস ও ঠান্ডা জল পান করছেন।

গঙ্গারামপুর চৌপথি এলাকার এক ব্যবসায়ী শংকরকুমার বসাক বলেন, 'এবছর এখনই যা গরম পড়েছে তাতে সারাদিন দোকানে থেকে ব্যবসা করা মুশকিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যবসা তো করতেই হবে। তাই শরীর সুস্থ রাখতে সারাদিনে অনেকবার আখের রস খাচ্ছি।'

> আমি বছরের অন্য সময় টোটো চালাই। গরমে আখের রসের যথেষ্ট চাহিদা। তাই বর্তমানে টোটো চালানো বন্ধ করে আখের রস বিক্রি করছি। এতে ভালো আয় হচ্ছে।
>
> **স্বপন হালদার**, বিক্রেতা

বধূ বাবলি কর্মকারের কথায়, 'ডাবের দাম আকাশছোঁয়া। সবার পক্ষে ডাবের জল কিনে খাওয়া সম্ভব না। বাধ্য হয়ে ১০ টাকায় আখের রস খেয়ে গলা ভেজাতে হচ্ছে।'

অ্যাফিডেভিট

আমি SK. Humayun Ali, গ্রাম- সেখপুরা, পোঃ - মথুরাপুর, থানা - মানিকচক, জেলা - মালদা।
আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে (রেজিঃ নং- B/2022/330270, তারিখ- 23/08/2022) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 4/10/24 তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণী J.M court এ অ্যাফিডেভিট বলে Zenifa Zahan থেকে Aariya Zenifa করা হইল।

M-114077

ফুলের জলসায় দুই খুদে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের ডাঙি গ্রামে। - অভিজিৎ সরকার

ভূতনিতে একজোট মালিকরা

বিনা ক্ষতিপূরণে জমি নয়

আজাদ

মানিকচক, ২৪ এপ্রিল : বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের আশ্বাসেও কাটল না জট। জমিদাতারা বৃহস্পতিবার এক যোগে জানিয়ে দিলেন, ক্ষতিপূরণ আগে দিতে হবে। না হলে তাঁরা বাঁধের জন্য এক ছটাক জমি দেবে না। তার জন্য তাঁদের মরতে হলে তাঁরা মরে যাবে।,

ভূতনির কালুটোনটোলায় নতুন রিংবাঁধ হবে। তার জন্য জমি প্রয়োজন। জমি পেতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্য মানিকচকের বিধায়ক জমি মালিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিচ্ছেন। এই আশ্বাসের পরেও জমি পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিলই। বৃহস্পতিবার সকালে কাটল সব ধোঁয়াশা।

ভূতনির কেশরপুর কালুটোনটোলায় সেচ দপ্তরের তরফে শুরু হয়েছে বাঁধ নির্মাণ। প্রায় দৈর্ঘ্য ২৪০০ মিটার। বাঁধ নির্মাণ করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে সেচ দপ্তরকে। কারণ, প্রস্তাবিত ২৪০০ মিটার বাঁধের প্রায় ২০০০ মিটারেরও বেশি বাঁধের অংশ পড়বে রায়তি সম্পত্তির উপর। এই জায়গাতেই আপত্তি স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রশাসনের ভূমিকায় তারা অসন্তুষ্ট। তাঁদের অভিযোগ, বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহণের কথা সব কিছু মুখে মুখে। ক্ষতিপূরণ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। এখানে প্রায় ৮৬ জন জমিদাতাদের প্রায় ৩৫ বিঘা জমি রয়েছে। বাস করেন প্রায় ২৫টি পরিবার। উচ্ছেদের পর তাঁরা কোথায় যাবেন? এই নিয়ে বৃহস্পতিবার কালুটোনটোলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন জমি মালিকরা। তাদের পাশে দাঁড়ান বাম নেতারা।

স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই চৌধুরী বলেন, 'এর আগে জমি দিয়ে ঠকেছি। কারও মুখের কথায় জমি দেব না। মরে গেলেও ক্ষতিপূরণের টাকা ছাড়া এক ছটাক জমিও দেব না।'

সিটুর মালদা জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'বাঁধ অত্যন্ত জরুরি। সময়মতো না হলে আবার বন্যা হবে। কিন্তু স্থানীয়দের ক্ষতিপূরণ আগে দিতে হবে। ২০২২ সালেও জমি দিয়েও ক্ষতিপূরণ জোটেনি। তাহলে কী করে প্রশাসনের উপর ভরসা রাখবে জমিদাতারা। আমরা চাই দ্রুত কাজ শুরু হোক। তবে জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারকে আগে দিতে হবে।'

> ২০২২ সালেও জমি দিয়েও ক্ষতিপূরণ জোটেনি। তাহলে কী করে প্রশাসনের উপর ভরসা রাখবে জমিদাতারা। আমরা চাই দ্রুত কাজ শুরু হোক। তবে জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের টাকা সরকারকে আগে দিতে হবে।
>
> **দেবজ্যোতি সিনহা**
> **সিটুর জেলা সম্পাদক, মালদা**

কাশ্মীরের পাশে গৌড়বঙ্গ

নিউজ ব্যুরো

২৪ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠল বিভিন্ন সংগঠন থেকে সাধারণ মানুষ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই ঘটনার প্রতিবাদে রায়গঞ্জ শহরের বিবেকানন্দ মোড়ে কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখাল এবিভিপি। দলের জেলা সংযোজক দীপ দত্ত বলেন, 'যেভাবে জঙ্গিরা বাছাই করে হিন্দুদের হত্যা করেছে তাতে নিন্দার ভাষা নেই। প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বিগতদিনে হলেও লাভ কিছু হয়নি। এখন সময় প্রতিশোধের।'

অন্যদিকে, এই হামলার ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও সংহতি জানাতে ধিক্কার মিছিল করল সিপিএম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট শহরজুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন মনোভাব গড়ে তোলার দাবিতে মিছিল করে সিপিএমের বালুঘাট এক নম্বর এরিয়া কমিটি। হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা বিভাগ ও সরকারের বিফলতাকে ধিক্কার জানানো হয়েছে মিছিল থেকে।

পাশাপাশি, পহলগামে জঙ্গি হানায় মৃত পর্যটকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বালুরঘাট জেলা আদালতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজীবীরা।

এদিকে, গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী এবং মুহুরিরাও বৃহস্পতিবার দুই মিনিট নীরবতা পালন করেন।

মাদক পাচারচক্রের পান্ডা পুলিশের জালে

বাজেয়াপ্ত ৩০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেটে

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৪ এপ্রিল : বাংলাদেশে ইয়াবা পাচারচক্রের চাঁইকে গ্রেপ্তার করল হিলি থানার পুলিশ। ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে ইয়াবা পাচারের ছক ছিল ধৃতের। পুলিশের সক্রিয়তায় শেষপর্যন্ত বানচাল হয় পাচার। একমাস আগের বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্তের ঘটনার তদন্ত করছিল পুলিশ। সেই তদন্তেই এল বড়সড়ো সাফল্য।

পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মনজুরুল শেখ। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করে ১০ দিনের হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, মার্চের ২২ তারিখ রাতে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে বালুরঘাট থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে হিলি রুটের বাসে সাধারণ যাত্রীর ছদ্মবেশে আসছিল দুই পাচারকারী। পথে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক পাচার চক্রের চাঁইদের হাতে ইয়াবার প্যাকেট দিচ্ছিলেন তারা। গোপন খবরের ভিত্তিতে হিলি থানার পুলিশ বক্সীগঞ্জ এলাকায় হানা দেয়।

তল্লাশি চালিয়ে মিঠুন সরকার ও রঞ্জিত দাস নামে দুই পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয় ৩০টি ইয়াবা ট্যাবলেটের প্যাকেট। বাজেয়াপ্ত করা ট্যাবলেট সহ ধৃতদের নিয়ে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ৩০টি প্যাকেটে প্রায় ৬৭৫ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট ছিল। বাজেয়াপ্ত করা ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি থাইল্যান্ডের বর্মায় তৈরি হয়েছিল। তারপরে চোরাপথে ভারতে আসে। সেগুলিই বাংলাদেশে পাচারের ছক ছিল পাচারকারীদের।

মিঠুন ও রঞ্জিতকে ৫ দিনের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপরেই হিলি থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় বাসিন্দা মনজুরুল শেখ ওরফে মুন্নার নাম উঠে আসে। তার খোঁজ শুরু হয়। কিন্তু ওই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই গা ঢাকা দেয় মনজুরুল। মাসখানেক ধরে তল্লাশি চালানোর পর অবশেষে বুধবার একটি গোপন ডেরা থেকে মনজুরুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ভারত থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের মূল চক্রী মনজুরুল বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে তদন্তের গভীরে পৌঁছাতে চাইছে পুলিশ।

হিলি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস বলেন, 'ইয়াবাচক্র সমূলে উৎখাত করতে তদন্ত চলছে। মাসখানেক আগে গোপন খবরের ভিত্তিতে ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করে মনজুরুল শেখের নাম উঠে আসে। এরপর আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি।'

> ইয়াবাচক্র সমূলে উৎখাত করতে তদন্ত চলছে। মাসখানেক আগে গোপন খবরের ভিত্তিতে ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করে মনজুরুল শেখের নাম উঠে আসে। এরপর আমরা তাকে গ্রেপ্তার করেছি।
>
> **শীর্ষেন্দু দাস,**
> **আইসি, হিলি থানা**

পৃথক দুর্ঘটনায় জখম তিন

কালিয়াচক, ২৪ এপ্রিল : কালিয়াচকে জাতীয় সড়কে দুটি পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক বাইক চালক সহ তিন পড়ুয়া। ওই তিন পড়ুয়া দরিয়াপুর হাই মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পরীক্ষা দিয়ে টোটো করে বাড়ি ফেরার পথে দরিয়াপুর চৌরঙ্গি এলাকায় মোটরবাইকের সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কালিয়াচকের সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

অপরদিকে, কালিয়াচকের জালালপুর এলাকার ডাঙাস্ট্যান্ডে একটি দুর্ঘটনা হয়। চার চাকার একটি গাড়ি টোটোকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে ডিভাইডার ভেঙে ফরাক্কাগামী লেনে ঢুকে গিয়ে একটি বাসে ধাক্কা মারে। গাড়িটির তেলের ট্যাংক ফেটে যায়। স্থানীয়রা ছুটে এসে চারজনকে উদ্ধার করেন। তবে কেউ গুরুতর জখম হয়নি।

ফাঁসে মৃত্যু দশমের ছাত্রীর

কুশমণ্ডি, ২৪ এপ্রিল : দশম শ্রেণির ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কুশমণ্ডি ব্লকের আকচা পঞ্চায়েতের বাগডোল গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম রুমা সরকার (১৭)। বুধবার দুপুরে শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন বাবা ফিতারু সরকার। ওই ছাত্রীর প্রতিবেশী সম্পর্কে কাকা স্বদেশ রায় জানান, বুধবার ওই ছাত্রীর মা মালদা গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়িতে। এদিন দুপুরে ওই ছাত্রীর বাবা বাড়িতে খেতে এসে মেয়েকে ডাকাডাকির পর সাড়া না পেয়ে পাশেই একটি বিয়ে বাড়িতে খোঁজ নেন। সেখানেও মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ঘরে খোঁজ করতে গিয়ে মেয়েকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন।

বখতিয়ার খিলজির মাজার যেন সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় যখন ধর্ম নিয়ে বিভাজনের অভিযোগ উঠছে, তখন বৃহস্পতিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর যেন সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র। বখতিয়ার খিলজির মাজারে মুসলিমরা পড়লেন নমাজ। সেই মাজারেই হিন্দুরা ফুল, বেলপাতা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পাশাপাশি পুজো করলেন।

বৈশাখের প্রতি বৃহস্পতিবার বখতিয়ার খিলজির মাজারে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন পুজো দেন। এবছরও তার ব্যক্তিক্রম হয়নি। এদিন সকাল থেকে পিরপাল গ্রামে বখতিয়ার খিলজির মাজারে ভক্তদের ভিড় জমতে থাকে। পিরপাল দিঘিতে স্নান সেরে হিন্দু ভক্তরা ফুল, ফল, বেলপাতা, দুধ, বাতাসা, মুড়কি দিয়ে মাজারের পুজো দেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ নমাজ পড়ার পাশাপাশি পিরের মাজারে সিন্নি চড়ান। মানত হিসেবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মাটির ঘোড়া দিয়ে পুজো দেন। পুজোর পাশাপাশি চতুর্থ বৃহস্পতিবার বখতিয়ার খিলজির মাজার চত্বরে বসবে সত্যপিরের গানের আসর। তবে মাজারের চারদিকের প্রাচীর ধ্বংসাবসে পরিণত হওয়ায় এলাকাবাসী সংস্কারের দাবি তুলেছেন।

বখতিয়ার খিলজির মাজারে ভক্তদের শ্রদ্ধা। গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়

পির সাহেবের মাজারে পুজো দিতে এসেছিলেন আদরি রায়। তাঁর কথায়, 'আমরা যেমন ফুল, ফল, মুড়কি দিয়ে পির সাহেবকে পুজো দিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম ভক্তরাও পুজো করলেন। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার এভাবে পুজো করে থাকি। এতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।'

বখতিয়ার খিলজির মাজারের খাদেম রুহুল আমিন বলেন, 'বংশপরম্পরা ধরে আমরা পির সাহেবের মাজার দেখাশোনা করে আসছি। বৈশাখ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। আমরাও মাজারে সিন্নি দিয়েছি। চতুর্থ বৃহস্পতিবারে সত্যপিরের গানের আয়োজন করা হয়েছে।'

আশঙ্কা খগেনের

প্রথম পাতার পর

পুলিশ নিরপেক্ষ নয়।'

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে খগেন মুর্মু ফের স্লিপার সেলের বিষয় তুলে বলেন, 'প্রতিটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, যারা হিংসা ছড়াচ্ছে তারা বহিরাগত। কোথা থেকে আসছে তারা। কোথায় বা চলে যাচ্ছে? কেন পুলিশ ওই সব দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারছে না? আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এই সব ঘটনা ঘটাচ্ছে রোহিঙ্গা সহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। এই সব রুখতে প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ।'

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। মৃত নিমাই মণ্ডলের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'উত্তেজনা ছড়ানোয় ছয় জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুনের ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এলাকায় গুজব ছড়াচ্ছে। গুজব থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। এলাকায় মাইকিং করা হচ্ছে।'

গ্রাম পাহারা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয় ইংরেজবাজারের সেকেন্দারপুর গ্রামের তরুণ নিমাই মণ্ডল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে অমৃতি অঞ্চল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিমাই মণ্ডলের বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাগোনা। এদিন দুপুর নাগাদ মৃত নিমাই মণ্ডল সহ জখম তরুণদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ খগেন মুর্মু সহ বিজেপি নেতৃত্ব। গ্রামের বাসিন্দাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

গ্রামের দুই প্রান্তে পুলিশ পিকেট থাকলেও একাধিক দিক ফাঁকা রয়েছে। রাতে আতঙ্ক আরও বাড়ছে বাসিন্দাদের। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'আতঙ্কে রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। চোখের সামনে ভাসছে এখনও সেই ভয়ংকর দৃশ্য। প্রথম থেকে পুলিশ পাহারা থাকলে আজ গ্রামের এত বড় ক্ষতি হত না।'

মোথাবাড়ি থেকে অমৃতি কিংবা হামিদপুর। ক্রমেই বাড়ছে অশান্তি। আর সেই অশান্তির জন্য মালদা জেলায় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকে দায়ী করলেন খগেন। বৃহস্পতিবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর অভিযোগ, 'জেলার বিপুল পরিমাণ সীমান্ত এখনও উন্মুক্ত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য রাজ্যের কাছে জমি চাইলেই দেওয়া হচ্ছে না। সেই সুযোগে, রোহিঙ্গা-জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটেই চলেছে। আর ওরাই জেলায় অশান্তি ছড়াচ্ছে। অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয়। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ পুরোপুরি ব্যর্থ।'

দিল্লিতে মৃত্যু পরিযায়ীর

হরিশ্চন্দ্রপুর ২৪ এপ্রিল : বুধবার দিল্লির একটি নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক পরিযায়ীর। মৃতের নাম তরুণ রবিদাস (২০)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বড়ই পঞ্চায়েতের পেমায়।

রবিদাসের বাবা এবং মা – দু'জনেরই বয়স হয়েছে। বয়সজনিত কারণে তাদের নানা শারীরিক সমস্যা রয়েছে। চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই, দিল্লি পাড়ি দেয় তরুণ রবিদাস। সেখানে একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের জোগাড়ের কাজ করছিল। গতকাল কাজ করতে করতে আচমকাই উঁচুতলা থেকে পড়ে যায় রবিদাস। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পুড়ল খড়

বুনিয়াদপুর, ২৪ এপ্রিল : বুধবার রাতে বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েতের বাগদুয়ার গ্রামে খড়ের গাদায় আগুন লাগে। তবে, স্থানীয়দের তৎপরতায় ও দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হয়। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল টুডু বলেন, 'কিভাবে আগুন লাগল বলতে পারব না। তবে, আমার প্রচুর টাকার খড় পুড়ে গিয়েছে।'

ইঙ্গিত শাহবাজের

প্রথম পাতার পর

জঙ্গিরা ২৮ জন পর্যটককে নাম ও ধর্মীয় পরিচয় জেনে খুন করার পর ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা সহ একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য বন্ধ, ভিসা রদের মতো বিষয়গুলি। ভারতের মতো পাকিস্তানের তরফেও এদিন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে পালটা পদক্ষেপের কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু সিন্ধু জলচুক্তির ৬টি নদীর জলের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে থাকায় এই বিষয়ে পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবে চাপ তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই তুরুপের শেষ তাস হিসাবে ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছে শরিফ সরকার।

শুধু তাই নয়, সিমলা চুক্তি সহ ভারতের সঙ্গে হওয়া সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি খারিজ করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওয়াঘা সীমান্ত। পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য পাঠাতে পারবে না ভারত। ভারতীয়দের সার্ক ভিসা দেওয়ার কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারতীয় উড়ান সংস্থাগুলির বিমানের সেদেশের আকাশসীমায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পাকিস্তান। ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে কূটনীতিকদের সংখ্যা ৩০ জনে কমিয়ে আনতে এবং ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর উপদেষ্টাদের ৩০ এপ্রিলের আগে পাকিস্তান ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে। যদিও এইসব পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কূটনৈতিক মহলে।

কারণ, বুধবারই ভারতের তরফে আটারি সীমান্ত বন্ধ, দিল্লির পাক দূতাবাসের কূটনীতিকের সংখ্যা ৫৫ থেকে কমিয়ে ৩০ করা, সেদেশের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপদেষ্টাদের দেশে ফেরত পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। একই সঙ্গে পাকিস্তানে থাকা এদেশের কূটনীতিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানায় কেন্দ্র। ফলে পাকিস্তানের এদিনের পদক্ষেপের বাস্তব কার্যকারিতা নেই বললে চলে। সেদেশের উপপ্রধানমন্ত্রী ইসাক দার বলেছেন, 'ভারত কোনও প্রমাণ দেয়নি। ওরা পরিণত আচরণ করছে না। ওদের সরকার অপরিণত এবং তাড়াহুড়ো করে পদক্ষেপ করেছে।' চলতি সপ্তাহের শেষে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল দারের। সেই কর্মসূচি স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন তিনি।

ভিড় শ্রীনগরে

প্রথম পাতার পর

চেনা জায়গাগুলিতেই আবার ঢুঁ মারেন। হাতে বেশ কিছুটা বাড়তি সময় পাওয়ায় অনেকে আবার কেনাকাটার দিকে হাত বাড়ান। এদিন সকাল ৯টা নাগাদ শ্রীনগরের মক্কা মার্কেট, গনি খান মার্কেট, বাটমালো, লাল চক, ডাল লেক সংলগ্ন মার্কেটের মতো জায়গাগুলিতে দোকানপাট খোলা ছিল। বেশ বিকিকিনিও চলছিল।

বেলা ১০টা নাগাদ কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা পারমিতা মুখোপাধ্যায়কে শালিমার বাগে সপরিবারে ঘুরতে দেখা গেল। তাঁর কথায়, 'বুধবার পহলগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জঙ্গিহানার কারণে সেখানে যাওয়াটা আর হল না। তাই একবার শ্রীনগর ঘুরে দেখলেও বাধ্য হয়ে ফের একই জায়গা ঘুরে দেখছি। পাশাপাশি সময় পাওয়ায় পরিজনদের জন্য কিছু কেনাকাটাও সেরে নিচ্ছি।' চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা মদনলাল মহাজন সপরিবারে এবারই প্রথম কাশ্মীর ঘুরতে এসেছেন। এবারের পরিস্থিতিতে পহলগামে যেতে না পারায় মনে বেশ আক্ষেপ রয়েছেন। মা ক্ষীরভবানী মন্দিরে পহলগামে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করে তিনি পুজো দেন। ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুজিত চৌধুরী ও মিনা চৌধুরী বুধবার কাশ্মীর পৌঁছোন। এখানে আসার পর পহলগামের জঙ্গিহানার ঘটনাটি জানতে পারেন। এদিন বিকেলে শংকরাচার্যের মন্দির দর্শন করে সিঁড়ি দিয়ে নামার পথে সুজিত বললেন, 'ভেবেছিলাম পহলগাম ঘুরতে না পারলেও অন্যান্য ভিউপয়েন্ট ঘুরে দেখতে পাব। তবে স্ত্রী আর এখন ওই পয়েন্টগুলিতে যেতে চাইছে না। শুক্রবার কাটারার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছি। বৈষ্ণো দেবীর মন্দির দর্শন করে কাশ্মীর ভ্রমণে এবারের মতো ইতি টানব।'

মেয়রকে এক চিঠি

প্রথম পাতার পর

আর আমরা সপ্তনদী পেয়েও কিছুই করলাম না গোরু, মহিষের চারণভূমি তৈরি ছাড়া। রাস্তার যে গাছগুলো উপড়ে নিয়ে অন্যত্র লাগানো হল, সেগুলোর খোঁজখবর হয় তো?

মান্যবর মেয়র, আপনার সঙ্গীসাথিদের একজনেরও অভিনব কোনও ভাবনার ছাপ নেই, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলবে শহরের রূপটানে। ক'দিন আগে সিকিমের জোরথাংয়ে গিয়ে শিলিগুড়ির জন্য মারাত্মক কষ্ট হল। আয়তন, লোকসংখ্যার বিচারে জোরথাং সে রাজ্যের চার নম্বর শহর হবে। শিলিগুড়ি তো বাংলার দু'নম্বর। জোরথাংয়ে বড় বাজারটাকে একেবারে চতুষ্কোণ বানিয়ে দোকানগুলোকে জ্যামিতিক মাত্রা দেওয়া হয়েছে। সব রাস্তা কংক্রিটে বাঁধানো। বসার ও হাঁটার অফুরন্ত জায়গা। দোকানগুলো দেখতেও অসামান্য। সাধারণ ভাবনাই অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে।

এমন ছবি আমরা কি বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট চত্বরে তৈরি করতে পারতাম না মেয়র মশাই? কতবার যে আপনি ও সৌরভ চক্রবর্তী ওখানে গিয়ে নাটক করে এলেন, সাংবাদিকরা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আপনাদের প্রতিশ্রুতিগুলো গোষ্ঠ পালের মূর্তির পায়ে গড়াগড়ি খেয়ে চলেছে। চিনের প্রাচীর গোষ্ঠবাবু এবার স্বপ্নে জানতে চাইতে পারেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের খোলনলচে পালটানোর কী হল রে বাপু?

আপনার পাড়ার মোড়ে জারুল গাছে বেগুনি ফুল এসেছে। তার নীচেই রিকশাস্ট্যান্ড। সেখানকার কোনও রিকশাচালককে জিজ্ঞাসা করুন। অথবা আপনার বাড়ি থেকে এগিয়ে হাকিমপাড়া গার্লস স্কুলের সামনে রাস্তায় বসা অপেক্ষারত অভিভাবকদের। তাঁরা সবাই হাসবেন মার্কেট, জ্যামজট নিয়ে প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি শুনে। বাই দ্য ওয়ে, শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ডটার ভবিষ্যৎ যেন কী হল স্যর?

মান্যবর মেয়র, কষ্টও হয় আপনাকে দেখে। কী সব অর্থ বুভুক্ষু লোকদের নিয়ে কাজ করতে হয় আপনাকে! কেউ জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে গাড়ির ট্রিপের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছেন বুদ্ধি করে। কেউ পেট্রোল ভরানোর নামে রোজগারে ওস্তাদো কা ওস্তাদ। অভয় দেন তো আরও বলি! ওষুধ কেনার সময়ও দুধে জল মেশানোর খেলা হয়। নিন্দুকরা বলে, রাস্তাতেই হাপিস হয়ে যায় কিছু ওষুধ।

সম্মাননীয় মহানাগরিক, আপনার এ শহরে কেউ রাস্তার লাইটের বালব নিয়েও দুর্নীতি করে নমস্য ধান্দাবাজ মহলে। বেআইনি নির্মাণ চলে শহরের প্রাণকেন্দ্রে। এক এক জায়গায় এক এক নেতা হিরো। তাঁকে ধরলেই দুর্নীতিবাজদের মুশকিল আসান।

বিশ্বাস করুন, আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে সেদিন হাঁটছি। হঠাৎই পিছন থেকে শুনলাম, এক সাইকেল আরোহী তরুণ হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই বলছেন, 'বাবা-মার কথা শুনে পড়াশোনা করলে আজ এই কাজ করতে হত না।' জিজ্ঞেস করে বুঝি, এই কাজ মানে ডিস্ট্রিবিউটারের কাজ। সাইকেলে দুটি বড় বাক্স। সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরতে হয় পুরো শহর।

এ শহর পারল না তাকে বা তাদেরকে অন্য আলোর সন্ধান দিতে?

কর্পোরেশনে টেলিফোনে সপ্তাহান্তে আপনি অনেক প্রতিশ্রুতি দেন। সে তো দিতে পারেনই। রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি দেন সব দলের নেতারা। আপনার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার কোনও প্রতিশ্রুতি দিলে তার অনেক কিছু রাখার চেষ্টা করেন। আপনার মধ্যে সেটা কিন্তু দেখিনি। এই তো ফুলবাড়ি, গজলডোবার বেআইনি জমি কেলেঙ্কারি, মহানন্দা-বালাসনের বালি-পাথর চুরি, শহরের জলকষ্ট, ধোঁয়া নিয়ে কত কথা শুনলাম। সবই অজান্তে আপনার রবীন্দ্রসংগীত হয়ে গেল। সে গান আপনি অবশ্য মঞ্চে গান না-'কিছুই তো হল না। / সেই সব--সেই সব--সেই হাহাকাররব,/ সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।'

আপনার বাড়ির গেটে দ্বাররক্ষীর মতো দুই পাইন দাঁড়িয়ে। রাস্তার উলটোদিকেই প্রাচীন শিশু বৃক্ষ। সে বৃক্ষ তার গুঁড়িতে বয়ে বেড়ায় অসংখ্য ফার্ন। আলোর খোঁজে সে গাছ নিজেই অদ্ভুতভাবে বেঁকে আকাশ দেখার চেষ্টায়। ছায়ার মাঝেই কত আলো! আপনিও এতরকম উদ্ধত, দুর্নীতিগ্রস্ত, প্রতিবন্ধী কাউন্সিলারের দলবলকে উপেক্ষা করে নিজে আলোর খোঁজে যেতে পারেন না?

আমরা কিন্তু আপনার আমলে এখনও এমন কোনও কাজ দেখলাম না, যা শিলিগুড়ির ইতিহাস মনে রেখে দেবে। ভালো থাকুন স্যর।

আলোয় থাকুন, আলোয় রাখুন।

বার্তা মোদির মুখে

প্রথম পাতার পর

প্রত্যাহার করে তাঁদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ জারি করা হয়। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলে দেওয়া হয়, ২৭ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত বৈধ ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিককে ভারত ছাড়তে হবে। যাঁদের মেডিকেল ভিসা দেওয়া হয়েছিল তাঁদের অবশ্য ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানে যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক রয়েছেন তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে বলা হয়েছে। আটারি-ওয়াঘা সীমান্তও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাশিয়া, চিন, জাপান, জার্মানির মতো একাধিক দেশের রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের কাছে পহলগামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে সাউথ ব্লক। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ফোন করে পহলগাম ঘটনার নিন্দা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এদিন সর্বদলীয় বৈঠকের আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

এদিকে এদিন সর্বদলীয় বৈঠকেও কেন্দ্রীয় সরকারকে একযোগে সমর্থনের বার্তা দিয়েছে বিরোধীরা। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সেখানে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার পহলগামের ঘটনায় যে পদক্ষেপ করবে তাকে পূর্ণ সমর্থন করব আমরা। একই কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও। কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছিল, সর্বদলীয় বৈঠকে যেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২ ঘণ্টা ধরে চলা ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরও, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। হাজির ছিলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, আপের সঞ্জয় সিং, সপার রামগোপাল যাদব, এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, এনসিপি (এসপি)-র সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ। বৈঠক শুরুর আগে পহলগামের ঘটনায় সমস্ত সদস্য ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন। তৃণমূলের তরফে হাজির ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে আছি। তবে বিজেপি কেন পহলগামের ঘটনাকে সামনে রেখে হিন্দু-মুসলিম ইস্যুতে পরিণত করছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

সর্বদলীয় বৈঠকের আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসেছিল। সেখানে সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও হাজির ছিলেন। শুক্রবার অনন্তনাগে আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন রাহুল। কংগ্রেসের বক্তব্য, পহলগাম কড়া নিরাপত্তায় মোড়া এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল তার জন্য গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। আসন্ন অমরনাথ যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার দিকেও নজর দেওয়ার দাবি তুলেছে হাত শিবির। পাকিস্তানই যে এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে সেই কথাও বলেছে কংগ্রেস।

নিরাপত্তায় অসন্তোষ

প্রথম পাতার পর

আসলাম কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। আকিবের মতো তাঁরও প্রশ্ন, 'শ্রীনগরে কয়েক মিটার দূরে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সেনা, আধাসেনা ও পুলিশকর্মীরা রয়েছেন। শ্রীনগরের বাইরের প্রত্যন্ত ভিউপয়েন্টগুলিতে কেন কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না?'

মধ্য চল্লিশের মুস্তাক আহমেদ বিমানবন্দরের পাশেই থাকেন। পেশায় ফোটোগ্রাফার। শ্রীনগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট স্পটে আসা পর্যটকদের কাশ্মীরি পোশাক পরিয়ে ছবি তুলে সংসার চালান। কী কারণে পহলগামের ঘটনাটি ঘটল বলে প্রশ্ন করায় উত্তর এল, 'গত ৩৫ বছরে কাশ্মীরে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু কোনও সময় পর্যটকদের ওপর হামলা হয়নি। তাই যাঁরা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদেরই প্রশ্নটা করা ভালো।' গোটা ঘটনার পেছনে নোংরা রাজনীতি রয়েছে বলেই তাঁর মত। শ্রীনগরের শালিমারবাগের উলটোদিকে ফয়জল ওয়াসিমদের বহু পুরোনো পারিবারিক হোটেল। বহু বাঙালি পর্যটকের তাঁর হোটেলে আনাগোনা। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফয়জল বাংলাটা বেশ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছেন। তিনিও নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ, 'যাঁরা সীমান্তের পাহারায় রয়েছেন, তাঁদের ফাঁকি দিয়ে জঙ্গিরা কী করে এলাকায় এল তা তাঁরাই ভালো করে বলতে পারবেন।'

হারুন রশিদ, আবেদ মনোয়ার ও আসিফ রশিদ জম্মু-কাশ্মীরের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কাজ করেন। বৃহস্পতিবার টিফিনের সময় তুলমুল্লায় শ্রী মাতা ক্ষীরভবানী মন্দিরের সামনে একটি চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলেন। এদিনই শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৭০০ জন কাশ্মীর ছাড়েন। তাঁদের সিংহভাগই পর্যটক। সীমান্তে এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও পহলগামের ঘটনাটি আবেদরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। হারুন বললেন, 'গোটা কাশ্মীর মর্মাহত। বুধবারের স্বতঃস্ফূর্ত বনধই তার প্রমাণ।'

অচিরেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলাকা আবার পর্যটকে ভরে যাবে, আসিফরা এমনটাই মনেপ্রাণে চাইছেন।

ঝুলন্ত দেহ

হেমতাবাদ, ২৪ এপ্রিল : এক বৃদ্ধের রহস্য মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হেমতাবাদ থানার সমসপুর এলাকায়। মৃতের নাম অধীরাম বর্মন (৮০)। বাড়ি নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরঙ্গপুর গ্রামে। বাড়ির নিকটবর্তী জঙ্গলের একটি গাছ থেকে ওই বৃদ্ধের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। এরপর সেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহটিকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হেমতাবাদ থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

‘আই কিল ইউ’

মৃত্যুহুমকি পেলেন গম্ভীর

পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও ক্রিকেট নয় : রাজীব শুক্লা

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দায় মুখর ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ। ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বুধবার গৌতম গম্ভীর হুংকার দিয়েছিলেন, ভারত এই ঘটনার বদলা নেবে। তারপরই মৃত্যুহুমকি পেলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর গম্ভীর। ভারতীয় দলের কোচকে ইমেলে খুনের হুমকি দিয়েছে ‘আইসিস কাশ্মীর’ নামক একটি জঙ্গি সংগঠন। দুইটি হুমকিবার্তা পেয়েছেন গম্ভীর। থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

বুধবার দুপুরে প্রথম ইমেল পান গম্ভীর। দ্বিতীয়টি পান বিকালে। দুইটি ইমেলেই লেখা ছিল, ‘আইকিলইউ।’ যার অর্থ, ‘আমি তোমাকে মেরে ফেলব।’ গম্ভীরও আর দেরি করেননি। ইমেলের স্ক্রিনশট নিয়ে দিল্লির রাজেন্দ্র নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার কথা মধ্য দিল্লির ডিসিপি ভি হর্ষবর্ধনকে জানান গম্ভীর। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন তিনি। তাঁর পরিবার যাতে সুরক্ষিত এবং নিরাপদে থাকে তারজন্যও পুলিশকে উদ্যোগী হতে বলেছেন গম্ভীর।

গম্ভীরের অভিযোগ পেয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোথা থেকে ওই ইমেল এসেছে, কারা তা পাঠিয়েছে-তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গম্ভীর এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বাড়ানো হবে বলেও জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধন বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি পাঠানোর অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

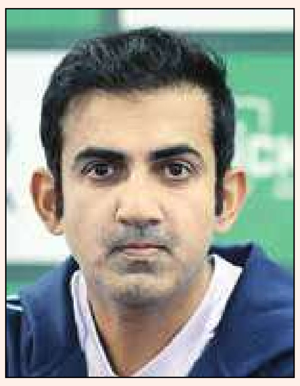

গম্ভীর এখন দিল্লি পুলিশের নিরাপত্তা পান। আগামীতে তাঁর নিরাপত্তা কতটা বাড়ানো হবে, সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।’ ২০২১ সালেও একবার খুনের হুমকি পেয়েছিলেন গম্ভীর।

২০১২-’১৩ সাল থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলে না টিম ইন্ডিয়া। পহলগামের ঘটনার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা আরও একবার পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না ভারত।

এই প্রসঙ্গে রাজীব বলেছেন, ‘আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে আমি। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। সরকার যা বলবে, আমরা সেটাই করব। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলি না। আগামীতেও খেলব না। তবে আইসিসি-র ইভেন্টে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে বাধ্য। কিন্তু আইসিসি-ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আশা করব, তারা সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে।’ বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও পহলগামে নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এদিকে, পহলগাম ঘটনার জন্য নিজের দেশের সরকারকেই দুষছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার দানিশ কানোরিয়া। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের উপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে কানোরিয়া বলেছেন, ‘পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় পাকিস্তান সরকারের সত্যিই যদি কোনও মদত না থাকে তাহলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ এখনও কেন নিহদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করেননি? পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে কেন হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে? আসল সত্যিটা সবাই জানে। পাকিস্তান নিজেদের ঘরে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেয়, তাদের বড় করে তোলে। লজ্জা!’

রাসেলের বদলি কি রোভমান

জল্পনা তুঙ্গে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : কথায় বলে, সকাল দেখলে বোঝা যায় বাকি দিনটা কেমন যাবে।

ক্রিকেটের আদিম প্রবাদ, অনুশীলন দেখলে অনেক সময় আন্দাজ পাওয়া যায় আগামীর। এমন ভাবনা যদি বাস্তব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে শনিবারের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। যার মধ্যে মূল আকর্ষণ হতে চলেছে আন্দ্রে রাসেল!

চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই ছন্দে নেই দ্রে রাস। ব্যাটে রান নেই। দলকে ভরসা দিতে ব্যর্থ। উপরি হিসেবে নিয়মিতভাবে তাঁকে বল হাতেও দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে রাসেলের ফিনিশার ভূমিকা নিয়েও উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। এমন অবস্থায় রাসেলের বদলি হিসেবে কি শনিবারের পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে রোভমান পাওয়েলকে দেখা যাবে? জল্পনা তুঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় কেকেআরের অন্তত ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর রাসেলের বদলি হয়তো রোভমান, এমন জল্পনা বেড়েছে। রাসেলও নেটে ব্যাটিং করেছেন। অল্প সময় বোলিংও করেছেন। তুলনায় রোভমানকে নিয়ে দীর্ঘসময় নেটে পড়েছিলেন কেকেআরের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। ব্যাট হাতে বেশ আগ্রাসী মেজাজেও দেখা গিয়েছে রভম্যানকে।

দ্রে রাসের পরিবর্তের সন্ধানের পাশে নাইট শিবিরে আরও বদলের ভাবনা রয়েছে। এখনও একটিও ম্যাচে না খেলা মায়াঙ্ক মার্কান্ডেকে শনিবার রাতে বল হাতে দলের তিন নম্বর স্পিনার হিসেবে দেখা গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও ডোয়েন ব্রাভোর সঙ্গে আলোচনায় আজিঙ্কা রাহানে (বাঁয়ে)। খেলা নিয়ে সংশয় থাকলেও পণ্ডিতের ক্লাসে কামাই নেই আন্দ্রে রাসেলের।

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে যে পিচে খেলা হয়েছিল, সেই পিচেই শনিবার শ্রেয়স আইয়ারদের বিরুদ্ধে নামবে কেকেআর। পিচ নিয়েও প্রত্যাশিত চর্চা চলল আজ। বিকেল পাঁচটার কিছু পরে মাঠে ঢুকেই বাইশ গজের সামনে হাজির হয়ে যান কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, মেন্টর ব্রাভো, রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীরা। পিচ পর্যবেক্ষণের পর তার পাশে দাঁড়িয়ে রীতিমতো বৈঠক হয় নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের।

কেন বৈঠক? কারণ, পিচে সামান্য হলেও ঘাস রয়েছে। যা কেকেআরের একেবারেই পছন্দ নয়। যদিও ঠিক কেমন পিচ হলে নাইটদের পছন্দ হবে, সেটাই এখন ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় রহস্য। দিন কয়েক আগে মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯৫ রানে অলআউটের লজ্জা এখনও দগদগে ঘা হয়ে রয়েছে কেকেআর শিবিরে। সেই ম্যাচে পাঞ্জাবের ১১২ রানের সামনে ধসে গিয়েছিল নাইটদের ব্যাটিং। এবার ঘরের মাঠে ফের শ্রেয়সদের মোকাবিলা করার পাশে প্লে-অফ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ওপেনিং জুটিতেও বদলের সম্ভাবনা রয়েছে কেকেআরের। শেষ ম্যাচে সুযোগ পাওয়ার পরও ব্যর্থ হওয়া রহমানুল্লাহ গুরবাজের জায়গায় কুইন্টন ডি কক ফিরতে পারেন বলে খবর। আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে কুইন্টন সবার আগে নেটে ব্যাটিং করেছেন। ভালো ছন্দে রয়েছেন বলেও মনে হয়েছে।

নাইটদের প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার পাশে আজ আচমকাই কেকেআরের নেটে দেখা গেল উমরান মালিককে। আইপিএলের শুরুতেই চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে চেতন সাকারিয়ার নাম ঘোষণা আগেই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও কেন নাইটদের নেটে উমরান? নাইটদের সংসারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ফিট হয়ে ওঠা উমরানকে আপাতত দলের সঙ্গে রেখে তাঁকে ফিট করা হচ্ছে আগামীর লক্ষ্যে।

ছবি : ডি মণ্ডল

শনিবারের ইডেনে শ্রেয়সের বদলাপুর

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় তখন সাড়ে ছয়টা হবে।

দল আগেই অনুশীলনে চলে এসেছে। মার্কাস স্টোয়িনিস, যুযবেন্দ্র চাহাল, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অর্শদীপ সিং-সবাই। ভিড়ের মাঝে সবাই খুঁজছেন শ্রেয়স আইয়ারকে। ঠিক তখনই ব্যাট হাতে মাঠে প্রবেশ। ক্লাব হাউসের গ্যালারিতে থাকা উৎসাহী কিছু সমর্থক ‘শ্রেয়স ভাইয়া’ বলে ডাকতেই ঘুরে তাকালেন। ব্যাট তুলে নাড়লেন।

গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্স সমর্থকদের হৃদয়জুড়ে ছিলেন। ইডেন গার্ডেন্সে বারবার ‘শ্রেয়স শ্রেয়স’ শব্দব্রহ্ম উঠেছে। এবার শিবির বদল। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক হয়েও নাইট রাইডার্স ছাড়তে হয়েছে। নেপথ্য কাহিনী নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। জল্পনা কম হয়নি। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, সামনে নাইট মানে বদলার মেজাজ।

কেকেআর ছাড়ার পর শ্রেয়স অভিযোগ করেছিলেন, অধিনায়ক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব যতটা পাওয়া উচিত ছিল, তা পাননি। সেখানে প্রীতি জিন্টার পাঞ্জাব কিংস শুধু রেকর্ড ২৬.৭৫ কোটির অর্থ দেয়নি, দিয়েছে নেতৃত্বের সম্মান। রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে ফের জুটি বাঁধার সুযোগ। যে জুটির স্পর্শে কামাল দেখাচ্ছে পাঞ্জাব কিংসও। লিগ তালিকায় পঞ্চম স্থানে থাকলেও ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ভালোমতোই রয়েছে প্লে-অফের দৌড়ে।

লিগ শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্সের সঙ্গে মাত্র ২ পয়েন্টের তফাত। শনিবার বদলার ম্যাচে প্রাক্তন দল নাইট রাইডার্সের হিসেবনিকেশ মিটিয়ে নিতে পারলে সেই ব্যবধানও মুছে যাবে। মুল্লানপুরে হওয়া প্রথম সাক্ষাৎকারে নাইটরা হেরেছিল অধিনায়ক শ্রেয়সের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক এবং দুরন্ত নেতৃত্বের কাছে। নিজে ব্যর্থ হলেও ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে ম্যাচ বের করে নেন।

> শ্রেয়স দারুণ অধিনায়ক। দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসে কাজ করেছে একসঙ্গে। সেই বোঝাপড়ার সুফল পাচ্ছে দল।
>
> **নেহাল ওয়াধেরা**

শনিবাসরীয় নন্দনকাননে জয়ের ভিতটা ব্যাট হাতে গড়ার বাড়তি তাগিদ থাকবে শ্রেয়সের। কেকেআরে খেলা, নেতৃত্ব দেওয়ার সুবাদে ইডেনকে ভালোমতো চেনেন। সেই অভিজ্ঞতার পুঁজি নিয়ে ফের ঝাঁপাবেন, সন্দেহ নেই। এদিন দেরিতে মাঠে ঢুকলেও যতক্ষণ ছিলেন, ইনটেন্ট প্র্যাকটিস সেশন। শুরুতে হালকা জগিং, স্ট্রেচিং। তারপর ক্লোজ ক্যাচিং প্র্যাকটিস।

ব্যাট ঘোরালেন দীর্ঘক্ষণ। কোচ পন্টিংকে নিয়ে পিচে চোখ বোলানোর পর দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং। প্রথমে থ্রো ডাউন নিলেন। মাটিঘেঁষা শট, চেনা ইনড্রাইভ। তারপর নেটে স্বভাবসিদ্ধ বিগহিটের ফুলঝুরি। মার্কো জানসেনের পেসে যেমন নিজেকে ঝালিয়ে নিলেন, তেমনই চাহালের স্পিনও খেললেন। শনিবার নামবেন চেনা ইডেনে রানের খিদে নিয়ে। প্র্যাকটিসের সময় একবারও ফিরে তাকাননি প্রাক্তন দলের দিকে। তবে ইডেন ছাড়ার আগে প্রাক্তন সতীর্থদের অনেকের সঙ্গে আড্ডাও মারলেন। হর্ষিত রানা নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সেই আড্ডায় যোগ দেন রামনদীপ সিং সহ আরও কয়েকজন।

অনুশীলন শেষে টিম বাসে ওঠার সময় কিছু খুদে ভক্ত শ্রেয়সকে জিজ্ঞাসা করে, ‘শ্রেয়স ভাইয়া কেমন আছো।’ শ্রেয়স বাংলাতেই উত্তর দেন, ‘আমি ভালো আছি। তোমরা কেমন আছো?’

বিকেলে দুই দলের প্র্যাকটিস। টানা হারের ধাক্কায় নাইট প্র্যাকটিসে ফুরফুরে মেজাজটা যখন উধাও, তখন উলটো ছবি পাঞ্জাব কিংস শিবিরে। ম্যাক্সওয়েল, স্টোয়িনিস, অর্শদীপরা রীতিমতো চনমনে। আর পরিস্থিতি যেমনই হোক চাহাল সবসময় বিন্দাস। পিচ দেখার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের মইন আলি, বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা।

প্রস্তুতির ফাঁকে ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে নজর পাঞ্জাব কিংসের কোচ রিকি পন্টিং ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

পাঞ্জাবের দলটার সম্পদ ঘরের ছেলেরা। প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরান সিংয়ের ওপেনিং জুটি শেষ কয়েক ম্যাচে অবাক করছে। কেকেআর, চেন্নাই সুপার কিংসের মতো দলগুলি যখন তারকা ওপেনার নিয়ে ক্লিক করছে না, সেখানে অচেনা মুখ দিয়ে বাজিমাত। মাঝে নেহাল ওয়াধেরাও ভরসা দিচ্ছেন। পন্টিংয়ের উপস্থিতি যদি অন্যতম কারণ হয়, তাহলে শ্রেয়সের কৃতিত্বও প্রাপ্য।

নেহালের গলায় সেই সুর। কলকাতায় পা রেখে ভার্চুয়াল প্রেস কনফারেন্সে অধিনায়ক শ্রেয়সকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। বলেছেন, ‘শ্রেয়স দারুণ অধিনায়ক। দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কোচ পন্টিংয়ের সঙ্গে ওর বোঝাপড়া খুব ভালো। অতীতে দিল্লি ক্যাপিটালসে কাজ করেছে একসঙ্গে। সেই বোঝাপড়ার সুফল পাচ্ছে দল।’

আরও জানান, সাজঘরের দুর্দান্ত পরিবেশ দলের মধ্যে একাত্মতা তৈরি করেছে। প্রথমবার পাঞ্জাবে এলেও মানিয়ে নিতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। পন্টিং, শ্রেয়স, টিম ম্যানেজমেন্ট সবসময় প্লেয়ারদের পাশে। সহজাত খেলাটা মেলে ধরার সুযোগ দেয়। শনিবার ইডেন-দ্বৈরথে যা অস্ত্র নেহালের। শ্রেয়সের শরীরী ভাষাতে সেখানে জবাব দেওয়ার তাগিদ। দুয়ে দুয়ে চার। আরও একটা কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে শাহরুখ খান ব্রিগেডের জন্য।

গোলের পর শূন্যে লাফ রিয়াল মাদ্রিদের আর্দা গুলারের।

গুলারের গোলে লড়াইয়ে রইল রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৪ এপ্রিল : বার্সেলোনাকে এতটুকুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগায় শিরোপার দৌড়ে কাতালান জায়েন্টদের তাড়া করেই চলেছে কার্লো আন্সেলোত্তির দল। বুধবার গেটাফেকে ১-০ গোলে হারিয়ে সেই লড়াই জারি রাখল মাদ্রিদ জায়েন্টরা।

শনিবার কোপা ডেল রে-র ফাইনাল। তার আগে গেটাফে ম্যাচে নিয়মিত প্রথম একাদশে থাকা একাধিক ফুটবলারকে বিশ্রামে রেখে দল সাজান আন্সেলোত্তি। কিলিয়ান এমবাপে ছিলেন না কার্ড সমস্যায়। কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই জুডে বেলিংহাম, রডরিগোদেরও বেঞ্চে রাখেন। তাতেও জয় আটকাল না রিয়ালের। চেনা ছন্দে না হলেও একের পর এক আক্রমণে বিপক্ষের রক্ষণকে ব্যস্ত রেখেছিলেন এন্ড্রিক, ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। তারই ফসল ২১ মিনিটে আর্দা গুলারের গোল। সেই গোলই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য দক্ষ হাতে একাধিকবার রিয়ালকে নিশ্চিত গোল হজমের হাত থেকে বাঁচান গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। এই জয়ের সুবাদে সমসংখ্যক ৩৩ ম্যাচে বার্সার সঙ্গে রিয়ালের পয়েন্টের ব্যবধানটা চারই রইল।

জয়ের পরও অস্বস্তি রইল রিয়াল শিবিরে। শনিবার বার্সেলোনার বিরুদ্ধে কোপা দেল রে-র ফাইনালে অনিশ্চিত ডেভিড আলাবা ও এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা। দুজনই চোটের কবলে। আন্সেলোত্তিও স্বীকার করে নেন, বার্সার বিরুদ্ধে তাঁদের খেলার সম্ভাবনা কম। বলেন, ‘দুজনেরই মাংসপেশিতে চোট রয়েছে। শনিবার ওদের দুইজনের পক্ষে খেলা কঠিন।’ এদিকে দলকে জিতিয়ে গুলার বলেছেন, ‘লড়াইটা যে কঠিন হবে তা আমরা জানতাম। প্রথমার্ধেই গোলমুখ খুলতে পারাটা আমাদের কাজটা কিছুটা হলেও সহজ করে দেয়।’

সমাধান খুঁজছে চেন্নাই-হায়দরাবাদ

আজ চারশোর মাইলস্টোনে ধোনি

চেন্নাই, ২৪ এপ্রিল : বলুন তো রোহিত শর্মা, দীনেশ কার্তিক ও বিরাট কোহলির মধ্যে মিল কোথায়? তিনজনই ৪০০ টি২০ খেলে ফেলেছেন। শুক্রবার সেই তালিকায় মহেন্দ্র সিং ধোনি যোগ দিতে চলেছেন। মহেন্দ্রবাবুর মাইলস্টোন ম্যাচের আগে অবশ্য সমস্যার পাহাড়ে চেন্নাই সুপার কিংস। আগামীকাল চিপকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হাজারো সমস্যার সমাধান খোঁজাই লক্ষ্য ইয়েলো ব্রিগেডের।

আট ম্যাচে মাত্র দুটি জয় নিয়ে দশ দলে লিগে সবার শেষে। হারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে হাফডজনে পৌঁছে গিয়েছে। উজ্জ্বল হলুদ জার্সিতে ধোনি ব্রিগেডের এহেন বিবর্ণ পারফরমেন্স মানতে কষ্ট হচ্ছে ভক্তদের। গত ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে হারের পর ধোনিও কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন, এবারের মতো প্লে-অফে ওঠার স্বপ্ন প্রায় শেষ। জোর দেবেন আগামী মরশুমের সেরা একাদশ বানানোর লক্ষ্যে।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ
চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট স্থান : চেন্নাই
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

সমস্যা হল, শুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। তাই বিজয় শংকরদের নিয়ে আগামী মরশুমেও সিএসকে কতটা শক্তিশালী হতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

গুমোট পরিস্থিতিতে আশার আলো অবশ্য আয়ুষ মাত্রে, শাইক রশিদের মতো তরুণরা। আগামীকালও ভালো কিছুর জন্য এদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ধোনিকে। চেন্নাইয়ের মতো সানরাইজার্সও সমস্যার পাহাড়ে বসে রয়েছে। ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মাদের গত বছরের মারকাটারি ক্রিকেট এবার ক্লিক করেনি। নিটফল, নয় নম্বরে নেমে গিয়ে ‘গ্রহণ’ লেগেছে সানরাইজার্সের। যা কাটাতে প্যাট কামিন্স ব্রিগেডের ঘুরে দাঁড়ানো প্রয়োজন। সবমিলিয়ে লিগের নয় ও দশ নম্বর দলের লড়াইয়ে বাজিমাত করে কে একটু অক্সিজেন পায়, সেটাই দেখার।

‘ভারত-ইংল্যান্ড উপভোগ্য সিরিজ হবে’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : নৈশালোকের ঝলমলে ইডেন গার্ডেন্স। শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ। তার আগে সন্ধ্যার ইডেনে তখন দুই শিবিরই চুটিয়ে অনুশীলনে ব্যস্ত।

এমন সময় বৃদ্ধ বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এক তরুণী প্রবেশ করলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননের ক্লাব হাউসে। মাঠ থেকে তাঁকে দেখেই হাত নাড়লেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন পাঞ্জাব কিংসের সাজঘরের সামনে।

ভালো করে দেখার পরই চমক। ঈশা গুহ। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার। মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮টি টেস্ট, ৮৩টি একদিনের ম্যাচ ও ২২টি টি২০ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ঈশার। এখন স্কাই স্পোর্টসে নিয়মিত ধারাভাষ্য দেন। আপাতত কিছুদিনের ছুটিতে বাবা বরুণ গুহকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কলকাতায়। পরিকল্পনা রয়েছে বেঙ্গালুরু ও ধরমশালায় যাওয়ার। শনিবার রাতের ইডেনে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব ম্যাচও গ্যালারিতে বসে দেখবেন। শেষ কবে ভারতে এসেছেন? প্রশ্ন করতেই গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন ঈশা। একটু ভেবে বলে দিলেন, ‘২০০৫-’০৬ মরশুমে ভারত সফরে এসেছিলাম ইংল্যান্ড দলের প্রতিনিধি হিসেবে। এই ইডেনে টেস্টও খেলেছি।’ তাঁর বাবা ক্রিকেটপ্রেমী বরুণ মনেই করতে পারছিলেন না শেষ কবে ইডেনে বসে খেলা বা অনুশীলন দেখেছেন কোনও দলের। বলছিলেন, ‘২০২৩ সালে অল্প কয়েকদিনের জন্য একবার ভারতে এসেছিলাম। সেই সময় কলকাতাতেও হাজির হয়েছিলাম। তবে ইডেনে আসা হয়নি।’

ছুটি কাটানোর মাঝে বাবার সঙ্গে ইডেন গার্ডেন্সে ইংল্যান্ডের ঈশা গুহ।

জুন মাসে রোহিত শর্মার ভারত ইংল্যান্ড সফরে যাবে। পাঁচ টেস্টের সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটমহলে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে। ঈশা সেই সিরিজে স্কাই স্পোর্টসে ধারাভাষ্যও দেবেন। আসন্ন ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘নিশ্চিতভাবেই উপভোগ্য সিরিজ হবে। দুর্দান্ত দুটি দল যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে, মজাদার ক্রিকেট দেখতে পাব আমরা। কোন দল ফেভারিট, প্লিজ প্রশ্নটা করবেন না আমায়। ব্যক্তিগতভাবে আমি দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি।’ বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে জোরদার জল্পনা চলছে। কোহলি-রোহিতদের মধ্যে কি এখনও ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে? প্রশ্ন শুনে ঝড়ের গতিতে ঈশার জবাব, ‘অবশ্যই। রোহিত-বিরাটরা ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছে। আমি নিশ্চিত ওদের মধ্যে এখনও ক্রিকেট বেঁচে রয়েছে। রোহিতরা এমন প্রতিভা, যাঁরা নিজেরাই ঠিক করবেন ক্রিকেটকে অবসর জানানোর সময়টা।’

বাবার সঙ্গে ইডেনে ঈশা গুহ

> খুব দুঃখজনক ঘটনা। কাশ্মীরের মতো জায়গায় এই রকম ঘটনা ভাবাই যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব মর্মাহত।
>
> **ঈশা গুহ**

গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় জসপ্রীত বুমরাহ টানা পাঁচ টেস্টের ধকল নিতে পারেননি। সিডনিতে শেষ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ায় বুমরাহর সঙ্গে মহম্মদ সামি ছিলেন না। ফলে ভারতীয় পেস বোলিং কিছুটা দুর্বল ছিল। বিলেত সফরে ভারতীয় বোলিং কি ‘এক্স’ ফ্যাক্টর হবে? ঈশা বলছেন, ‘বুমরাহ আইপিএল খেলছে। ওর ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক ক্রিকেটের সেরা জোরে বোলার ও। বিলেত সফরে বুমরাহর সঙ্গে সামিও থাকবে। আমি নিশ্চিত, ভারতীয় বোলিং চাপে রাখবে ইংল্যান্ড ব্যাটিংকে।’

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ঈশা বলেছেন, ‘খুব দুঃখজনক ঘটনা। কাশ্মীরের মতো জায়গায় এই রকম ঘটনা ভাবাই যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব মর্মাহত।’

প্যালেসের বিরুদ্ধে ড্র আর্সেনালের

প্রিমিয়ার লিগ জয়ের অপেক্ষায় লিভারপুল

লন্ডন, ২৪ এপ্রিল : লিভারপুলের কাজটা আরও কমিয়ে দিল আর্সেনাল। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে পয়েন্ট খুইয়ে রেডস শিবিরের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা কার্যত নিশ্চিত করে দিল মিকেল আর্তেতার দল। প্যালেসের বিরুদ্ধে দু’বার এগিয়ে গিয়েও ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করল গানাররা।

বুধবার ঘরের মাঠে ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল করে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন ইয়াকুব কিভিওর। প্যালেস অবশ্য তাতে দমে যায়নি। গোল শোধের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় তারা। অবশেষে ২৭ মিনিটে সমতায় ফেরে ক্রিস্টাল প্যালেস। ৪২ মিনিটে লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের গোলে ফের এগিয়ে যায় আর্তেতার আর্সেনাল। ম্যাচের শেষলগ্নে অবিশ্বাস্য শটে প্যালেসকে সমতায় ফেরান ফিলিপ মাতেতা। এদিন ড্র করায় ৩৪ ম্যাচ খেলে আর্সেনাল রইল ৬৭ পয়েন্টে। বাকি চার ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ৭৯ পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবে তারা। সেখানে লিভারপুল ৩৩ ম্যাচে ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে। ফলে রবিবার টটেনহাম হটস্পারের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করলেই খেতাব ঘরে তুলে ফেলবে আর্নে স্লটের দল।

স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্ট খুইয়ে হতাশ আর্সেনাল কোচ আর্তেতা। তিনি বলেছেন, ‘দলের খেলায় আজ সত্যিই আমি হতাশ। আমরা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারিনি। আধিপত্য ধরে রাখতে পারিনি।’ এই নিয়ে এবারের প্রিমিয়ার লিগে ১৩টা ম্যাচ ড্র করল আর্সেনাল। তা নিয়েও আক্ষেপ ঝরে পড়ল আর্তেতার গলায়।

শুভেচ্ছা

☺ Tanmay & Riya (ভারতনগর) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায়-'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট।' শিলিগুড়ি।

সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে চান টাংরি

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : 'সুপার কাপ জিততে নিজেদের সেরাটা দেব।'

ভুবনেশ্বরে উড়ে যাওয়ার আগে হুংকার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক দীপক টাংরির। এদিনই ক্লাবের তরফ থেকে ২৫ জনের দল ঘোষণা করা হয়। যার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ক্লাবের অ্যাকাডেমি থেকে উঠে আসা এই মিডফিল্ডার। দীপক নিজেই জানালেন তাঁর ছোট থেকে দেখা স্বপ্ন সফল হল। তিনি বলেছেন, 'ছোট থেকে মোহনবাগানে খেলছি। তারপর সিনিয়ার দলে ঢুকেছি। এরকম ক্লাবে অধিনায়কত্ব করার স্বপ্ন সবারই থাকে। আমারও ছিল। আট-নয় বছর পরিশ্রমের পর স্বপ্ন সত্যি হল বলা যেতে পারে।' সুপার কাপে মূলত কিছু সিনিয়ার ও আরএফডিএলে খেলা ফুটবলারদের মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দীপক বলেছেন, 'নতুনদের সুযোগ দেওয়া ভালো। আমাদের একটা জুনিয়ার স্কোয়াড ছিলই। তারা সুযোগ পাবে। নতুনরা সুযোগ পাওয়া সবসময়ই ভালো। কিছু সিনিয়ার ফুটবলারও আছে। জুনিয়ারদের পক্ষে ভালো যে তারা এরকম একটা প্রতিযোগিতায় সিনিয়ারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাবে। এতে ওরাও উপকৃত হবে।' অধিনায়ক হলেও

অবশ্য জুনিয়ারদের বাড়তি কিছু বলার দরকার আছে বলে তিনি মনে করছেন না। বরং দীপকের কথায়, 'এই জুনিয়াররা মোহনবাগানের জার্সি গায়ে দিয়েই খেলে। তাই এর ওজন জানা আছে ওদের। আমি শুধু এটুকুই বলব ওদের, খেলাটাকে উপভোগ করো তাহলেই হবে। আমরা সকলেই নিজেদের সেরাটা দিতে তৈরি।'

প্রথম রাউন্ডে চার্চিল ব্রাদার্স নাম তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে। আগামী শনিবার তাদের প্রথম ম্যাচ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। যারা আবার নাকি ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। অস্কার ব্রুজোঁর দলের বিপক্ষে ওই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেন নোয়া সাদাউ। এই প্রসঙ্গে দীপকের মন্তব্য, 'কেরালা ব্লাস্টার্সকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। আইএসএলে যা শক্তি ছিল, ওদের এখনও তাই আছে। শুধু কোচ পরিবর্তন হয়েছে। হয়তো এতে মানসিকতার কিছু পরিবর্তন হতে পারে। আর নোয়াকে নিয়েই বা আলাদা করে কী বলব? আমরা এগারোজনের বিপক্ষে খেলব। সবটাই দলগতভাবে হবে। কোচেরও পরিকল্পনা থাকবে। নোয়াকে আটকানো যাবে না, এমন তো নয়।' ম্যানেজমেন্ট থেকে কোচ বাস্তব রায়, সকলেই বলছেন সুপার কাপে তারা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দল পাঠাচ্ছেন। সেখানে দলের অধিনায়ক কিন্তু যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন, 'নিজেদের সেরাটা দিতে চাই। সুপার কাপে চ্যাম্পিয়ন হতেই যাচ্ছি।' শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে নিশ্চিতভাবেই সেটা ফুটবলার থেকে সমর্থক, সবার কাছেই হবে বোনাসের মত।

ফের বিরাট নজির কোহলির

অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি। তাঁকে যোগ্য সংগত করলেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে এএফপি-র তোলা ছবি।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২০৫/৫
রাজস্থান রয়্যালস-১১০/২
(৯ ওভার পর্যন্ত)

বেঙ্গালুরু, ২৪ এপ্রিল : 'কে বলেছে তোমাকে এখানে অচেনা হয়ে আসতে? এই মাঠ তোমাকে প্রত্যেকবার পুজো করেছে, সম্মান দিয়েছে। এখানে তুমি বারবার অতিথি হয়েই এসো।'

বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম অতীতে একাধিক বিরাট কোহলির ক্লাসিক ইনিংসের সাক্ষী থেকেছে। অন্যতম প্রিয় এই মাঠে বৃহস্পতিবার আরও একটি বিরাট নজির গড়লেন কোহলি। টি২০-তে প্রথম ব্যাটার হিসেবে একটি ভেনুতে ৩৫০০ রানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। বিরাট, দেবদত্ত পাডিক্কালের অর্ধশতরানে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ২০৫/৫ স্কোরে পৌঁছে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

চলতি আইপিএলে ঘরের মাঠে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে নামা আরসিবি-কে এদিন ওপেনিং জুটিতে ভালো শুরু উপহার দেন বিরাট (৪২ বলে ৭০) ও ফিল সল্ট (২৬)। ৬১ রান ওঠার পর সল্টকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা। কিন্তু বিরাট একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। পাশে পেয়ে যান গত ম্যাচে ফর্মে ফেরা দেবদত্ত পাডিক্কালকে (২৭ বলে ৫০)। তাঁদের ৯৫ রানের ঝুঁকিহীন পার্টনারশিপ বেঙ্গালুরুর বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। ৩২ বলে ৫০-এর গণ্ডি টপকে আইপিএলে ৬৮ নম্বর অর্ধশতরান পেয়ে যান কোহলি।

আটটি চার ও জোড়া ছয়ে সাজানো ইনিংসে চেনা সব শট বেরোল কোহলির ব্যাট থেকে। যার মধ্যে তুষার দেশপান্ডেকে মারা লেগসাইডে ফ্লিকটা সেরা। সন্দীপ শর্মার (৪৫/২) বলে আউট হওয়ার আগে অর্ধশতরান সেরে নেন দেবদত্ত।

রানতাড়ায় নেমে ঝড় তুলেছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল (১৯ বলে ৪৯)। জোড়া ছয়ে শুরু করলেও ১৬-তে থেমে যান ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাজস্থানের স্কোর ৯ ওভারে ১১০/২। ক্রিজে নীতীশ রানা (২২) ও রিয়ান পরাগ (২২)।

'ছন্দটা শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে হবে'

বক্তা রোহিত, মনযোগী শ্রোতা হার্দিক

হায়দরাবাদ, ২৪ এপ্রিল : প্রথম পাঁচ ম্যাচে একটা জয়।

সেখান থেকে উলোট পুরান। শেষ চারেই জিত! দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু। অতীতের সাফল্যের ইতিহাসকে যা উসকে দিচ্ছে। শুরুতে ব্যর্থতা। শেষ পর্বে জ্বলে ওঠা। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন্স মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বারবার যা করে দেখিয়েছে।

> টস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতি যা ছিল আমাদের প্রথমে বোলিং করার ইচ্ছে ছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা ২৬০-২৮০ উইকেট। যদিও সবকিছু রাতারাতি বদলে যায়। ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।
>
> **ড্যানিয়েল ভেত্তোরি**

স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে রোহিত শর্মার সঙ্গে আলোচনায় হার্দিক পান্ডিয়া।

২০২৫-এও কী সেরকম কোনও স্ক্রিপ্ট অপেক্ষা করছে? আর সেই নয়া স্ক্রিপ্ট লিখছেন প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। প্রথম সাত ম্যাচে ব্যাট কার্যত নিশ্চুপ। ব্যাটিং গড় মাত্র ১৩.৪। রোহিতের আইপিএল কেরিয়ার ঘিরেও নানান প্রশ্ন উঠছিল। শেষ দুইয়ে চেন্নাই ও হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে স্বমেজাজে হিটম্যান। জোড়া হাফ সেঞ্চুরিতে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন।

রোহিত স্পর্শে জ্বলে উঠছেন সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটও। তারই ঝলক সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে। হার্দিক পান্ডিয়া অধিনায়ক হলেও ফের মাঠ, দলের সাজঘরেও যেন অঘোষিত 'নেতা' রোহিত। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে সর্বাধিক ২৬০ ছক্কা মারার (কিরন পোলার্ডের ২৫৮-কে পিছনে ফেলে) রেকর্ডের দিনে সাজঘরে তারই ঝলক।

জিতে ফেরার পর দলের সামনে বক্তব্য রাখলেন। রোহিত বলছেন, বাকিদের সঙ্গে যেখানে মনোযোগী শ্রোতা হার্দিক পান্ডিয়াও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পোস্ট করা ভিডিয়োয় সেই ছবি উঠে এসেছে। রোহিতকে নিয়ে ভিডিয়োয় ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'পরপর দুই ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি। সাজঘরে ব্যাটিং পুরস্কার। মাঠের সর্বত্র মেরেছে ওদের। আমরা সবাই যা দেখতে ভালোবাসি।'

সতীর্থদের উদ্দীপনা জোগাতে রোহিতের মূল বক্তব্য, দল সাফল্যে ফিরেছে। ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। ম্যাচ শুরুর আগে হাডলেও দলকে সেকথা বলেছিলেন। তারই প্রতিফলন মিলেছে বাইশ গজে। মুম্বইয়ের পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নের বিশ্বাস, ছন্দটা শেষপর্যন্ত বজায় থাকবে। এই সাফল্য ধরে রাখতে হবে।

রোহিতকে ঘিরে মুম্বই যখন চনমনে, তখন হায়দরাবাদ আরও অন্ধকারে। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি অবশেষে স্বীকার করে নিলেন, প্রথম বল থেকে চোখ কান বুজে চালানোর পরিকল্পনা বুমেরাং হচ্ছে। বলেন, 'টস গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতি যা ছিল আমাদের প্রথমে বোলিং করার ইচ্ছে ছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এটা ২৬০-২৮০ উইকেট। যদিও সবকিছু রাতারাতি বদলে যায়। ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।'

ইস্টবেঙ্গলকে ভালো দল গড়ার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সাফল্যের উদাহরণ টেনে ইস্টবেঙ্গলকে আরও ভালো করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর।

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনে ইস্টবেঙ্গলের শতবর্ষ নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্তিপ্রকাশ অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের পারফরমেন্স ভালো নয় কেন। দলের এই পারফরমেন্সে সবচেয়ে বেশি দুঃখিত হন ক্লাবের সমর্থকরা। মোহনবাগান তো দুর্দান্ত দল গড়েছে। আইএসএলে সবাইকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শুধু টাকা খরচ করলেই হয় না। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ভালো খেলোয়াড় নিতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি ক্লাবকর্তাদের বলব এই বিষয়ে তারা যেন বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করেন। আগে থেকে পরিকল্পনা করে ভালো মানের খেলোয়াড় দলে নিতে হবে। বাংলায় খেলোয়াড়ের অভাব নেই। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে চললে ইস্টবেঙ্গল সাফল্য পাবে।'

রবীন্দ্র সদনে বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর মহিলা জাতীয় লিগ জয়ী লাল-হলুদ দলকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাদেরকে ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কারও তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি ট্রফিও তুলে দিন তিনি। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল আমাদের গর্বিত করেছে। দলের কোচ অ্যান্টনি অ্যান্ড্রুজকে শুভেচ্ছা জানাই। আগামী মরশুমে লাল-হলুদের মেয়েরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলবে। আশা করছি, ওখানেও সাফল্য পাবে তারা।'

এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত, প্রাক্তন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের প্রস্তাব মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : রাজারহাটে ১৫ একর জমিতে সিএবি-কে নয়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, 'রাজারহাটে ১৫ একর জমি রয়েছে। ওখানে ফুটবল স্টেডিয়াম তৈরি করার কথা ছিল। কিন্তু সেটা না হওয়ায় সিএবি-কে ওখানে ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছি। সরকার সবরকম সাহায্য করবে।' একটা সময় ইডেনে ফুটবল খেলা হত। পরে ইডেন গার্ডেন্স পুরোপুরি ক্রিকেটের হাতে চলে যায়। এবারেও ফুটবলের জন্য নির্ধারিত জমি ফুটবল কর্তাদের অপদার্থতায় ক্রিকেটের হাতে চলে যাচ্ছে। এদিকে রাতের দিকে এই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, আগে সমস্ত বিষয়টি বুঝবেন। তারপর এই নিয়ে মন্তব্য করবেন।

আজ চারশোর মাইলস্টোনে ধোনি

- খবর এগারোর পাতায়

ডার্বি জিতে সেমিতে এসি মিলান

কোপা ইতালিয়া

মিলান, ২৪ এপ্রিল : কোপা ইতালিয়ার সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ইন্টার মিলানকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল এসি মিলান। দুই পর্ব মিলিয়ে তারা জিতল ৪-১ গোলে।

৩৮ মিনিটে অ্যালেক্স জিমিনেজের ক্রসে মাথা ছুঁয়ে গোল করেন লুকা জোভিচ। যদিও তার আগে সুযোগ পেয়েছিল ইন্টার। প্রথমে ফেডেরিকো ডিমারকোর শট ক্রসবার ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর বক্সের ভেতর সহজ সুযোগ নষ্ট করেন অধিনায়ক লওটারো মার্টিনেজ। ৫০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন জোভিচ। তিজানি রেইন্ডার্স কফিনে শেষ পেরেক পোঁতেন ৮৫ মিনিটে।

ত্রিমুকুট জয়ের সম্ভাবনা শেষ হলেও ইন্টারের সামনে সুযোগ রয়েছে সিরি আ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের। আগামী সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ইন্টারের প্রতিপক্ষ বার্সেলোনা। সেদিকে তাকিয়ে ইন্টারের স্টিফান দি ভ্রিজ বলেছেন,'হারটা কষ্টের, তবে সেটা ভুলে সামনে এগোতে হবে।' অন্যদিকে, ইন্টার কোচ সিমোনে ইনজাঘির মন্তব্য, 'ক্লান্তির অজুহাত দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আরও উদ্যম দেখানো উচিত ছিল।'

রোনাল্ডোদের কোচ হওয়ার দৌড়ে মোরিনহো

লিসবন, ২৪ এপ্রিল : ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত রবার্তো মার্টিনেজের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। তবে তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। পরিবর্তে কোচ হিসাবে হোসে মোরিনহোকে চাইছে তারা।

২০২৪ সালে ইউরোয় সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি পর্তুগাল। দল নির্বাচন নিয়েও অভিযোগ রয়েছে মার্টিনেজের বিরুদ্ধে। যে কারণে বিশ্বকাপের আগেই নতুন কোচ নিয়োগ করতে চাইছে তারা। সেক্ষেত্রে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশের ফেডারেশনের পছন্দ মোরিনহো। তবে এই মুহূর্তে তুরস্কের ক্লাব ফেনেরবাখের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। ঘরোয়া লিগে খেতাবের দৌড়ে তাঁর দল। তুরস্কের ক্লাবটির সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তিও রয়েছে মোরিনহোর। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, প্রয়োজনে অতিরিক্ত খরচ করেও মোরিনহোকে জাতীয় দলের কোচ করতে চায় পর্তুগাল। অন্য আরেকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি চুক্তি পাকা হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে আগামী ফিফা বিশ্বকাপে 'দ্য স্পেশাল ওয়ান'-কে পর্তুগাল ডাগআউটে দেখার সম্ভাবনা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

আলাদিনের জাদুতে ধরাশায়ী মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৬
(জিতিন, আলাদিন-হ্যাটট্রিক, নেস্টর, গুইয়েরমো)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : হারই ভবিতব্য। এটা মেনে নিয়েই যেন সুপার কাপ খেলতে নেমেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

আলাদিন আজারাইয়ের জাদুতেই ধরাশায়ী সাদা-কালো শিবির। বৃহস্পতিবার মহমেডান যত না নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কৌশলের কাছে পরাস্ত হল, তার চেয়েও বেশি প্রভাব ফেলল পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি। তিনদিনের অনুশীলন। হুয়ান পেদ্রো বেনালির পূর্ণশক্তির দলের সামনে মাত্র এক বিদেশি। পর্যাপ্ত ফুটবলারের অভাব। বাধ্য হয়েই আক্রমণ আর মাঝমাঠের ফুটবলারদের খেলাতে হল রক্ষণে। এগুলোই মারাত্মক প্রভাব ফেলল। গোটা ম্যাচের মধ্যে ৬১ মিনিটে রবি হাঁসদার শট ছাড়া বিপক্ষের রক্ষণকে সেই অর্থে পরীক্ষার মুখে ফেলতে পারল কই মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। হাসতে হাসতে ৬-০ গোলে ম্যাচটা জিতে নিল নর্থইস্ট।

গোলবর্ষণ শুরু তৃতীয় মিনিটে। মহমেডানকে প্রথম ধাক্কাটা দেন জিতিন এমএস। রক্ষণের ভিড়ের মধ্যে থেকে বল জালে পাঠান তিনি। ম্যাচের শুরু থেকেই অনভ্যস্ত পজিশনে বেশ নড়বড়ে লাগছিল অমরজিৎ সিং কিয়াম, বিকাশ সিংদের। নর্থইস্ট সেই সুযোগ পুরোদস্তুর কাজে লাগায়। ১৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করলেন আলাদিন। বক্সের সামনে থেকে নিখুঁত প্লেসিংয়ে লক্ষ্যভেদ। মিনিট দুয়েকের মধ্যে আরও একবার গুইয়েরমো ফার্নান্ডেজের জন্য বল সাজিয়ে দেন তিনি। তবে হেডার তেকাঠির মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। ৪২ মিনিটে জিতিনের বাড়ানো বল থেকে মাটি ঘেঁষা শটে তৃতীয় গোল করেন নেস্টর আলবিয়াখ। মহমেডান যে আক্রমণ সংগঠিত করতে পারেনি তা নয়। আসলে মার্ক আন্দ্রে সমারবক, ইসরাফিল দেওয়ানদের সব প্রচেষ্টাই ভোঁতা হয়ে গেল নর্থইস্ট রক্ষণের সামনে।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও আগ্রাসী বেনালির দল। ৫৭ মিনিটে ফের গোল আলাদিনের। প্রথম প্রচেষ্টায় থই সিংয়ের শট রুখে দিলেও ফিরতি বল জালে পাঠান মরক্কান স্ট্রাইকার। ৬৬ মিনিটে আরও একবার সাদা-কালো রক্ষণের জাল ছিঁড়ল নর্থইস্ট। গুইয়েরমোর গোলের নেপথ্যে অবদান সেই আলাদিনেরই। সংযুক্তি সময়ে তিনি হ্যাটট্রিক সেরে ফেললেন পেনাল্টি থেকে। মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরাও আলাদিনই।

মহমেডান : শুভজিৎ, বিকাশ, সাজাদ, সামাদ, অমরজিৎ, আঙ্গুসানা (ম্যাক্সিয়ন), সমারবক, চিকারো, ইসরাফিল (বামিয়া), রবি ও রেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন)

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের জয়ের নায়ক আলাদিন আজারাই।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মাহবুল শেখ - কে 02.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 59419 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জীবনে উন্নতির কথা ভাবছিলাম সেই মুহূর্তে ডিয়ার লটারি আমাকে একটি সঠিক পথ দেখিয়েছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা আমাকে আমার সর্বস্ব অর্জন করার আত্মবিশ্বাস প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমি সবাইকে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার অনুরোধ করছি, কারণ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি অসংখ্য কোটিপতি তৈরী করেছে এবং আপনি হয়তো হতে পারেন পরবর্তী কোটিপতি।"

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিশাখার হ্যাটট্রিক

জলপাইগুড়ি, ২৪ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল লিগে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিশাখা বর্মন। অন্য গোলটি পুষ্পিতা রায়ের। এদিন খেলা শুরুর আগে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সেরা সেন্ট মারিয়া

আলিপুরদুয়ার, ২৪ এপ্রিল : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট মারিয়া গোর্খি গার্লস হাইস্কুল। বুধবার ফাইনালে তারা ৫-১ গোলে নির্মলা গার্লস হাইস্কুলকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে সেন্ট মারিয়ার আদিল টোপ্পো।

ট্রফি নিয়ে পতিরাম পাইথনসের ক্রিকেটাররা। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন পতিরাম পাইথনস

বালুরঘাট, ২৪ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রিমিয়ার লিগ টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল পতিরাম পাইথনস। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে বালুরঘাট লায়ন জায়েন্টসকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে লায়ন ১৯.২ ওভারে ১১৮ রানে অল আউট হয়। সাহিল সরকারের অবদান ৬১ রান। ম্যাচের সেরা তাপস সরকার ১৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১১/২)। জবাবে পাইথনস ১৯.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৯ রান তুলে নেয়। অনুরণ সরকার রেখে এসেছেন ৪০ রান। ঋক দাসের শিকার ৩৬ রানে ২ উইকেট। উদ্যোক্তাদের তরফে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি সহ যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

উত্তরের খেলা

টাউনের ড্র

রায়গঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার কসবা মিলন সংঘ ও আয়োজক দলের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে টাউনের গোলস্কোরার ইয়াকোশ টোপ্পো। কসবার গোল করেন চিরঞ্জিৎ কিস্কু। শুক্রবার খেলবে আরএসবি ইয়ুথ ক্লাব ও কেবিএস রায়গঞ্জ।

জয়ী টিম ডি

পারডুবি, ২৪ এপ্রিল : পশ্চিম পারডুবি প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে বৃহস্পতিবার পয়েস্তি প্যান্থারকে ৮ রানে হারিয়েছে টিম ডি। প্রথমে টিম ডি ১২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। উজ্জ্বল কির্তনীয়ার অবদান ৪৪ রান। জবাবে প্যান্থার ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৫ রানে থামে। সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন অসিত রায়শর্মা।

AYURVEDIC
KAYAM® CHURNA

কায়ম চূর্ণ
কায়ম ট্যাবলেট
কায়ম দানা

শেঠ ব্রাদার্স, ভাবনগর-এর উৎপাদিত পণ্য

UIN:GUJARAT/0003/2025